রঙমহলে অভিনীত

শেষলগ্ন

মনোজ বসু

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥

। কলিকাতা বারো ।

প্রথম অভিনয়-রজনী—৮ নবেম্বর, ১৯৫৬

পরিচালক—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

গ্রন্থ-স্বত্বের অধিকারী :

মনীষী বসু

পি-৫৬০ লেক রোড, কলিকাতা-২৯

নাট্যাভিনয়-স্বত্বের অধিকারী (১৯৬১ অবধি) :

রঙমহল

৭৬-১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৩

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-লিখন :

বিনয় সরকার

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

উৎসর্গ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনলিন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে তিন গুণীকে প্রথম এই নাটক শোনাই; একবার শুনেই যাঁরা উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

১ পৌষ, ১৩৬৩

এই লেখকের বই

উপন্যাস ঃ এক বিহঙ্গী (৩য় সং)॥ সৈনিক (৭ম সং)॥ ওগো বধূ সুন্দরী (৪র্থ সং)॥ বকুল (৩য় সং)॥ নবীন যাত্রা (৩য় সং)॥ জলজঙ্গল (৩য় সং)॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং)॥ যুগান্তর (২য় সং)॥ ভুলি নাই (২৬শ সং)॥ বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং)॥ আগস্ট, ১৯৪২ (৩য় সং)॥ সবুজ চিঠি (২য় সং)॥ বৃষ্টি! বৃষ্টি!

গল্পগ্রন্থ ঃ মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং)॥ বনমর্মর (৪র্থ সং)॥ উলু (৩য় সং)॥ কাচের আকাশ (২য় সং)॥ দেবী কিশোরী (৩য় সং)॥ খদ্যোত (২য় সং)॥ কুঙ্কুম (২য় সং)॥ কিংশুক॥ পৃথিবী কাদের? (৪র্থ সং)॥ নরবাঁধ (৪র্থ সং)॥ দিল্লি অনেক দূর (২য় সং)॥ দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং)॥ একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং)॥

নাটক ঃ প্লাবন (৪র্থ সং)॥ নূতন প্রভাত (৫ম সং)॥ বিপর্যয়॥ রাখিবন্ধন (২য় সং)॥ বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং॥ শেষ লগ্ন॥

ভ্রমণ ঃ চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৭ম সং)॥ দ্বিতীয় পর্ব (৩য় সং)॥ পথ চলি॥

ভূমিকা

রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়া ঘুরে এলাম ১৯৫৪-র শেষাশেষি। নাটক-অপেরার দেশ—বলসই, মস্কো-আর্ট এবং আরও অনেক নামজাদা থিয়েটারে বিস্তর পালা দেখে এসেছি। নাটক আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে মাথার মধ্যে। ওদেশে যত দেখলাম, (পুরানো ক্লাসিক নাটকও দেখেছি, তার কথা বলছিনে) একটি ছাড়া কোন নাটকেরই বিশেষ কিছু 'বাণী' নেই। অমন প্রগতিবান দেশেই যখন এই ব্যাপার, আমার মনে কুণ্ঠা পুষে লাভ কি? আমাদের পেশাদারি মঞ্চে প্রগতি-নাটক অচল—দর্শক জোটে না, লোকসান দিয়ে মঞ্চকর্তারা কাঁহাতক ব্যবসা চালাবেন? আমার 'নূতন প্রভাত' 'রাখিবন্ধনে'র মতো নাটকও পেশাদারি মঞ্চে গৃহীত হয় নি। অতএব ঠিক করে ফেললাম—ঘরোয়া জমাটি নাটক লিখব, মঞ্চে যা চলতে পারে।

নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ দুটো গল্প আছে আমার—'উলু' ও 'বর'। গল্প দুটোর কিছু কিছু অংশ নিয়ে এবং অনেকখানি নতুন লিখে নাটক দাঁড় করানো হল। পছন্দসই হল জিনিসটা।

কিশোর বয়স অবধি গ্রামে মানুষ—এমনি অনেক ব্যাপার আমার চোখে দেখা। বছর কয়েক আগেও এক অজ-পাড়াগাঁয়ে প্রায় এমনি কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। সেটা খুলনা জেলায়, এখন পাকিস্তানের ভিতর—পশ্চিম-বাংলার কথা বলতে পারব না।

রঙমহলের কর্তাদের এক তরফের সঙ্গে আমার অনেক দিনের সৌহার্দ্য। থিয়েটার প্রথম যখন এঁদের হাতে এলো, নাটক বাছাবাছির ব্যাপারে আমিও আসাযাওয়া করতাম। নাটক লিখছি—হয়তো আমিই বলেছি অথবা অন্য সূত্রে শুনে থাকবেন, অন্যতম কর্ণধার শ্রীমান নলিন একদিন বললেন, শোনান আপনার নাটক—

—শেষ দিকটা বাকি এখনো।

—যতটা হয়েছে, শোনা যাক।

—নাটকের মজাই তো শেষে। গোড়ায় গল্প ও চরিত্র ছড়িয়ে যায়, শেষ দিকে সমস্ত গুটিয়ে আসে।

সপ্তাহ-দেড়েক পরে শুনলেন ওঁরা নাটক। আমার সর্বপ্রথম শ্রোতা তিন জন। ভাল লাগল তাঁদের; সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন, এ নাটক আমাদের। কর্তৃপক্ষ তারপরে বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে আমার বাড়ি এলেন নাটক শুনতে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ খুব তারিপ করলেন। কথা হয়ে রইল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হবে 'উল্কা' নাটকের পরে।

নাটক তখন বিয়োগান্ত—ফুলশয্যার রাত্রে গৌরীর শোচনীয় মৃত্যুতে শেষ। নাম দিয়েছি 'ফুলশয্যা'। নিজেরা বলাবলি করি, অভিনয়ের পর দর্শকেরা ফিরে যাবার সময় আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব; যাঁর চোখ শুকনো থাকবে, ডেকে তাঁর টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। সত্যি, এমনি নিদারুণ ট্রাজেডি ছিল গোড়ায়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বার কয়েক পড়ে দেখে বললেন, এত বেদনা দর্শকদের সহ্য হবে না। মিলনান্ত করতে পারেন কিনা দেখুন—গৌরীকে বাঁচিয়ে রেখে বিয়েথাওয়া দিয়ে দিন। প্রথমটা মনে হল অসম্ভব। ভাবতে লাগলাম। ভেবেচিন্তে রদবদল করা গেল। এবং তখন মনে হল, এটাও লাগসই হয়েছে। বিয়ের তিনটে লগ্ন। প্রথম লগ্ন প্রতীক্ষায় কাটল; দ্বিতীয় লগ্নে নিশির সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে—গৌরীর জীবনের সর্বনাশা দুর্যোগ; তৃতীয় ও শেষ লগ্নে মিলন—বুকের উপর থেকে উদ্বেগ ও বিষাদের পাথর নেমে গেল। নাটকেরও তাই নতুন নামকরণ হল—'শেষ লগ্ন'।

'উল্কা' ইতিমধ্যে খুব জমেছে। 'শেষ লগ্ন' অতএব চাপা পড়ে রইল। একাদিক্রমে দু-বছর ধরে চলল। কর্তৃপক্ষ তারপরে ঠিক করলেন, পাঁচ শ' রাত্রির বেশি 'উল্কা' চালাবেন না। আমার নাটক অবশেষে বাক্সের বন্দিত্ব থেকে বাইরে এল।

থিয়েটার-সিনেমার রাজ্যে আমি নতুন নই। এইবারে সঙিন সময়, বুঝতে

পারছি। পরিচালক কাটাকাটি শুরু করেন, আর লেখকে-পরিচালকে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। লেখক ভাবেন, কায়দায় পেয়ে কোতল করছেন আমার গল্প ও চরিত্র। এক-একটা কথা কাটা যায়, এক-একটা ছোরার খোঁচা পড়ে যেন লেখকের বুকে। তলিয়ে দেখলে এই বিরোধের কারণ বোঝা যাবে। লেখক ও পরিচালক দু-জনেই শিল্পী। লেখকের মনের মধ্যে একটা ছবি থাকে; আবার নাটক পড়ে পরিচালকের মনের মধ্যেও ছবি ফোটে একটা। দুই ছবিতে মেলে না। দুই শিল্পী-মানুষের রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের মানসচিত্রের চেহারা আলাদা হতে বাধ্য। পরিচালক ভাবছেন, লোকটা বই লিখতে পারে, কিন্তু অভিনয়ে কোন চেহারা ফুটবে, সে ধারণা কোথায়? ব্যস, বেধে গেল। লেখককে পাশ কাটাতে চান তিনি; দেখলে হয়তো বা বিরক্ত হন মনে মনে—এই রেঃ, আবার এখন চেপে বসে ফোড়ন কাটবে, কাজের ভণ্ডুল হবে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়ায়—সবাই নাটক বোঝে, শুধুমাত্র যে লিখেছে সেই মানুষটি ছাড়া। অথচ লেখককে সামনাসামনি অবহেলা করতেও শরমে বাধে—বিশেষ লেখকটি যদি প্রতিষ্ঠাবান হন। পরিচালক মশায় তবু যা হোক জুড়লেন, রদবদল করলেন—তারপরে আসে অভিনেতাদের পালা। তাঁরাও মুখে মুখে রচনা করেন স্টেজের উপর, উল্টে-পাল্টে দেখেন দর্শক কি ভাবে নিচ্ছে। দর্শকের তারিপ পেলে আর রক্ষা নেই! আর, দর্শক যখন নিচ্ছে কারও কোন এক্তিয়ার আছে কথা বলবার?

কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল—এই নাটক পরিচালনার ভার নিলেন পরম গুণী শ্রীযুত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আমার সুদীর্ঘকালের বন্ধু—বছর কুড়ি আগে রেডিওয় একত্র অভিনয় পর্যন্ত করেছি। তিনি নিজে নাট্যকার, সাহিত্যশিল্পী এবং উঁচুদরের অভিনেতা। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে অনেক দিনের যোগাযোগ তাঁর; দর্শকদের ধাত বোঝেন। তাঁর হাতে নাটকের লাঞ্ছনা হবে, এমন কথা ভাবতে পারা যায় না। তবু মন-কষাকষি যে একেবারে হয় নি, এমন নয়। কিন্তু আমাকেই হার মানতে হয়েছে—খানিক তড়পানোর পরে সব

লেখকেরই যে গতি হয়। এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে আমারই বোঝবার ভুল, একথা স্বীকার করতে আজ দ্বিধা নেই।

যেমন ধরুন, গোবিন্দর চরিত্র। মূল-নাটকে ঘটকের নামোল্লেখ মাত্র ছিল। নাটকের কাহিনীর পক্ষে ঘটক অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এই চরিত্রের যোজনা করেছেন—গোবিন্দর পরিকল্পনা ও সংলাপ সমস্তই তাঁর। এখন দেখা যাচ্ছে, অভিনয়-গুণে গোবিন্দ-রূপী জহর রায় প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে তুলেছেন। গোবিন্দ-বিহীন নাটক আজ ভাবতেই পারা যায় না। আর দু'টি ছোট চরিত্র—গদা ও রজনী একান্ত ভাবেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের। দ্বিতীয় অঙ্কে বনমালীর চরিত্র তিনি অনেক বাড়িয়েছেন; গোবিন্দের সঙ্গে কমিশনের ভাগাভাগি তাঁরই রচনা। অবশ্য তৃতীয় অঙ্কে বনমালীর অংশ কাটাও গিয়েছে। সাতকড়ি এবং মদনের চরিত্রও বেড়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্জন সত্ত্বেও গল্পের মূল-কাঠামো ঠিক আছে; সেদিক দিয়ে আমার অনুযোগের কারণ ঘটেনি।

গোড়ায় ভেবেছিলাম, আমার মূল-নাটক হুবহু ছেপে দেবো। কিন্তু পাঠকেরা চান, থিয়েটারে যা অভিনীত হচ্ছে, তারই গ্রন্থরূপ। সেজন্য মূল-নাটক এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সংস্কারের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনা করে নিয়েছি। ছাপা নাটকে কিছু কিছু বাড়তি সংলাপ আছে, সময়-সংক্ষেপের জন্য অভিনয়ে সেগুলো বাদ যায়। প্রতি অঙ্কের শেষভাগে পর্দা পড়বার মুখে ছাপা নাটক ও মঞ্চের অভিনয়ে কিছু তফাৎ দেখা যাবে। অর্থাৎ ঐ সব জায়গায় পরিচালকের সঙ্গে আমি সায় দিতে পারি নি। তৃতীয় অঙ্কের ভিতর দুই জায়গায় ফুটনোট আছে; সেখানেও আমাদের মতভেদের পরিচয়। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যের জায়গায় একটিমাত্র দৃশ্যে মঞ্চাভিনয় হয়ে থাকে। এই সংযুক্ত দৃশ্যটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁড় করিয়েছেন ("পরিশিষ্ট"রূপে সেটা ছাপা হল)। মূল-নাটকে দুটি অঙ্ক ছিল—দ্বিতীয় অঙ্ক ভেঙে পরিচালক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুই অঙ্কে দাঁড় করিয়েছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষটা এই রকম ছিল :—

তমাল। ছাতে ত্রিপল দিচ্ছ, উঠোনে কিন্তু সামিয়ানা চাই। চারিদিকে সুন্দর ঝালর থাকবে। সেই সেকালে আমার বিয়ের যেমন করেছিল—

রাজ। বেশ, মঞ্জুর।

তমাল। তারপরে, ধরো গে ঢোল—

রাজ। উঁহু, ব্যাণ্ড—ব্যাগপাইপ—

তমাল। ঢোল হল চিরকালের জিনিস। ঢোল ছাড়া কি বিয়ে জমে?

রাজ। ওসব পাড়াগাঁয়ে চলে। কন্যাপক্ষ করবে।

তমাল। ঢোলের বাজনায় এখনো বুক গুরগুর করে। বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ে যায়। ঢোল-কাঁসি-শানাই—

[বাজনার প্রসঙ্গ উঠতেই আলো নিভেছে। মঞ্চ ঘুরছে। অন্ধকারেই কর্তাগিন্নির কথা চলছিল। কথা শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-কাঁসি-শানাই বেজে উঠল। আলো জ্বলল।]

কথার উপর কথা চাপিয়ে গতিসঞ্চার করে বিয়েবাড়ির চেহারার কিছু আন্দাজ দিয়ে আমি রাজমোহনের কলিকাতার বাড়ি থেকে সরাসরি গ্রামের বিয়েবাড়ি পৌঁছতে চেয়েছিলাম। ঢোলের বাজনা ছাড়া পাড়াগাঁয়ের বিয়ের চেহারা ফোটে না; কিন্তু স্টেজের উপর তা ও আর ঘটে উঠল না।

নাটকের রূপায়ণের জন্য পরিচালক যে পরিশ্রম করেছেন, তা ধারণায় আনা যায় না। নাটক যদি জনপ্রিয় হয়, সেজন্য প্রধান কৃতিত্ব তাঁরই। এই প্রসঙ্গে হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিন বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগলের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ না করলে প্রত্যবায় ঘটবে। রঙমহলের শিল্পিবর্গ আমার কল্পনার ছবিকে রূপদান করেছেন; নেপথ্যকর্মীরা সর্ববিধ সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কুশীলব

শিবনাথ	...	গ্রাম্য গৃহস্থ
ভুবন	...	ডাক্তার
নিশি	...	গ্রামের লোক
সাতকড়ি	...	,,
বিনোদ	...	,,
গ্যাঁড়া	...	নিশির বড় ছেলে
ন্যাড়া	...	নিশির মেজ ছেলে
গোবিন্দ	...	ঘটক
নীরদ	...	কলিকাতাবাসী যুবক
প্রশান্ত	...	,,
রাজমোহন	...	প্রশান্তর বাবা
বনমালী	...	রাজমোহনের বাড়ির সরকার

বন্ধু বিশ্বাস, মদন পাগলা, পুরোহিত, বরযাত্রীরা, কয়েকটি চাষী, বিভার মামা।

গৌরী	...	শিবনাথের পৌত্রী
কাদম্বিনী	...	শিবনাথের বিধবা মেয়ে
সুরবালা	...	গৌরীর মা
ভুলোর মা	...	শিবনাথের বাড়ির দাসী
বিভা	...	ভুবন ডাক্তারের মেয়ে
খেঁদি	...	নিশির বড় মেয়ে
ভুলি	...	নিশির মেজ মেয়ে
তমালবাসিনী	...	প্রশান্তর মা
রজনী	...	গ্রামের এক গৃহিণী
সুধা	...	গৌরীর সখী
লীলা	...	

গ্রামের মেয়ে-বউরা।

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির-বাড়ি। পুরানো গৃহস্থ—এখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, বাড়ির চেহারায় বোঝা যায়। উঠান, এক প্রান্তে বকুলগাছ। সেখানে বাঁধানো বেদীর মতো। এখন ভেঙেচুরে গেছে। পিছন দিকে ইঁট-বার-করা অনুচ্চ পাঁচিল। জীর্ণ ফটক আছে একটা। পাঁচিলের বাইরে অনেক দূরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে বৈঠকখানার বারান্দা—পিছনে কামরা আছে, তার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। ডাইনে পাকা দালান, তার বাইরের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। একটা জানলা ঐ দেয়ালে।

বারান্দায় শতরঞ্চি ও চাদর পাতা। কয়েকটা তাকিয়া। দুটো হুঁকোদান। অপরাহ্ণ। শিবনাথের বিধবা পুত্রবধূ সুরবালা ফটকের ধারে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভিতরের দিক দিয়ে শিবনাথের বিধবা মেয়ে কাদম্বিনী এলেন।

কাদম্বিনী। দেখ, ভুলোর মার কাণ্ড দেখ একবার! ফরাসের উপর জঙ্গল জমে আছে। কলকাতার ছেলে, সর্বদা ফিটফাট থাকে। এর মধ্যে এসে বসবে কেমন করে ?

ফরাসের উপর ও উঠানে শুকনো পাতা পড়ে ছিল। কাদম্বিনী খুঁটে খুঁটে ফেলতে লাগলেন। দাসী ভুলোর মা দু হাতে দুটো রূপো-বাঁধানো হুঁকো নিয়ে ঢুকল।

ভুলোর মা। সব তাতে ভুলোর মার দোষ। সাত-সকালে কত্তা মশাই ফরাস করে রেখে গেলেন। পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে, আমি তার কি করব ?

সুরবালা এদিকে তাকালেন।

সুরবালা। কুটুম্ব কখন আসবে ঠিক নেই, সকাল থেকে বাবা বাড়িসুদ্ধ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। দু-বার আমি এর মধ্যে সাফ করে দিয়ে গিয়েছি ঠাকুরঝি।···ও কি ভুলোর মা, এত হুঁকোর ঘটা কেন রে?

ভুলোর মা। আমি তার কি জানি? হুঁকোদান আর বাঁধানো হুঁকো বের করে কত্তামশাই হুকুম দিয়ে গেলেন, মেজেঘসে চকচকে করে সাজিয়ে রাখবি—

সুরবালা হাসতে লাগলেন।

সুরবালা। বাবার কাণ্ড! ভেবেছেন, তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে বসে তারা গুরুজনের মুখে ধোঁয়া ছাড়বে। হুঁকো টানতে টানতে মেয়ে দেখবে।

ভুলোর মা। (হুঁকো রেখে) কত্তাবাবু গেল কমনে?

সুরবালা হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর বিমর্ষ হলেন।

সুরবালা। যাবেন আর কোথায়? কোন মতে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে গাঙের ঘাটে গিয়ে বসে আছেন। আমি বললাম, ঘাটে যাবার দরকারটা কি বাবা—না, কলকাতার ছেলে, পাড়াগাঁ চেনা-জানা নেই, মুশকিলে পড়ে যাবে।

ভুলোর মা। কেন, গোবিন্দ ঘটক তো তাদের নিয়ে আসছে। সে কি রাস্তা চেনে না? আহা, বুড়ো মানুষটা সেই দুপুর থেকে বসে আছে গা!

কাদম্বিনী। ভুলোর মা, জলখাবারের বাসনগুলো এবার ধুয়ে-মুছে ঠিক করে রাখ্‌গে।

ভুলোর মা। সে আর তোমায় বলতে হবে নি, কোন কালে সব ঠিক করে রেখেছি। এখন পানগুলো শুধু সেজে ফেললেই হয়।

ভুলোর মা চলে গেল।

সুরবালা ফটকের দিক থেকে ফিরে কাদম্বিনীর কাছে এলেন। কাদম্বিনী ইতিমধ্যে বারান্দায় বসেছিলেন।

সুরবালা। এল না বোধ হয় ঠাকুরঝি। আসবার হলে এতক্ষণে কি আসত না?

কাদম্বিনী। আসবে বউ, আসবে। অত ভেবো না।

সুরবালা। গোবিন্দ ঘটকের সম্বন্ধ তো, তাই ভরসা হচ্ছে না।

কাদম্বিনী। তা সত্যি কথা বলি, গোবিন্দ সম্বন্ধও কম আনলে না। পয়সার লোভটা ওর একটু বেশি, কিন্তু চেষ্টা খুবই করে। এ গাঁয়ের কত মেয়েকে তো পার করল!

সুরবালা। তা ঠিক।...তবু আমি আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না ঠাকুরঝি। কেবল মনে হচ্ছে কলকাতার ছেলে, সে হয়তো আসবেই না।

কাদম্বিনী। আসবে গো, আসবে। তুমি একটু স্থির হয়ে এখানে বস দেখি। ছেলে নিজে চিঠি লিখেছে, নৌকোর জোয়ার-ভাঁটার ব্যাপার, ঘড়ি ধরে আসে কেমন করে? পথ তাকাতে তাকাতে তুমিও তো সারা হয়ে গেলে। ঠাণ্ডা হয়ে বস, সময় হলে ঠিক এসে যাবে।

সুরবালা। এলেই বা কি ঠাকুরঝি? কত এল কত গেল, সবাই তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে।

কাদম্বিনী। ও-কথা বলো না বউ। ডোঙাঘাটার দত্তরা তো পছন্দ করেছিল। দেনাপাওনায় বনল না তাই—

সুরবালা। তাই দেখ, যদিই বা মেয়ে পছন্দ হল তখন আটকাল পণের টাকায়। দশটা টাকা জোগাড় করতে কালঘাম ছুটে যায়, কোত্থেকে আসবে হাজার হাজার টাকা? ঘর-বর কপালে থাকবে তো অসময়ে বাপকে খেয়ে নিশ্চিন্দি হবে কেন? তুমি দেখে নিও ঠাকুরঝি, ওকে চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে।

ঝকঝকে মেয়ে বিভা ব্যাগ হাতে হাসতে হাসতে এল।

বিভা। কাকে চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে কাকীমা?

সুরবালা। এই যে বিভা, এসে গেছিস। কত দেরি করে ফেললি বল্ দেখি ?

বিভা। কোথায় দেরি ? আগেভাগে সাজিয়ে রাখলে খারাপ হয়ে যায় না ? শাড়ি, পাউডার, রুজ, ক্রীম সমস্ত গুছিয়ে এনেছি। কতক্ষণ আর লাগবে ?

প্রসাধনের আয়োজনগুলো দেখাল।

কাদম্বিনী। কলকাতার শহরে থাকিস, আজব ক্ষমতা ধরিস তোরা মা।

বিভা। (হেসে) কি রকম ?

কাদম্বিনী। চাটুজ্জেদের অন্তা বিয়ে করে এল। পাল্‌কি থেকে বউ নামল একেবারে পটের পরী। বিকেলবেলা গিয়ে দেখি, নেয়ে-ধুয়ে এসেছে কিনা—ওমা, কটকটে এক দাঁড়কাক। চোখ তুলে চাওয়া যায় না।

সুরবালা। নানান খোঁজ-খবর করে ঘটককে ধরাপাড়া করে সম্বন্ধ এসেছে। কনে নজরে লাগলে এক পয়সাও লাগবে না, শাঁখা-শাড়িতে বিয়ে হয়ে যাবে। (বিভার হাত ধরে) তোর যত বিদ্যেসাধ্যি আছে দেখ্ খাটিয়ে। এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টার জন্যে খুব সুন্দর করে দে বিভা। এ সম্বন্ধ খসে গেলে আর গৌরীর ছাদনাতলায় যেতে হবে না—

বিভা রাগ করে হাত ছাড়িয়ে নিল।

বিভা। অমন যদি করেন, কিছু করব না আমি। বাড়ি চলে যাব। চোখ তো নেই আপনাদের, কানা—কানা—অমন মেয়েকে তাই খারাপ দেখেন।

ফরফরিয়ে বিভা ভিতরে চলে গেল।

সুরবালা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরের মন্দিরের উদ্দেশ্যে করজোড় করলেন) ঠাকুর, শ্যামসুন্দর, চোখ তুলে চাও একটি বার। আমার দুর্ভাগা মেয়ে—কত চেষ্টায় বাবা ওদের জুটিয়ে আনছেন, এবারে ভেস্তে গেলে বুড়ো মানুষ মারা যাবেন।

কাদম্বিনী। না, না,—এবারে ঠিক। ফোটো দেখে তারপরে তো আসছে। সময়টাও বড্ড ভালো। ডুবু-ডুবু বেলা—কন্যাসুন্দর বেলা বলে। হতকুচ্ছিৎকেও সুন্দর দেখায় এই সময়টা।···আলোর জোগাড় রাখতে হবে বউ। হেরিকেন সাফ-সাফাই করে কেরোসিন পুরতে হবে। সেই কাজগুলো এস সেরে রাখিগে—

দু-জনে ভিতরে যাচ্ছেন—বিভা ফিরে এল।

বিভা। গৌরী কোথায় কাকীমা? দেখতে পেলাম না তো!

সুরবালা। গেল কোথায় হতচ্ছাড়ি?

কাদম্বিনী। কোথায় আবার যাবে, বোধ হয় ঘাটে গেছে। দেখছি, দাঁড়া।

গামছা ও কাচা-কাপড় হাতে গৌরী প্রবেশ করল।

কাদম্বিনী। ওমা, এই তো। অ বিভা, এইবারে তাড়াতাড়ি সেরে নে। চল বউ—

সুরবালা ও কাদম্বিনীর প্রস্থান।

গৌরী। খিড়কি-পুকুরে গা ধুয়ে এলাম ভাই—

বিভা। সারা বেলা খালি গা-ই ধোয়া হচ্ছে। বলি সাজগোজ হবে কখন? বর এসে পড়ল এদিকে!

গৌরী। বর না হাতী!

বিভা। আসছে—আসছে—উতলা হোস নে। হাতী নয়, চাঁদের মতো ঝিকমিকে বর আসছে।

গৌরী। আসছে কড়া মাস্টার একজামিন করতে। আর একজামিন মানেই ফেল—যা আমার বরাবরকার নিয়ম।

বিভা। বর এবারে নিজে মাস্টার হয়ে আসছে। তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে হবে না! সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন একখানা কাণ্ড করব···এবারে ফুল মার্কস। চল্—চল্—

গৌরীর হাত ধরল।

গৌরী। না রে বিভা, সেজে-গুজে দাঁড়াতে লজ্জা করে—ঘেন্না করে। সাজগোজ তো কতবার হল, বিনি সাজেই দেখা যাক না!

বিভা। হুঁ, বুঝেছি, বুঝেছি মতলব—

গৌরী। কি বুঝলি?

বিভা। নিশি মল্লিক তোর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অন্য বরে মন নেই।

গৌরী। যাঃ—

বিভা। তা দোষ দিই নে। বরের সঙ্গে আধ ডজন ছেলেমেয়ে। তিন তিনটে বউ গেছে—বাক্স ভরতি তিন বউয়ের গয়না। কার না লোভ হয় বল্?

গৌরী। দেখাচ্ছি তোকে! ভদ্রলোকের এত শোকতাপ, বিপদের উপর বিপদ—যখন-তখন হাসাহাসি করবি তাঁকে নিয়ে?

কপট ক্রোধে কিল উঁচিয়ে বিভাকে তাড়া করল।

নিশি। (নেপথ্যে) কর্তামশায় আছেন?

বিভা। আরে, নাম করতে করতেই—

থমকে দাঁড়ায় বিভা ও গৌরী। নিশি মল্লিক ও সাতকড়ি প্রবেশ করল।

নিশি। এই যে, বিভা এসেছ দেখছি। গৌরীকে নাকি দেখতে আসছে?

বিভা। হ্যাঁ, আসছে।

গৌরী চলে গেল।

নিশি। ভালো ভালো। সে ছেলে আমাদের কুটুম্বের মধ্যে পড়ে। খুব আপনার লোক—আমার মাসতুতো ভায়ের পিসতুতো শালা।

বিভা। তা হলে তো খুবই আপনার।

নিশি। চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আজকে দেখাশুনো আলাপ-পরিচয় হবে। তা—কর্তামশাইকে দেখছি নে তো?

বিভা। তিনি নদীর ঘাটে গেছেন পাত্তর আনতে। এখুনি আসবেন।

নিশি। তা হলে একটু বসি। বিভা, ভুলোর মাকে বল তো, কলকেটা ধরিয়ে দিয়ে যেতে।

বিভা। আচ্ছা।

বিভা চলে গেল।

নিশি। বস হে সাতকড়ি, বস। এই তো টুল রয়েছে, নাও।

সাতকড়ি টুলে বসল, বারান্দায় বসল নিশি।

নিশি। বুঝলে সাতকড়ি, ব্যাপার গুরুতর!

সাতকড়ি। কেন বলুন তো?

নিশি। বুড়ো শিবনাথের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সাতকড়ি। কি করে বুঝলেন?

নিশি। আরে, মাথা খারাপ না হলে কখনো কলকাতার পাত্তর খোঁজ করে? বিয়ে দিতে গিয়ে ফতুর হয়ে যাবে না?

সাতকড়ি। শুনেছি, কনে পছন্দ হলে পাত্তরপক্ষ দাবি-দাওয়া করবে না।

নিশি। করবে না—করবে না, তবু পাঁচ-সাত হাজার। হেঁ-হেঁ, ওরা হল কলকাতার লোক—টাকার মুঠি ধূলোর মুঠি ওদের কাছে।

সাতকড়ি। তা দেবেন কর্তামশায় যোগাড়যন্তোর করে। কোমরে বল না থাকলে আনছেন কোন্ ভরসায়?

নিশি। হ্যাঁ, যোগাড় করবে! ভিটেমাটি বেচলেও ওর অর্ধেক টাকা হবে না। বুড়োর মুরোদ জানি নে? সে গেছে কলকাতার বর আনতে, হুঁঃ!

ভুলোর মা কলকের ফুঁ দিতে দিতে এল।

নিশি। এই যে ভুলোর মা, দে, কলকেটা দে। হুঁকোর জল ফেরানো আছে তো রে?

নিশি হুঁকো টানছে। ভুলোর মা চলে যাচ্ছিল, নিশি তাকে ডাকল।

নিশি। হ্যাঁ ভুলোর মা, একটা পান দিবি নাকি ?

ভুলোর মা। এখন থাম বাপু। কাজের বাড়ি, আমার অবসর নেই। একটু বসতে হবে।

নিশি। জানিস, যে-পাত্তর আসছে তার সঙ্গে আমার খুব নিকট-সম্পর্ক।

ভুলোর মা। তা হলে দিদিমণির বিয়েটা লাগিয়ে দাও তেনারে ধরে-পেড়ে।

নিশি। ধরাধরির মধ্যে আমি নেই।

ভুলোর মা। তবে আর গা দেখাতে এলে কেন মিছামিছি ?

ভুলোর মা'র প্রস্থান।

নিশি। কেন এসেছি, তার তুই কি বুঝবি ? কি বল সাতকড়ি ?

ফড়ফড় করে হুঁকো টানছে।

সাতকড়ি। তা তো বটেই ! কর্তাবাবুর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ও তার কি বুঝবে ? কর্তাবাবুর মতো লোক এ তল্লাটে আর নেই।

নিশি। এমনি তো মানুষ ভাল, কিন্তু নাতনীর বিয়ের ব্যাপারে মাথাটা একেবারে ঘুলিয়ে গেছে।

সাতকড়ি। নাতনী সেয়ানা হয়েছে, গলায় পাথর হয়ে ঝুলছে, কিছুতে পার করতে পারছে না। এমন অবস্থায় কার মাথা ঠিক থাকে, বল ?···আহা, শ্যামসুন্দর করুন, এইবারে যেন পছন্দ হয়।

নিশি। (সক্রোধে) সাতকড়ি !

সাতকড়ি চমকে উঠল।

সাতকড়ি। উঁহু, পছন্দ না হয় যেন। এই তো, মল্লিকদা ?

নিশি। আচ্ছা, হল না হয় পছন্দ। বিয়েথাওয়াও হয়ে গেল। তার পর ? বলি, তার পরের দুর্গতিটা ভেবে দেখেছ ?

সাতকড়ি। কেন, শহরের পাকা দালানে দিব্যি গিয়ে থাকবে।

নিশি। থেকে দেখেছ কখনো? না আছে বাগান-পুকুর, না আছে দুটো গাছগাছালি। যেদিকে তাকাও, শুধুই পোড়ামাটি।

সাতকড়ি। বল কি? কিন্তু শুনেছি, থাকেও তো বহুৎ লোক—

নিশি। থাকবে না কেন? খাঁচার মধ্যে পাখি থাকে না? রাস্তার দু-ধারে দেদার ইঁটের খাঁচা।

সাতকড়ি। সর্বনাশ!

নিশি। তা ছাড়া কলকাতার ছেলে, ওদের ধরন-ধারণ আলাদা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে চিরদিন নাক সেঁটকাবে। মেয়ে চোখের জলে ভাসবে। আমাদের গাঁয়েরও অপমান বটে। বলি বীরপুর তল্লাটে কি পাত্তর নেই যে সকলের চোখের ওপর দিয়ে চিলের মতন ছোঁ মেরে গাঁয়ের মেয়েটাকে আর এক মুল্লুকে নিয়ে তুলবে?

সাতকড়ি। হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু তেমন পাত্তর কোথা এ দিকে?

নিশি। আছে, আছে। চোখ থাকলে বুড়ো দেখতে পেত। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—বুঝলে না?

সাতকড়ি ভাবছে।

সাতকড়ি। গাঁয়ে বিয়ে দেবার মতো পাত্তর? তোমরা তো এই দু-তিন ঘর কায়েত। তা তোমার ছেলে আছে সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে কি গৌরীকে মানাবে?

নিশি। (চটে গিয়ে) তুমি এক নম্বরের হাঁদারাম সাতকড়ি। বলি, ছেলের সঙ্গে না মানাক, আর কারুর সঙ্গে মানাতে পারে না?

সাতকড়ি। (সবিস্ময়ে) আর কারুর সঙ্গে? (নিশির দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে বলল) হ্যাঁ···মানে···তা···অগত্যা···

নিশি গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল।

নিশি। সাতকড়ি, আমার সুদের টাকাটা আর আসলের অর্ধেক কালকের মধ্যেই চাই—

সাতকড়ি। (ব্যাপারটা বুঝে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল) মানাবে, মানাবে—চমৎকার মানাবে মল্লিকদা। আমার মাথায় ব্যাপারটা একেবারে ঢোকে নি। ওঃ, একেবারে রাজযোটক হবে। ফাস কেলাস—

[মঞ্চ ঘুরল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

মঞ্চ একটু ডাইনে ঘুরল। যে দালানের দেয়াল দেখা যাচ্ছিল, সেইটে এবার সামনে। বিভা ও গৌরী তক্তাপোশে বসেছে। বিভা গৌরীকে সাজাচ্ছে।

বিভা। হাতের নাড়ু চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়—খবর শুনেই মল্লিক ছুটতে ছুটতে এসেছে। চিল তাড়াবার ফিকিরে আছে।

গৌরী। বড্ড ইয়ে হয়েছিস তুই বিভা। মানুষের বিপদ নিয়ে ঠাট্টা!

বিভা। সত্যি, বড্ড বিপদ যাচ্ছে মল্লিক-দার। তিন নম্বরের বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মরল—

চেষ্টা-চরিত্র করে বিভা মুখ মলিন করে; তবু হাসি চিকচিক করছে মুখের উপর।

ঠাট্টা কোথায়, দুঃখই করছি আমি। এমন সাধুসজ্জন লোকেরও এমন দুর্গতি হয়! টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেল—বউকে গলা টিপে মেরে তার পরে নাকি আড়ায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বেলা ধরে ভেউ-ভেউ করে কান্না। শেষটা দারোগাকে ধরমবাপ বলে অনেক কষ্টে রেহাই পেল। ডাক্তার বলে বাবাকেও থানায় ডেকেছিল। বাবার কাছে গল্পটা শুনে অবধি—

বিভা আর পারে না, হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

গৌরী। মানুষ যা-ই হোক, ঐ নিশি মল্লিক ছাড়া আর কার নজরে পড়লাম বল্? (কণ্ঠ সহসা গভীর হয়ে উঠল) সত্যি রে বিভা, দাদুর দশা দেখে

আমার কান্না পায়। এদেশ-সেদেশ করে এক এক দল আনেন। তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর আহার-নিদ্রা বন্ধ। আজকের ব্যাপার দেখ্—আসবে সন্ধ্যের কাছাকাছি, দাদু সেই কখন থেকে ঘাটের উপর হোগলাবনের পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছেন।

টপটপ করে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বিভা সস্নেহে বুকে টেনে নেয়।

বিভা। বর আসবার দিনে আনন্দ করতে হয় রে। একটানা গাঁয়ে পড়ে থেকে সত্যি কি রকম হয়ে যাচ্ছিস তুই। সোমবারে কলেজ খুলবে। কাল কলকাতা যাব। চল্ আমার সঙ্গে, এবারে আর ছাড়ছি নে। বাইরে দিন কতক বেড়িয়ে এলে মন ভাল হবে।

গৌরী। একটা জিনিস ধার দিতে পারিস বিভা?

বিভা। কি?

গৌরী। তোর ঐ গায়ের রঙ।

বিভা। ফের এই সব কথা মুখপুড়ী? (বিভা গাল টিপে ধরল)

গৌরী। মিছে ভাই ঘষাঘষি করছিস। ভগবানের দেওয়া পাকা রঙ বড় জোর একটু ফ্যাকাশে হবে, তার বেশি কিছু নয়। ভয় করছে বিভা, সত্যি বড্ড ভয়···রূপ যদি বদলাবদলি হত রে, ওরা দেখেশুনে চলে গেলে তোর রূপ তোকে ফিরিয়ে দিতাম।

বিভা। (রেগে) তুই হিংসুটে, তুই কানা। এ বাড়ির সব কানা। আয়না তো সামনেই রয়েছে, দেখ্ না একবার মুখখানা।

গৌরী। সে ভাই তোর চোখে। তুই যদি পুরুষ হতিস—

বিভা। আলবাৎ। তা হলে নিশ্চয় তোকে বিয়ে করতাম। বিয়ে না করে সকালে সন্ধ্যায় পিঠের ওপর গুমগুম করে কিল—

আদরে গৌরীকে জড়িয়ে ধরল।

আমি ছাড়া কারো চোখ নেই, বটে রে! আজকে তবে কি হচ্ছে চাঁদ? ফোটো দেখেই তো ছুটে আসছে!

গৌরী। তাজ্জব লাগে—ফোটো পাঠাবার পরেও আসছে আমায় দেখতে! কাউকে বলিস নে বিভা। ক'দিন ধরে বার বার আমি মন্দিরে যাচ্ছি। ঠাকুরকে বলি, কোন রকম মায়া করে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দাও, পছন্দ করে চলে যাক। নইলে মা আর দাদু ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

বিভা। আবার চোখে জল? আমার এতক্ষণের সাজানো তুই নষ্ট করে দিবি। চুপ কর্।

শিবনাথ। (নেপথ্যে) কই রে, অ ভুলোর মা, এসে গেছেন এঁরা। আসুন, আসুন।

বিভা তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে উকিঝুঁকি দেয়।

বিভা। এসে গেল তারা? হ্যাঁ, এসেছে। কাপড়টা ছেড়ে আয় গৌরী—তাড়াতাড়ি।

গৌরী চলে গেল। দ্রুত সুরবালা প্রবেশ করলেন।

সুরবালা। এসেছে নাকি রে?

বিভা। হ্যাঁ, দেখুন না।

সুরবালা বিভার পাশে দাঁড়িয়ে জানলায় উকি দিচ্ছেন।

সুরবালা। হ্যাঁ রে, জামাই কোনটি ওর মধ্যে?

বিভা। ঠিক বুঝতে পারছি না—

শিবনাথ প্রবেশ করলেন।

শিবনাথ। অ বৌমা! এই যে···বিভা, একটু তাড়াতাড়ি কর্। গৌরীকে সাজানো হয়ে গেছে?

বিভা। এই হল। আপনি ততক্ষণ গল্পগুজব করুন গে দাদু। ভুলোর মা নিয়ে যাচ্ছে।

শিবনাথ। আচ্ছা—(প্রস্থানোদ্যত)

বিভা। দাদু, দু-জন তো এসেছে। ওর মধ্যে বর কোন্‌টি ?

শিবনাথ ফিরলেন

শিবনাথ। বর তো আসে নি।

বিভা। নিশ্চয় এসেছে।

শিবনাথ। না রে, বলছেন ওঁরা—

বিভা। ওরা বাজে কথা বলেছে। বর আছে ওদের মধ্যে।

শিবনাথ। বলিস কি ? কোন্‌টি রে ? ও বিভা, ওর মধ্যে কোন্ জন ?

বিভা। ওই যে সিল্কের শার্ট গায়ে চুপচাপ বসে আছে, আমার তো মনে লাগছে ঐ—

শিবনাথ। কিন্তু ওর নাম যে বলল—প্রশান্তকুমার বোস। আর চটপটে ছেলেটি হল—হল গে নদেরচাঁদ। নীরদবিহারী কেউ তো নেই ওর ভিতর।

বিভা। তবে আর কি ! বেদ-বাক্য বলেছে ! দাদু ভাবেন দুনিয়ায় কেউ কখনো মিথ্যে কথা বলে না। আপনি চলে যান দাদু, ভুলোর মাকে দিয়ে এখুনি গৌরীকে পাঠাচ্ছি।

শিবনাথ। আচ্ছা।

শিবনাথের প্রস্থান।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

মঞ্চ ঘুরে আবার উঠান এল।

নীরদ, প্রশান্ত ও শিবনাথ, নিশি ও সাতকড়ি।

নিশি। নীরদ আসে নি—কী মুশকিল! আমার কুটুম্ব, আমি যে আলাপ-সালাপ করতে এলাম—

শিব। (ব্যাকুল ভাবে) আচ্ছা, গোবিন্দ ঘটক যে বলে গেল—দাদাভাই নিজে দেখে পাকাপাকি করবেন, হঠাৎ কি হয়ে গেল ভাই ?

নীরদ। বলেন কেন, আজকালকার ছেলের মতো নয় নীরদটা। বিষম লাজুক। আমি বলছি, প্রশান্ত বলল—'চল্ ভাই, ভদ্রলোকদের যখন লেখা হয়েছে, নিশ্চয় তোর যাওয়া উচিত।' কিছুতে নয়। শেষটা আসছি বলে পিঠটান—আর কোন পাত্তা নেই।

শিব। গোবিন্দও তো এল না।

নিশি। আপনি গোবিন্দ ঘটকের কথা বিশ্বাস করেন কর্তামশাই ? এক নম্বরের ধড়িবাজ। খালি পয়সা আদায়ের ফিকিরে ঘোরে।

নীরদ। না না, গোবিন্দর দোষ নেই। নীরদ তাকে সময় দিতে ভুল করেছিল। সে সময়টা ট্রেন নেই। আমরা তাই আগে বেরিয়ে পড়েছি। ···গোবিন্দ পরে আসতে পারে।

শিব। হয়তো বা নীরদ বাবাজীকেও ধরে নিয়ে আসবে।

নীরদ। (হেসে) না, নীরদের পাত্তা সে কোথায় পাবে ?

সাতকড়ি। কিন্তু মুরুব্বি ব্যক্তি কেউ এলেন না কেন ? যাঁর কথায় কাজ হবে। দেখে শুনে যিনি মতামত দিতে পারবেন।

নীরদ। মুরুব্বি কেউ নেই নীরদের মাথার উপর। সে-ই সব। কারো মতামতের দায়ে ঠেকতে হবে না। ঘাবড়াবেন না, আমি তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু—যে রকম বলব, ঠিক সে তাই করবে।

প্রশান্ত। এই ভাঁটিতে ফিরতে হলে কিন্তু তাড়াতাড়ি করার দরকার।

শিব। হ্যাঁ ভাই, এখনই মেয়ে নিয়ে আসছে।

শিবনাথ বাড়ির ভিতর ছুটলেন। তখন নীরদ বলছে :

নীরদ। সাজগোজের দরকার নেই শিবনাথবাবু। আলগা চেহারাটা দেখে আমরা চলে যাই। লেগে যায় তো শুভদৃষ্টিতে এর পর নীরদই ভালো করে দেখবে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছি নে, সে রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে ইদানীং—

নিশি। জিজ্ঞাসা করবে কি? আমি তো ভাই অঢেল পাত্রী দেখেছি, সেকাল একাল—উভয় কালেরই। সেকালে বিশ বার জিজ্ঞাসা করে তবে শুধু নামটা পাওয়া যেত। এখনকার পাত্রীর সামনে গিয়ে বসতে বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে। কি জানি, উল্টে আমারই না নাম-ঠিকানা চোদ্দ পুরুষের কুলজি চেয়ে বসে! সব মিলিটারি মার্কা—

সাতকড়ি। মা দুর্গারা ফৌত হয়েছেন—সিংহীরাই শাড়ি পরে কেশর ফুলিয়ে কনে হয়ে দাঁড়ায়।

সে নিজেই হাসল শুধু।

নিশি। যা বলেছ।

নীরদ। আপনারও মেয়ে রয়েছে নাকি?

নিশি। হ্যাঁ, আছে। তারা ছোট। গেল শ্রাবণে আমার স্ত্রী গত হয়েছেন, কী মুশকিলে যে পড়েছি, কি আর বলব!

নীরদ। হ্যাঁ, এই বয়সে স্ত্রী গেলে মুশকিলের কথাই বটে!

সাতকড়ি। না না, দাদার আমার তেমন বয়স হয় নি। ভেবে ভেবে শুধু চুলে পাক ধরেছে।

নিশি। বলেছে ঠিকই।

শিবনাথ পুনরায় প্রবেশ করলেন।

নীরদ। কই, কি হল?

শিবনাথ। এই যে, এখুনি নিয়ে আসছে।

নীরদ। জোয়ার এসে গেলে ফিরে যেতে পারব না।

শিবনাথ। জোয়ারের দেরি আছে ভাই। এত কষ্ট করে এলে, মুখে তো এখনও জলটুকুও দাও নি।

নীরদ। মাপ করবেন শিবনাথবাবু। ওসব আজকে নয়। ফেরবার বড্ড তাড়া। এই ভাঁটিতেই যেতে হবে। কি বল প্রশান্ত?

প্রশান্ত। না না, ও সমস্ত আজ কেন? কনে দেখে পছন্দ করে চলে যাই,

তারপরে বিয়ের সময় নাতজামাইকে যত পারেন খাওয়াবেন। আমরাও বরযাত্রী হয়ে এসে খাব।

নিশি। (হেসে) কিন্তু পছন্দ না হলে ?

সাতকড়ি। সবারই খাওয়া বাদ গেল।

সকলে হাসল

নীরদ। পছন্দ হবে না কেন ? গোবিন্দ ঘটক যে রকম বলল—

নিশি। ওটা একের নম্বরের মিথ্যেবাদী। আমাকে যে কী ঠকান ঠকিয়েছে !

নীরদ। ফোটো দেখেছি আমরা। ভালোই তো মনে হল।

শিবনাথ। সত্যিই বড্ড ভালো ভাই। ভারি মিষ্টি মেয়ে। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে। রান্না-বান্না সেলাই-ফোঁড়াই—কোন কাজে তার জুড়ি নেই। নিজের নাতনী বলে বলছি নে। আমার দিদি যেখানে যাবে, সে সংসার শতেক ধারে উথলে উঠবে।

সাতকড়ি। সে কথা একশ' বার ! গৌরী যা মেয়ে, যাকে বলে ফাস কেলাস !

নিশি সাতকড়ির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল।

নিশি। সাতকড়ি !

সাতকড়ি সামলে নিল। গৌরীকে নিয়ে ভুলোর মা এল।

শিবনাথ। এই যে আমার দিদি। বোস, দিদি বোস।

বেনারসি-পরা সুসজ্জিতা গৌরী। শিবনাথ গৌরীকে বসাতে গেলেন। নীরদ বারান্দা থেকে নেমে কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে।

নীরদ। উহুঁ, বসলে হবে না। দাঁড়াও। ঐ পর্যন্ত হেঁটে যাও দিকি।

গৌরী এগিয়ে গেল। নীরদ হাঁটু গেড়ে মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

সাতকড়ি। মাটিতে গন্ধ শুঁকছেন কিসের ?

নীরদ। শুঁকছি না মশায়। ঠাহর করে দেখছি, মেয়ে খড়ম-পেয়ে কি না ?

খড়ম-পেয়ে হলে পায়ের আগা আর গোড়ার দাগ পড়বে, মধ্যিখানে ফাঁকা।

শিবনাথ। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) তা হলে কি দাদা···গৌরী আমাদের—

নীরদ। আজ্ঞে না, খড়ম-পেয়ে নয়। মাঝের দাগও আছে। খড়ম-পেয়ে মেয়ে অলক্ষুণে হয় কিনা! ইয়ে হয়েছে—শিবনাথবাবু, মাথার চুলটা খুলে দিন তো। মানে পয়সাকড়ির ব্যাপার নয়, মেয়েটিকে একটু বাজিয়ে দেখে নেওয়া।

শিবনাথ। ঠাসা চুল—যেমন ঘন, তেমনি লম্বা।

নীরদ। বটেই তো। আপনি কি আর মিছে কথা বলছেন? তবু নিজের চোখে একটু দেখা। মানে, নীরদবিহারী নিজে এলে কোন কথা ছিল না। আমাদের গিয়ে সমস্ত বলতে হবে কিনা। এর পরে খুঁত বেরুলে চিরজীবন ধরে সে দুষবে। বুঝছেন না?

শিবনাথ গৌরীর চুল খুলে দিলেন।

নীরদ। (খোলা চুল দেখে মন্তব্য করছে) তা মন্দ নয়, ভালই।

একগোছা চুল নিয়ে হাতে ঘষছে। বিভা বেরিয়ে এল সহসা, নীরদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

বিভা। টেনে দেখুন না! পরচুলোও তো হতে পারে।

নীরদ। কনে দেখতে এসেছি, ভাল করে দেখা উচিত বই কি! এমন কত হচ্ছে আজকাল।···মেয়েটি কে শিববাবু?

শিব। বিভা—বিভারাণী। ভুবন ডাক্তারের মেয়ে। কলকাতায় মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনো করে। গৌরীর সঙ্গে বড্ড ভাব।

নীরদ। ও, আমাদের কলকাতার মেয়ে, তাই বলুন। তাই এমন হুঙ্কার! আচ্ছা বিভারাণী, তোমার বন্ধুর মুখের তুলনায় পায়ের পাতার রঙ যেন কিছু চাপা। ঝুটো কোনটা বল দিকি—মুখ না পা?

বিভা। পা। সাবান-জলে ধুয়ে দেখুন, খাঁটি রঙ বেরিয়ে পড়বে। আনব সাবান?

শিব। কি হচ্ছে বিভা? এঁরা হলেন পাত্রপক্ষ, যা বলেন, তার ওপর কথা বলতে নেই।

নীরদ। যাকগে, যাকগে। আমার হয়ে গেছে। একটা খাতা-টাতা দিন তো শিববাবু। এক ফর্দ কাগজ হলেও হবে। আচ্ছা, আমার কাছেই আছে। তোমার নামটা লেখ। আগে বাংলাতেই লেখ, অক্ষরের ছাঁদটা দেখে নিই।

গৌরী কাগজে নাম লিখল।

না, মন্দ নয়। দেখ হে প্রশান্ত, কেমন?

প্রশান্ত। চমৎকার! মুক্তো সাজিয়ে গেছেন যেন।

নীরদ। (হেসে উঠল) বুঝলেন শিববাবু, প্রশান্তর একটু কবিতার ধাত আছে। বাড়িয়ে না বললে ওর সুখ হয় না। তবে হ্যাঁ, নিন্দের নয় বাংলা লেখাটা।...আচ্ছা, আমার নাম হল নদেরচাঁদ দত্ত চৌধুরি—ঠিক-মতো বানান করে লেখ দিকি ইংরেজিতে।

বিভা। ঢের হয়েছে। আর লিখতে পারবে না। কত হেনস্তা করবেন বেচারিকে?

গৌরীর হাত ধরে টানল; শিবনাথ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

শিব। কি করিস ওরে পাগলীদিদি? বিয়ের পাত্রী যে!

বিভা। পাত্রী হলেও মানুষ দাদু।

নীরদ। যাকগে, যাকগে, লিখতে হবে না। মুখে বানান হোক। আমার নাম...আচ্ছা, পুরোপুরি কাজ নেই, শুধু উপাধিটা—দত্ত চৌধুরি—দ—ত্ত চৌ—ধু—রি।

বিভা। আমি করছি। ডি-ও-এন-কে-ই-ওয়াই। হ্যাঁ—ডনকি, গর্দভ, উজবুক, উল্লুক...

শিব। কি করছিস বিভা? যা, চলে যা তুই। তোরা বড়লোক, সমস্ত মানায় তোদের। আমরা নিঃস্ব নিঃসহায়—কত কষ্টে বাড়িতে এঁদের

পায়ের ধুলো পড়েছে। চলে যা তুই এখান থেকে। তোর বাপকে বলে দেব।

বিভা। তাই যাচ্ছি। এত লাঞ্ছনা চোখের উপর দেখা যায় না।

বিভা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। সকলে স্তব্ধ। শিবনাথ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

নীরদ। আমার হয়ে গেছে। গৌরীও চলে যেতে পারে।

গৌরী ভুলোর মার সঙ্গে ধীর-পায়ে ভিতরে গেল।

আমায় ক্ষমা করবেন শিববাবু। মিথ্যাচার করেছি। মানে, ছদ্মনামের আড়াল না হলে মেয়ে দেখতে একটু লজ্জা-লজ্জা করে। চিঠি যা লেখা হয়েছিল, তাই। পাত্র এসেছে।

শিব। বিভা তবে ঠিকই ধরেছিল!

নিশি। কোনটি পাত্র?

শিব। (প্রশান্তকে দেখিয়ে) ঐ যে। সে কি আর বলে দিতে হয়, ভাব দেখেই ওরা ধরে ফেলেছে।

নীরদ। আজ্ঞে না, এই অধম—

শিব। তোমার নাম বললে তো নদেরচাঁদ—

নীরদ। একটু হেরফের করে নিতে হবে। চাঁদ বলেন, তারা বলেন, খাস কলকাতারই। নদের মাটি কোন পুরুষে মাড়াই নি। নাম হল নীরদবিহারী সরকার।

নিশি। তুমি—তুমি নীরদবিহারী—আমার পিস্‌তুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ মাসতুতো শালা! সম্পর্কে দাদা হলাম তবে। ওঃ, এতক্ষণ বলতে হয়?

নীরদ। একটা কথা শিবনাথবাবু। মেয়ে তো দেখলাম—

শিব। তুমি রাগ করেছ বোধ হয় দাদাভাই। কিন্তু আমরা তো কিছু করি নি। ও বড়লোকের আদুরে মেয়ে, শহরে থাকে, পাড়াগাঁয়ের গতিক কিছু জানে না। তাই দেখলে তো, তাড়িয়েও দিলাম। গৌরীকে আমি আবার নিয়ে আসছি, যত রকমে যতক্ষণ খুশি তুমি পরীক্ষা কর।

নীরদ। পরীক্ষার দরকার নেই। পাত্রী পছন্দ হয়ে গেছে।

শিব। পছন্দ হয়েছে? চিরজীবী হও, ঠাকুর শ্যামসুন্দর সর্বসুখী করুন তোমাদের। ওরে, উলু দে তোরা, শাঁখ বাজা—

শিবনাথ উল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে ভিতর দিকে যাচ্ছেন।

নীরদ। ব্যস্ত হবেন না, শুনুন—শুনুন—

শিবনাথ ফিরলেন।

নীরদ। পছন্দ হয়েছে ঐ শহুরে মেয়ে বিভারাণী—

সকলে স্তব্ধ।

প্রশান্ত। তুমি বলছ কি নীরদ? এত গালাগালি খেলে—

নীরদ। গালি দিয়ে বিদ্যুতের মতন ঝিলিক দিয়ে চলে গেল, দেখলে না? বিয়ে যদি করতে হয়, ঐ মেয়েকেই—

নিশি। (ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল) তোমার চোখ আছে ভায়া। মেয়ে খুব চৌকস। হ্যাঁ হ্যাঁ, খাসা পছন্দ। তা ছাড়া, ঐ এক মেয়ে ভুবন ডাক্তারের। তুমি না চাইলেও দেবে-থোবে বিস্তর।

শিব। (আর্তনাদ করে উঠলেন) ভুবন ডাক্তারের মেয়ে—ওর পাত্রের অভাব কি? আমার ওই বাপ-মরা নাতনীর দিকে চাও দাদাভাই। ও বড় দুঃখী। তুমি দয়া না করলে—

হাত ধরলেন, হাত ছাড়িয়ে নিল নীরদ।

নীরদ। দয়ার কথা উঠছে কিসে শিবনাথবাবু? বিয়েথাওয়ার ব্যাপার, চিরজীবনের সম্পর্ক। কনে ঠিক মতন দেখে না নিতে পারলে জীবনভোর পস্তাতে হবে আমায়।

শিব। কি আর বলব ভাই! শ্যামসুন্দর ভাল করুন তোমার। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে অন্ধকার দেখছি। কী যে করব, ঠিক করে উঠতে পারছি নে।

নিশি। আহা, উতলা হচ্ছেন কেন কর্তামশায়? নাতনী আপনার কি পড়ে থাকবে? বিধাতা পুরুষ মেয়ে সৃষ্টি করেন, মেয়ের বর তার আগে-ভাগে সৃষ্টি করে রাখেন। ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারছেন না, তাই সম্বন্ধ লাগে না। যার বর তার কনে ঠিক হয়ে আছে। বিভাও তো আপনার নাতনীর মতো—তার বিয়েতেও আপনার আনন্দ।...তা হলে যাওয়া যাক একবার ডাক্তারবাবুর ওখানে। এই যে, ডাক্তারবাবু এসে পড়েছেন দেখছি—

ভুবন ডাক্তার এলেন।

ভুবন। এক টাইফয়েড-কেসে আটকা পড়েছিলাম, আসতে দেরি হয়ে গেল।

নিশি। ডাক্তারবাবু, খুব জোর খবর। আপনার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ভুবন। সে কি?

নিশি। হ্যাঁ। আপনার মেয়েকে পছন্দ করেছে এরা।

ভুবন। আমার মেয়েকে? কিন্তু আমি তো এঁদের ডাকি নি। এঁরা কি করে পছন্দ করলেন?

নিশি। ঐ তো, একেই বলে বিধির নির্বন্ধ। আপনার মেয়েটিও কেমন! রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, কেন পছন্দ করবে না? (নীরদকে ইঙ্গিত) ইনিই ডাক্তারবাবু—

নীরদ নমস্কার করল।

শিব। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) ও ভুবন, তোমার মেয়ের জন্য কত সম্বন্ধ এসে পড়বে, এঁদের বল একটু—

ভুবন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলব বইকি, একশ-বার বলব। বিভার বিয়ের পাত্তর এলো কি করে কিছু তো বুঝতে পারছি না—

নীরদ। এ বাড়িতে এই অবস্থায় কথাবার্তা হবে না। চলুন আপনার বাড়ি।

নিশি। তাই তাই। চলুন ডাক্তারবাবু। বিয়ের কথাবার্তা সেখানে—

ভুবন। তা বেশ, তাই চলুন। কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে আমি তো কিছুই ভাবি নি।

নিশি। ভেবে না থাকেন তো ভাবুন। আমার পিসতুতো ভাইয়ের মাসতুতো শালা। উপযাচক হয়ে আপনার মেয়ে চাচ্ছে। নিজের কর্তা নিজেই। মাথার উপর কেউ নেই। এ কোহিনুর হেলায় হারাবেন না ডাক্তারবাবু। চলুন, বাড়ি চলুন।

ভুবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো বটেই। মানে···আমার তো সব গোলমাল লেগে যাচ্ছে।

নিশি। গোলমাল কিছু নয়—চলুন, যেতে যেতে শুনবেন। সাতকড়ি—

গোলমাল। হতভম্ব ভুবন ডাক্তার একবার এদিকে একবার ওদিকে যান। নিশি তাঁকে এক রকম ঠেলে নিয়ে চলল। সকলে ফটক পার হয়ে অদৃশ্য হল। শিবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ব্যস্তভাবে কাদম্বিনী ও সুরবালা প্রবেশ করলেন।

কাদম্বিনী। কি হল বাবা?

শিবনাথ। সর্বনাশ হয়ে গেল। বিভাকে দেখতে পেয়ে, ওরা তাকেই পছন্দ করে বসল।

কাদম্বিনী। অ্যাঁ, বল কি? বিভার মনে মনে এই ছিল?

সুরবালা। বিভার দোষ দিচ্ছ কেন ঠাকুরঝি? সব দোষ আমার পোড়া অদৃষ্টের। তা না হলে সব হারিয়ে আজ এমন দশা হবে কেন?

চক্ষে অঞ্চল দিলেন।

শিবনাথ। তোমাদের কারো দোষ নয় মা, কারো দোষ নয়। জন্মজন্মান্তরে অনেক পাপ করেছিলাম, ঠাকুর তার শাস্তি দিচ্ছেন।

[নেপথ্যে গোবিন্দ ঘটক—কর্তাবাবু!]

কাদম্বিনী। গোবিন্দ আসছে—

মোটা খাতা হাতে, ছাতা বগলে গোবিন্দ প্রবেশ করল। গোবিন্দকে দেখে সুরবালা ও কাদম্বিনী চলে গেলেন।

গোবিন্দ। কর্তাবাবু, ওঁরা আসেন নি বুঝি?

শিবনাথ। এসেছিলেন।

গোবিন্দ। হ্যাঁ, আমিও নীরদবাবুর বাড়ি গিয়ে তাই শুনে এলাম। ওঁরা রওনা হয়েছেন। আমাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি বেলা আটটায় এসো। আমি ঠিক তাই গেছি। গিয়ে শুনলাম, ভোর পাঁচটার ট্রেনে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। কলকাতার ছেলেদের কাণ্ডই আলাদা। তা তাঁরা এরই মধ্যে চলে গেলেন কোথায়? আপনি এ ভাবে বসে আছেন কেন কর্তামশাই? মেয়ে পছন্দ হয় নি?

শিবনাথ। না। পাত্র ভুবনের মেয়ে বিভাকে পছন্দ করেছে।

গোবিন্দ। এই মরেছে রে! বিভাকে দেখল কোথায়?

শিবনাথ। আমার বাড়িতেই দেখে গেছে।

গোবিন্দ। কি সর্বনাশ! মেয়ে দেখতে এল আপনার, আর আপনি বিভাকে দেখিয়ে দিলেন?

শিবনাথ। আমি কেন দেখাব গোবিন্দ, ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল।

গোবিন্দ। কি অন্যায় বলুন তো? বিভা দেখা দিলে কেন? দেখছিস, দু-বছর ধরে মেয়েটার বিয়ে দিতে আমরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাচ্ছি—আর তুই ধেই-ধেই করে তার সামনে বেরিয়ে পড়লি?

শিবনাথ। সে বেচারিরও দোষ নেই। আমার ভাগ্যের দোষ গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কলকাতার ছেলের কাণ্ডই আলাদা। এরা দেখবে একজনকে, বিয়ে করবে আর একজনকে, প্রেম করবে আর একজনের সঙ্গে। জ্বালাতন! তা তারা গেল কোথায়?

শিবনাথ। কি জানি, নিশির সঙ্গে ভুবনের বাড়ি গেল বোধ হয়।

গোবিন্দ। অ, নিশি মল্লিকও জুটেছে তা হলে? বুঝেছি, আমার কমিশন ফাঁকি দেবার মতলব। আচ্ছা, আমিও গোবিন্দ ঘটক, দিল্লি থেকে

কলকাতা পর্যন্ত লোকের বিয়ে দিয়ে বেড়াই। আমায় কলা দেখাবি? দাঁড়ান, আমি ঘুরে আসছি ভুবন ডাক্তারের বাড়ি থেকে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না কর্তাবাবু। একটা পাত্তর খসেছে তো বয়েই গেল, আমার এই খাতায় এখনও বারো শ' পাত্তরের নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। জাল ছিঁড়ে আর কটা পালাবে? এই বছরের মধ্যে একটা না একটাকে ধরে আপনার নাতনীকে গছাবই—তবে আমার নাম গোবিন্দ ঘটক।

শিবনাথ হতাশভাবে দাওয়ায় বসে রইলেন। গোবিন্দ চলে গেল।

[মঞ্চ ঘুরল]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গ্রামের শুঁড়িপথ। ভুবন ডাক্তার, নিশি মল্লিক, নীরদ ও প্রশান্ত চলেছে। প্রশান্ত সকলের পিছে, কিছু চিন্তান্বিত।

নিশি। ডাক্তারবাবু, অদৃষ্ট বটে আপনার মেয়ের। দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। বুড়ো শিবনাথ কোমরে চাদর বেঁধে হিল্লি-দিল্লি করে পাত্তর পায় না—আর আপনার মেয়ের বেলা, আমার ভায়ার মতন পাত্তর ঢুঁ মেরে এসে পড়ে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না।

ভুবন। তা তো বটেই। পায়ে ঠেলি কেমন করে? কিন্তু আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

নিশি। চলুন ডাক্তারবাবু। পথে দাড়িয়ে এসব হয় না—আপনার বৈঠকখানায় বসে ধীরেসুস্থে আলোচনা করা যাক।···চলুন। এ ভাঁটায় তোমাদের যাওয়া হল না ভায়া। কথাবার্তা একেবারে পাকাপাকি করে যাওয়াই ভাল। কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ভুবন। হ্যাঁ, তা···পাকাপাকি করতে হলে—

জঙ্গলের দিক থেকে বিভা সহসা আত্মপ্রকাশ করল।

বিভা। বাবা, আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ এঁদের?

ভুবন। না না, আমি নেব কেন? এঁরা যে যেতে চাচ্ছেন।

নিশি। হ্যাঁ বিভা, কপাল বলে একে। এত বকাঝকা করলে, তা সত্ত্বেও নীরদ-ভায়ার তোমার উপরেই ঝোঁক পড়েছে।

হাসতে লাগল।

বিভা। আপনি থামুন। বাবা, লেখাপড়া শিখিয়ে তুমি কি আমায় আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিতে চাও?

ভুবন। আমি কি করলাম রে? আমি কিছু জানি নে, কিছু বলি নি।

নীরদ। (বিভার দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে) আঁস্তাকুড় বলতে চাও তুমি কাকে?

বিভা। অনাত্মীয় মেয়েকে 'আপনি' বলতে হয়, এটুকুও ভদ্রতার জ্ঞান নেই?

নীরদ। কিন্তু আত্মীয়তা যখন হতে যাচ্ছে—

ভুবন। তা তো বটেই। আত্মীয় হলে আর দোষ হয় না।

বিভা। চলে এস বাবা। এক কশাইকে বাড়ি ডেকে নিয়ে ঘর-উঠান নোংরা করতে দেব না আমি।

ভুবন। কক্ষণো না। কশাইয়ের ঘরে আমি মেয়ে দেব না।

নিশি। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, অবস্থাপন্ন, আমার পরমাত্মীয়। কলকাতায় দু-পাতা ইংরেজি পড়ে একেবারে যা-তা বলে যাচ্ছ—কশাই!

বিভা। হ্যাঁ, কশাই। গৌরীকে দেখছিল, ছুরি বসাবার আগে কশাইরা ঠিক যেমনটা করে। সে ঠাণ্ডা মেয়ে, অপমান তার গায়ে বেঁধে না। আমি হলে একটি চড় কষিয়ে দিতাম।

ভুবন। দিলি নে কেন? হ্যাঁ, অপমান করবে আর সয়ে যেতে হবে?

বিভা। চলে এস বাবা, এদের কাছে থাকলে আরও অকথা-কুকথা বেরিয়ে পড়বে। নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব। সর্বনেশে লোক এরা—

ভুবন। গোড়া থেকেই বুঝেছি, সাংঘাতিক লোক—সর্বনেশে লোক—

বিভা ভুবনকে নিয়ে চলে গেল।

নিশি। কী রণচণ্ডী মেয়ে, বাপ রে বাপ! তেমনি বাপটাও। টাকার দেমাক, বুঝলে ভায়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তুমি মুখ গোমড়া করছ কেন? ডেপো মেয়ে, ফাজিল মেয়ে! আর বাপটাও তেমনি বদ্ধ পাগল। পাগলের গুষ্টি। ওদের দুটো চড়া কথায় গা-হাত-পা ক্ষয়ে গেল নাকি? আমি তোমার পাত্রী দেখে দেব।

কাঁধে বৈঠা মাঝি এল।

মাঝি। খুঁজে খুঁজে আলাম বাবু—এখুনি বেরিয়ে পড়তি হয়। আর দেরি করলি তামাম রাত্তির বামনঘাটায় পড়ে থাকতি হবেনে কিন্তুক।

নীরদ। না না, দেরি কিসের। চল হে প্রশান্ত।

নিশি। সে কি কথা? আত্মীয় মানুষ—নতুন পরিচয় হল, আমার বাড়ি যাবে না? বাড়িই বা কোথায় ভায়া—শ্মশান—শ্মশান! ঘরের ঘরণী যেখানে নেই, সে হল শ্মশানঘাটা। তবু যদি একবার—

নীরদ। না দাদা, এবারটা থাক। গায়ে জলবিছুটি মারছে, এ গাঁয়ে তিলার্ধ আর নয়। আপনি বরঞ্চ আসুন একবার আমাদের কলকাতায়। তুমি এগোও মাঝি, আমরা যাচ্ছি। চল হে প্রশান্ত। ভাবছ কি অমন করে?

মাঝি চলে গেল।

প্রশান্ত। শিববাবুর বাড়ি যেতে হবে আমায়—

নিশি। কেন? কোন কিছু ফেলে এসেছ নাকি ভায়া?

নীরদ। সেখানে আবার কেন?

প্রশান্ত। দরকার আছে। যে ভাবে ওঁকে আমরা অপমান করে চলে এলাম, আমার খুব খারাপ লাগছে।

নীরদ। তার জন্যে মাপ চাইতে যাচ্ছ? আর বাড়ির উপরে পেয়ে ডাক্তারের মেয়েটাকে দিয়ে আমাদের যে অপমান করালেন?

প্রশান্ত। ওঁর তাতে দোষ ছিল না। সকলের সামনে মেয়েটাকে তাড়িয়েও দিলেন।

নিশি। ছিল হে ছিল। এসব যোগসাজসের ব্যাপার।

সাতকড়ি। না-না, কর্তবাবু কিন্তু সে রকম—

নিশি। (ধমক দিয়ে) সাতকড়ি!

সাতকড়ি কাঁচুমাচু হয়ে

সাতকড়ি। হ্যাঁ, কর্তাবাবুই তো—

প্রশান্ত। চললাম ভাই সেখানে—

নীরদ। কেন? ওর নাতনীর জন্য সম্বন্ধ জুটিয়ে আনবে নাকি?

প্রশান্ত। সম্বন্ধ আর কোত্থেকে জোটাব?

নীরদ? তা হলে?

প্রশান্ত। বিয়ে করব আমি গৌরীকে।

নিশি। অ্যাঁ—

সাতকড়ি। (সানন্দে) ফাস কেলাস!

নিশি তার দিকে তাকাতেই চুপ।

প্রশান্ত। অবশ্যি নাতনীকে যদি দয়া করে তাঁরা দেন আমার হাতে।

নীরদ। বল কি? ছোট মাসীর মেয়ের সঙ্গে কথা চলছে, আমার উপর ভার দিয়ে মাসীমা নিশ্চিন্ত। আর—

প্রশান্ত। এঁরা রাজি হলে সে বিয়ে হবে না।

নীরদ। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে বলছ, ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবে?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, এঁরা যদি রাজি হন।

নিশি। কি দেখে ভুলেছ জিজ্ঞাসা করি? ওই তো চেহারা, তা ছাড়া আমরা গাঁয়ের লোক, আর নীরদ ভায়ার বন্ধু হলে তুমি,—তোমার কাছে ঢাকাঢাকি কি, মেয়ের আরও বিস্তর খুঁত আছে। শোন—

প্রশান্ত। কোন-কিছু শুনব না, মন স্থির করে ফেলেছি।

নীরদ। (জ্বলে উঠে) কিন্তু তোমার বাবা···তাঁর মত লাগবে তো? আমার কর্তা আমি, তোমার তো তা নয়। বলি, রাজমোহন বোস যে গ্যাঁট হয়ে

বসে আছেন, ছ-হাজারের এক আধলা কমে ছেলের মাথায় টোপর চড়াবেন না। সেটার কি হবে ?

নিশি। এদের হল অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ। ছ-হাজার—কি বলছ, ছ-কুড়ি বের করতেই প্রাণান্ত।

প্রশান্ত। তা হোক।

নীরদ। আর তোমার মা-জননী ? এই বউ তিনি ঘরে নেবেন ? আমার মাসতুতো বোন মেমের মতো ফরসা, তবু তাঁর খুঁতখুতানি রয়েছে···এ সমস্ত ভেবে দেখেছ ?

প্রশান্ত। পরে ভাবব ভাই। এখন মাথায় কিছু আসছে না। চললাম।

প্রশান্ত চলে যাচ্ছে।

নীরদ। এখনই নৌকো ছেড়ে দেবে। আর দেরি করা যাবে না কিন্তু।

প্রশান্ত। (ফিরে) দেরি করো না তা হলে।

নিশি। ডেকে-ডুকে ফিরিয়ে আন। দু-জনে একসঙ্গে এসেছ, এ কি কথা !

নীরদ। ফিরবে না, ও বিষম একগুঁয়ে। মহানুভবতা ! বুঝতে পারলে না, আমার মুখে জুতো মেরে গেল। এক ক্লাসে পড়তাম, তখনও ঠিক এই রকম। আনাই ভুল হয়েছে। আচ্ছা, জানি তো ওর বাপকে, দেখি এ বিয়ে কেমন করে হয় ?

নিশি। দেখতেই হবে ভায়া। তুমি এক দিকে দেখ, আমি অন্য দিকে। এ তোমাকে অপমান। কিছুতেই সহ্য করব না। উটকো মানুষ, বন্ধু হয়ে এসে তোমার অপছন্দের মেয়েটাকে টপ করে বিয়ে করে নিয়ে যাবে ! জীবন থাকতে তা হতে দিচ্ছি না। আমিও যাব কলকাতায়, শীগগিরই যাব। তার পর দেখব, কত ধানে কত চাল !

গোবিন্দ দ্রুত প্রবেশ করল।

গোবিন্দ। এই যে, নীরদবাবু এখানে ! ব্যাপারটা কি দাঁড়াল, বলুন দিকি ?

নীরদ। সে সব পরে শুনো। এখন বলবার সময় নেই।

নিশি। আমি তোমায় বলব গোবিন্দ। এখন চল, ভায়াকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি।

সবাই এগুচ্ছে।

গোবিন্দ। শুনলুম, ডাক্তারবাবুর মেয়েকে নাকি—

নীরদ। না, সেখানে হবে না।

গোবিন্দ। তাই তো! তা হলে যেখানে হবে, সেই ঠিকানাটা দিয়ে দিন, চলে যাই। আমরা ঘটক, বুঝছেন, লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না, তা কি আর জানি না?

[মঞ্চ ঘুরছে]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির বাড়ি। বকুলতলায় শিবনাথ বসে পড়েছেন, পায়ের কাছে বসে মদন গান গাইছে।

আমি কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন-বাড়ি যায়—আমার আঙিনা দিয়া।
সেই গুণনিধি মোহনমূরতি এমনি নিঠুর হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে কাহার পরাণে সয়?
সে শ্যাম কানিয়া না চাহে ফিরিয়া এমনি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে তেমন হউক সে॥

মদন। কর্তাবাবু, এখন তবে যাচ্ছি। কেমন?

শিবনাথ মাথা নাড়লেন। মদন চলে গেল। গৌরী দীপ হাতে এসে তুলসীতলায় আলো দিল। তারপর শিবনাথের কাছে এসে চোখ মোছাচ্ছে।

গৌরী। কাঁদছ তুমি দাদু? ছি-ছি-ছি, পুরুষমানুষের চোখে জল পড়ে, এমন তো দেখি নি। লোকে কি বলবে?

শিব। বদনাম দিবি নে বলছি, খবরদার! কোথায় কান্না?

গৌরী। দাদু, নাকাল তো আমাকেই হতে হল। হাটের খদ্দেরের মতন এসে দেখে-শুনে বিচার-বিবেচনা করে শেষটা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। আমার তো কই কান্না আসে না, হাসি পায়। দেখ না, কত হাসছি, দেখ।

(সুরবালা এলেন)

সুরবালা। তুই মানুষ নোস। বেহায়া, বেলাজ, গায়ে গণ্ডারের চামড়া, তাই হাসতে পারিস দাঁত বার করে।

গৌরী। হাসি আমার রোগ মা, না হেসে থাকতে পারি না। ঠাকুর শ্যামসুন্দরকে বলি—ও তুমি যতই কর, আমায় কাঁদাতে পারবে না। আমি কাঁদব না। আচ্ছা, রূপ নেই, আমি তার করব কি মা? যে বিধাতা-পুরুষ রূপ দেন, তাঁর সঙ্গে বোঝগে।

সুরবালা। হয় তুই মর্, নয় আমি মরি। আর আমার সহ্য হয় না।

গৌরী। কি দরকার মরামরির? আমি মরে গেলে তখন যে গালাগালি দেবার মানুষ পাবে না মা। আর তুমি মরলে, গালমন্দের পর আমায় কোলের কাছে বসিয়ে এক খোরা দুধ-আমসত্ত্ব খাওয়াবে কে?

বাহুবেষ্টনে সুরবালাকে জড়িয়ে ধরল।

কাজ নেই, বেশ তো আছি। একদল এল, হৈ-চৈ হল তাদের নিয়ে, অপছন্দ করে চলে গেল। আমি হাসলাম, দাদু কাঁদল, তুমি ঝগড়া করলে। কিছুদিন চুপচাপ। আবার দাদু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজতে বেরুল—বর চাই গো, বর—বর—

ফটকে প্রশান্তকে দেখা গেল।

প্রশান্ত। দেখুন—

শিব। কে?

প্রশান্ত। আমি—আমি প্রশান্ত।

শিব। ও, প্রশান্ত! এস। চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়ে চলে গেলে, আবার কি?

প্রশান্ত। ফিরে এলাম। একটা প্রার্থনা। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি অযোগ্য, তবু যদি আপনার নাতনীকে আমার হাতে দেন—

শিব। (পাগলের মতো) আমার নাতনীকে মানে…আমার গৌরী-দিদিকে নেবে তুমি? জনমদুখিনী ঠাঁই পাবে তোমার পায়ে?

প্রশান্ত। তাই বলতে এসেছি, কলকাতায় গিয়ে বাবার সঙ্গে যদি একবার দেখা করেন। আমার বাবার নাম রাজমোহন বোস। দর্জিপাড়ায় মিত্তির-বাড়ি বললে সকলে দেখিয়ে দেবে।

শিব। জানি সে বাড়ি। দুই সিংহের মূর্তি দরজার দু-পাশে। কতবার তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আনাগোনা করেছি দাদা। ঐ বাড়ির একটা খবরও দিয়েছিল একজনে। কিন্তু বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাব কোন্ সাহসে? ছেলেটা নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট হয়েছে, বিলেত যাবে—

প্রশান্ত। আজ্ঞে, আমিই এবারে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলাম।

শিব। তুমি—তুমিই সেই? আকাশের চাঁদ পায়ে হেঁটে আমার উঠানে! বউমা বউমা, শিগগির এস। দেখ, কে এসেছে!

সুরবালার দ্রুত প্রবেশ।

দেখ বউমা, শ্যামসুন্দরের লীলা দেখ। আকাশ থেকে সোনার চাঁদ হাত বাড়িয়ে আমাদের গৌরীকে নিতে এসেছে। আর ভাবনা নেই—আর কোন ভাবনা নেই। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।

সুরবালা। (সবিস্ময়ে) কি বলছেন বাবা?

শিবনাথ। বলছি…এই যে গৌরীর বর, তোমার জামাই প্রশান্ত।…কানু গেল কোথায়? পাড়ার মেয়েছেলেরা এসেছিল, সবাই চলে গেল নাকি? ডেকে আন, ডেকে আন। শ্যামসুন্দর ডাক শুনেছেন, দয়াল ঠাকুর মূর্তি ধরে নিজে চলে এসেছেন।

সুরবালার প্রস্থান।

গৌরীর হাসি-মাখা ঠোঁট দুটো হঠাৎ থরথর করে কাঁপল। দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা। শিবনাথ কাছে টেনে এনে অনুচ্চস্বরে বললেন।

শিব। কি দিদি, কাঁদবি নি যে মোটে?

গৌরী। যাও দাদু, মিথ্যে বদনাম দিও না, কখন কাঁদলাম?

[গৌরী ভিতরে গেল]

শিব। দাদা-ভাই, দিদির আমার বড় লজ্জা। কেমন করে চলে গেল, দেখলে না?

প্রশান্ত। আমি আসি তা হলে।

শিব। এখনই চলে যাবে ভাই?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, ভাঁটা হয়ে গেছে। নৌকো ছেড়ে দেবে—

নিশি মল্লিক প্রবেশ করল।

নিশি। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছে।

শিব। তবে আর রাত্তিরবেলা কোথায় যাবে দাদা?

সুরবালার পুনঃ প্রবেশ।

সুর। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে যেতে দেব না তোমায় বাবা।

শিব। যে অট্টালিকায় থাক তোমরা! তা আর কি হবে—গরিবের বাড়ি একটা রাত কষ্টেস্থষ্টে কাটিয়ে যাও দাদা-ভাই।

প্রশান্ত। অমন যদি বলেন, যত অন্ধকার আর যেমন কষ্ট হোক এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ব।

শিব। আচ্ছা আচ্ছা, ঘাট মানছি—আর বলব না। দাদাকে নিয়ে যাও বউমা। ক্লান্ত হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ক্ষুদ-কুড়ো কিছু মুখে দিক।

সুরবালা। এস বাবা।

প্রশান্তকে নিয়ে সুরবালা ভিতর দিকে চলে গেলেন।

নিশি। খুব তো ফুর্তি কর্তামশাই, বলি রাজমোহন বোসের খাঁই মেটাতে পারবেন? করকরে নগদ তঙ্কা ছ-হাজার, উপযুক্ত গয়না বরশয্যা—

শিব। দেব, সমস্ত দেব। আনন্দের মধ্যে ভয় দেখিও না নিশি। আমার বিশ বিঘে ধানজমি, ঘর-বাড়ি বাগবাগিচা বিক্রি করে বন্ধক দিয়ে দায় মেটাব। গৌরীর বিয়ের পরে কি দরকার আমার ঠাট-ঠমকে?

নিশি। আর ছেলের মা চান ডানা-কাটা পরী। নীরদের কাছে সমস্ত শুনলাম। সেটার কি হবে?

শিব। তা…প্রশান্ত কি আর না বুঝেসুঝে—

নিশি। হুঁ হুঁ, সে বড় শক্ত ঠাঁই। যা শুনলাম, রাজমোহন বোসই নাকানি-চোবানি খেয়ে মরেন—

বিভা কখন এসেছে, নিশি দেখতে পায় নি। বিভা সামনে এল।

বিভা। মল্লিক-দা, এখনও ফেউ লেগে আছেন? ঘরদোর নেই আপনার?

নিশি। ওঃ, বিভা! কর্তামশাই দূর-দূর করে তাড়ালেন—আবার তুমি এই বাড়িতে এসেছ?

বিভা। সেজন্য আপনার মাথাব্যথা কেন বলুন তো? যান যান, নিজের চরকায় তেল দিনগে। বাড়িতে বাচ্চাগুলো ট্যাঁ-ভ্যা করছে, তাদের সামাল দিনগে যান—

নিশি। ওরে বাবা!

তাড়াতাড়ি নিশি চলে গেল।

শিব। বিভা? আয় দিদি, রাগ করিস নে বুড়োমানুষের ওপর। জ্বালা-যন্ত্রণায় মাথার ঠিক থাকে না।

বিভা। রাগের আচ্ছা করে শোধ দিয়ে এসেছি দাদু। রাগ গিয়ে এখন লজ্জা লাগছে।

শিব। যাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দে।…শুনেছিস সঙ্গের সেই ছেলেটি—

তুই যাকে বর বলে ঠাউরেছিলি গো—সত্যি সত্যি সে-ই বর হয়ে দাঁড়াল। নিজে এসে বিয়ের কথা বলল।

বিভা। সত্যি?

শিব। কলকাতার মস্ত বড়লোক রাজমোহন বোসের ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট হয়েছে। আমি যে সম্বন্ধ এনেছিলাম, তার শতেক গুণ ভাল ছেলে।

বিভা। বটে! কারো নাকি পছন্দ হয় না? দেখে আসি, এবারে কি বলে গৌরী—

বিভা চলে গেল। শিবনাথও যাচ্ছিলেন, এমন সময় কাদম্বিনী এল।

শিব। কোথায় ছিলি ওরে কাদি? বাড়ি বয়ে এসেছে গৌরীর বর—রাত্রে এখানেই থাকবে। কত বড় বিদ্বান, কত বড় ঘর, কত ঐশ্বর্য—

গৌরীকে দেখা গেল, অলক্ষ্যে সে কথা শুনছে।

কাদ। ঘরবাড়ি ধানজমি বাগবাগিচা সমস্ত বিক্রি করে দিয়ে তুমি নাকি পণের টাকা জোগাচ্ছ বাবা?

শিব। কে বলল? নিশির সঙ্গে দেখা হল বুঝি? সর্বনেশে মানুষ—সৃষ্টি-সংসার পলকের মধ্যে বিষিয়ে দেয়।

কাদ। মনে মনে তোমার ওই মতলব। নাতনীকে রাজার ঘরে তুলে দিয়ে আমাদের পথে বসাবে। তুমিও বুড়ো বয়সে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াবে।

শিবনাথ। আঃ, ঝগড়াঝাঁটি করিস নে কাদি। ছেলেটা রয়েছে—

[নেপথ্যে গোবিন্দ—কর্তামশাই!]

কাদম্বিনী চলে গেল। গোবিন্দ প্রবেশ করল।

গোবিন্দ। কর্তামশাই, শুনলাম আপনি জামাই পেয়ে গেছেন! খুব ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে।

শিবনাথ। তুমি কার কাছে শুনলে ?

গোবিন্দ। সাতকড়ি হালদারের কাছ থেকে। সব শুনেছি। দেখুন গোবিন্দের হাতযশ আছে কি না! 'এক রাজা গেল, অন্য রাজা এল। আমার ঘটক-বিদেয় মারে কে ?

শিবনাথ। ঘটক-বিদেয় নিশ্চয় দেব। সত্যিই তো, তুমি যদি ওই সম্বন্ধটি না আনতে, তা হলে প্রশান্তকে আমি পেতাম কেমন করে ?

গোবিন্দ। ওই তো আমার কায়দা! একটা সম্বন্ধ আনব, চারটে লেগে যাবে। এইমাত্তর তাই তো ডাক্তারবাবুকে বলছিলাম যে, আপনি যদি চান, আমি বিভা-দিদির জন্যে ঝাঁকায় করে এক ডজন বর এনে দেব। যাকে খুশি বেছে নেবেন। তা উনি বললেন, এখন থাক।...যাই হোক, এখন আপনার যখন ভাগ্যে লেগে গেছে, তখন তো দু-হাত এক করাতেই হবে। তা হলে আপনি আমায় ওঁর ঠিকানাটা দিন। আমি গিয়ে ঘরটা বেঁধে ফেলি। না হলে, বাগড়া দেবার লোকের অভাব তো নেই!

শিবনাথ। আহা, প্রশান্ত যে রকম ছেলে—

গোবিন্দ। সে রকম দেখা যায় না। তা আমি মানি। নিজে যখন বলেছে তখন বিয়ের সম্ভাবনা পনেরো আনা তিন পয়সা। কিন্তু তবু ঐ এক পয়সার ধোঁকা থাকে কেন বলুন? আমি গিয়ে পয়সাটাকে একেবারে বাক্সে তুলে আসি।

শিবনাথ। কিন্তু প্রশান্ত কথাটা যতক্ষণ না পাড়ছে বাড়িতে—

গোবিন্দ। ততক্ষণ আমি বোবা। কথাটা পেড়েছে কি আমার মুখ থেকে খই ফুটবে। সে ভাববেন না—আমি গোবিন্দ ঘটক, কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত লোকের বিয়ে দিয়ে বেড়াই—আমি ঘোঁৎ বুঝি নে? আপনি ঠিকানাটা দিন।

গোবিন্দ খাতা খুলল।

শিবনাথ। দর্জিপাড়া, রাজমোহন বসুর বাড়ি।

গোবিন্দ খাতা বন্ধ করল।

গোবিন্দ। আরে, এ তো আমাদের পুরনো ঘর। রাজমোহন বোস? দর্জিপাড়া? হ্যাঁ, বোধ হয় আমি তাঁরও বিয়ে দিয়েছি।

শিবনাথ। না, না। তুমি কি করে তাঁর বিয়ে দেবে? তাঁর বয়েস হয়েছে।

গোবিন্দ। তা হলে আমার বাবা দিয়ে গেছেন। আমরা তিন পুরুষ ঘটকালি করছি কর্তামশাই। আমাদের বাদ দিয়ে কলকাতার কোন বনেদি ঘরে বিয়ে হয় নি। যদি হয়ে থাকে জানবেন, সে বিয়ে রেজেষ্ট্রির বিয়ে, হিন্দু বিয়ে নয়। আমি চলি।

ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাড়ির কামরা। দেয়ালের ধারে আলমারি। তক্তাপোশের উপর বিছানা। টেবিলে হ্যারিকেন জ্বালা। শিবনাথ ও প্রশান্ত প্রবেশ করলেন।

শিবনাথ। রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।

প্রশান্ত। আচ্ছা।

শিবনাথ। তুমি সকালে যাচ্ছ? আমরা বিকেলে যাব কলকাতায়। বিভার মামার বাড়িতে গিয়ে উঠব আমরা। সেখানেই ভাল, কোন হাঙ্গামা নেই। এব মধ্যে ত্রয়োদশী পড়ে যাবে—সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী। পরশু দিন কলকাতায় দেখাসাক্ষাৎ হবে।

প্রশান্ত। যে আজ্ঞে—

শিবনাথ। তারপর খবরাখবর করার জন্যে গোবিন্দ ঘটক রইল। লোকটা আমাদের জন্যে খুব করে।···কেমন?

প্রশান্ত। যে আজ্ঞে—

শিবনাথ। শুয়ে পড় দাদা, ক্লান্ত হয়েছ, আবার সকাল সকাল উঠতে হবে।

প্রশান্ত। আজ্ঞে—

শিবনাথ চলে গেলেন, প্রশান্ত উঠে দরজায় খিল দিতে গেল। খিল ভাঙা। দরজা ভেজিয়ে হারিকেনের আলো কমিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্ষণপরে পা টিপে টিপে গৌরী এসে প্রবেশ করল।

গৌরী। ঘুমুলেন ?

প্রশান্ত। (ধড়মড় করে উঠে) কে ?

গৌরী। আমি। শব্দ করবেন না, চুপি চুপি একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে। আপনি অবাক হয়ে গেছেন, হবারই কথা, কিন্তু উপায় নেই যে আপনাকে না বলে।

প্রশান্ত হারিকেনের আলো বাড়িয়ে দিল।

প্রশান্ত। বসুন।

গৌরী বসল না।

গৌরী। যাবার সময় আপনি বলে যাবেন, এ বিয়ে হবে না।

প্রশান্ত। হবে না কেন ?

গৌরী। তাই বলবেন আপনি। আপনার অনেক দয়া—এই দয়াটা চাই আপনার কাছে।

প্রশান্ত। এই বলবার জন্য এসেছেন ?

গৌরী। হ্যাঁ, অনেক ভেবেছি। শেষে আর পেরে উঠলাম না, লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে চলে এসেছি।

প্রশান্ত। তাই বটে ! দেখুন, আমার বড্ড দোষ, ঝোঁকের মাথায় এক-একটা কাজ করে বসি। এটা ভেবে দেখিনি, আমার ইচ্ছাটাই সব নয়—ইচ্ছা-অনিচ্ছা অন্য পক্ষেরও আছে। আমার প্রস্তাবে আপনার যদি অসম্মান হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

গৌরী। ছিঃ ছিঃ, এই বুঝলেন ? আকাশের চাঁদ আপনি, দাদু বলছিলেন—দয়াল শ্যামসুন্দর মূর্তি ধরে এসেছেন। আমাদের যে কিছুই নেই। দাদু গরীব, আমারও না আছে রূপ, না আছে গুণ।

প্রশান্ত। (হেসে) যাক, রক্ষে পেলাম। আর কিছু নয় তো ?

গৌরী। আপনি কানে নিলেন না আমার কথা।

প্রশান্ত। নিয়েছি বই কি! আমি আকাশের চাঁদ—আপনার রূপ নেই, গুণ নেই—বলুন এই কিনা ?

গৌরী। আপনার কথাটাই ঘুরিয়ে বলছি আমি। শুধু আপনার ইচ্ছেটাই সব নয়। আপনার মা চান রূপ, আর আপনার বাবা…বিয়ের কনে বোবা হয়ে থাকে, কিন্তু কী অবস্থায় পড়ে যে এসেছি!

প্রশান্ত। আমার মা-বাবার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া, সে ভাবনা আপনাদের নয়। দেখুন, ইহকাল-পরকালের সকল ভার যদি দিতে পারেন, এগুলোও আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন না। শুধু শ্রীমতী গৌরী দেবী প্রসন্ন থাকলেই হল, আর কোন কিছুতে আটকাবে না।

গৌরী। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, দাদু কিছুতে শুনবেন না। বাড়ি ঘরদোর ধানজমি বিক্রি করে টাকার যোগাড় করবেন। সে হবে না, কিছুতে আমি হতে দেব না।

প্রশান্ত। হবে না, হতে আমরা দেব না। গৌরী দেবী হাসতে হাসতে আসবেন আমার জীবনে,—তাঁর মুখ ভার হবে, এ কখনও হতে পারে ?

গৌরী স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রশান্তের মুখের দিকে তাকায়—চোখে জল ভরে আসে।

গৌরী। আপনি কি বলছেন ? কী চোখে দেখেছেন! আপনার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার যে নেই। কালো কুচ্ছিৎ এক গেঁয়ো মেয়ে—

প্রশান্ত। (কৃত্রিম ক্রোধে) দেখুন, অযথা নিন্দেমন্দ আমি সইতে পারিনে, রাগ হয়ে যায়।

গৌরী। (সভয়ে) কিন্তু আমি তো নিজের সম্বন্ধেই বলছি।

প্রশান্ত। দাদুর মত পেয়েছি, মায়েরও। তারপরে কক্ষণো আপনি আর আপনার থাকলেন না। আপনার আপত্তি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

গৌরী। আছে, নিশ্চয় আপত্তি আছে।

প্রশান্ত। অ্যাঁ ?

গৌরী। আমায় 'তুমি' বলবেন—

প্রশান্ত। আমাকেও।

গৌরী। বড়কে বলতে নেই।

হঠাৎ বাইরে শিবনাথের কণ্ঠস্বর।

নেপথ্যে। দাদাভাই, জেগে আছ দেখছি। আলো জ্বলছে।

গৌরী। সর্বনাশ, দাদু আসছেন। না আসেন তেমনি কিছু বলে দিন।

প্রশান্ত। আমি ঘুমুচ্ছি দাদু, মানে ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে।

শিবনাথ বারাণ্ডায় উঠছেন, গৌরী তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে আলমারির পাশে লুকাল।

শিব। আমার ঘুম হচ্ছে না দাদুভাই।

বলতে বলতে প্রবেশ করলেন।

তুমিও যখন ঘুমোও নি, বাকি কথাগুলো হয়ে যাক।

তক্তপোশের প্রান্তে বসলেন।

প্রশান্ত। কলকাতায় হবে দাদু। আমি গিয়ে আগে বাবা-মার সঙ্গে কথা বলি। ভোরে উঠতে হবে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

শিব। আমার পাচ্ছে না। তোমার শ্বশুর—আমার একমাত্র ছেলে গোপাল মারা গেল, সেই থেকে হাসিনি আমি দাদা। আজকে এমন ফুর্তি, পাগল হয়ে যেন নাচতে ইচ্ছে করছে।...অ্যাঁ, খসখস করে কি—কুকুর-টুকুর ঢুকল নাকি ?

প্রশান্ত। না না—

শিব। এক নেড়ি কুকুর আছে দাদা, বড্ড গা-গড়ানে। ঘুমুচ্ছ, শেষ-রাতে দেখবে, তোমার ঠিক পাশটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে কেঁউ-কেঁউ করছে।

প্রশান্ত। আজ্ঞে না। শোবার আগে দেখেছি ভাল করে। ও আমি নড়েছিলাম একটু।...এসেছেন যখন, একটা কথা বলি দাদু, পণ বাবদ সিকি-পয়সা দিতে পারবেন না। পণ দিতে গিয়েছেন কি আমি এমন ডুব মারব, ত্রিভুবনের মধ্যে আর পাত্তা পাবেন না।

শিব। কিন্তু তোমার বাবার সম্বন্ধে যে শুনলাম...হুঁ, নির্ঘাত কুকুর—

হারিকেন বাড়িয়ে তক্তাপোশের নিচে উঁকি দিলেন।

না, নেই।

আলমারির পাশে নজর পড়তেই

ও কে? আরে, মানুষ—চোর ঢুকে আছে, চোর—চোর—চোর—

গৌরী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

গৌরী। দাদু, আমি—

শিব। তুই? গৌরীদিদি?

কাদম্বিনী প্রবেশ করলেন।

কাদম্বিনী। কোথায় চোর বাবা?

শিব। না রে, ঠাট্টা করছিলাম নাতজামাইকে।

কাদম্বিনী। গৌরী কেন এখানে?

শিব। টেনেটুনে নিয়ে এলাম দিদিকে। যুগল-মিলন দেখব, সবুর সইছে না। গৌরী, গরবিণী দিদি, প্রণাম কর্ আমার দেবতা দাদুভাইকে।

সুরবালা প্রবেশ করলেন।

সুরবালা। চোর কোথায় বাবা?

শিব। এই যে। চোরচূড়ামণি আমার গরবিণী দিদির মন-প্রাণ চুরি করে নিয়েছে।

কাদ। বিয়ে হওয়ার আগে পুরুষের সামনে কনে নিয়ে এলে, এ কেমন হল বাবা?

শিব। আরে, দাদা আমার দয়াল ঠাকুর। ঠাকুরের কি মেয়ে-পুরুষ হয় রে? ...ইঃ, পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! ঠাকুর-প্রণাম কর্, প্রণাম করে পাশাপাশি দাঁড়া। নয় তো 'শালী' বলে ডাকব সকলের সামনে। ডাকলাম কিন্তু—ডাকলাম, 'শালী' বলে ডাকলাম—

কাদ। (কঠিন কণ্ঠে) বাবা, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। শুভকর্ম হয়ে যাক আগে— ছাঁদনাতলায় গিয়েও কত বিয়ে বাতিল হয়ে যায়—

শিব। (তাড়া দিয়ে উঠলেন) থাম্ কাদি। কী সব অলক্ষুণে কথা!

গৌরী প্রশান্তর দিকে যাবার ভান করে হঠাৎ শিবনাথের পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে প্রণাম করল। শিবনাথের অন্ধকার মুখ সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে গেল।

শিব। অ্যাঁ, আমাকে? ও দাদাভাই, বর বদল করে ফেলেছে। গৌরীর তবে আমাকেই পছন্দ—

প্রশান্ত। ত্রিভুবনে আপনার মতন আর কে আছে দাদু? পছন্দ আমারও, আমি প্রণাম করি—

প্রশান্ত প্রণাম করতে যায়। শিবনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

রাজমোহনের বাইরের ঘর। প্রশান্ত আপন মনে বসে বসে গান করছে।

ভোমরা গুঞ্জরে, ভোমরা গুঞ্জরে,
গুন-গুন-গুন গুনগুনিয়ে ভোমরা গুঞ্জরে।
মুখের 'পরে চোখের 'পরে
লাল অধরের মধুর তরে—
ভোমরা গুঞ্জরে॥
শ্যামল বরণ লাজুক মেয়ে
গাঁয়ের পথে ছিল চেয়ে,
এক নিমেষে মিষ্টি হেসে ঠাঁই নিল অন্তরে॥
অবাক বাতাস থমকে থাকে—
ফুলপরীরা ঝাঁকে ঝাঁকে,
রামধনু-রঙ পাখা মেলে ফুলের বুকে লুটে পড়ে॥
আকাশ-ভরা আকাশকুসুম—
নয়নে আজ নাই রে ঘুম—
আদর করে সন্ধ্যাতারা ভালবেসে ডাকছে ঘরে॥

গানের শেষে সরকার বনমালী প্রবেশ করল।

বনমালী। ছোটবাবুর যে খুব ফুর্তি দেখছি!

প্রশান্ত। সরকার মশাই যে! আসুন আসুন। অনেক দরকারি কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বনমালী। আমার সঙ্গে দরকারি কথা—আপনার ?

প্রশান্ত। হ্যাঁ। গোটা কলকাতা শহর ঢুঁড়ে আপনার মতন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষ একটি মেলে না সরকার মশায়।

বনমালী। হেঁ-হেঁ, গুরুর ইচ্ছে—

প্রশান্ত। বাবা তো বিশেষ খাতির করেন আপনাকে। আপনার কথায় ওঠেন বসেন।

বনমালী। ওঠেন বসেন! হেঁ-হেঁ, কী যে বলেন! সবই গুরুর ইচ্ছে—

প্রশান্ত। দেখুন, বাবাকে একটা কথা বলতে হবে।

বনমালী। একটা কেন, দশটা কথা বলব।

প্রশান্ত। আমি বললে তো গালাগালি দিয়ে উঠবেন। মা বললে ঝগড়া। আপনি বেশ কায়দা করে বলুন দিকি কথাটা। আপনি ছাড়া কাউকে দিয়ে হবে না। লাগিয়ে দিতে পারলে ফ্যান্সি ছাতা।

বনমালী। ফ্যান্সি ছাতা—বাঃ, বাঃ। কাঠের বাঁটের কিন্তু। বেতের বাঁট হলে হবে না।···বেশ, বলুন কি কথা ?

প্রশান্ত। বলবেন, বয়স হয়েছে ছোটবাবুর। বিয়ে দিতে আর দেরি করা ঠিক নয়। শিগগিরই—

বনমালী। সে আর বলতে হবে না। সম্বন্ধ আসছে ভাল ভাল। গিন্নিমা সকাল-সন্ধ্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। এদিকে কর্তামশায় দর নিচ্ছেন। দর উঠছেও দিনকে দিন। বিলেতটা ঘুরে এলে এখন যা হচ্ছে, তার দুনো উঠে যাবে।

প্রশান্ত। আর তারপরে চাকরি হলে তখন তিনগুণ ?

বনমালী। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প্রশান্ত। প্রোমোশন পেয়ে পেয়ে অফিসের মাথা যখন হব ?

বনমালী। চারগুণ।

প্রশান্ত। আর চুল পেকে দাঁত পড়ে যখন চোখ বুঁজব, তখন ?

বনমালী। ছ'গুণ।···ছি, ছি। কী অলুক্ষণে কথা বলেন! অত দিন লাগবে না, তার আগেই হয়ে যাবে।

প্রশান্ত। হওয়ার তো গতিক দেখিনে সরকার মশায়। মায়ে বাবায় গণ্ডগোল। মা চান কাঁচা-সোনার মেয়ে, বাবা চান করকরে রূপোর টাকা। কিন্তু কাঁচা-সোনা আর অঢেল রূপো একসঙ্গে কোথায় মিলবে বলুন?

বনমালী। বটেই তো, দুটো কেমন করে হয়?

প্রশান্ত। ভেবে-চিন্তে আমি এক মতলব ঠাউরেছি। শামলা মেয়ে একেবারে শূন্য হাতে আসবে। বাবার কথা থাকবে না, মায়ের কথাও নয়। কারো তখন আর রেষারেষির কিছু রইল না।

বনমালী। উঃ, কী মাথা আপনার ছোটবাবু! আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছেন।··· কিন্তু অমন সম্বন্ধ মিলবে তো? যে, কর্তা গিন্নি দু-জনেই একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে কপাল চাপড়াবেন?

প্রশান্ত। মিলবে মানে? ঠিকঠাক করে এসে তবেই তো আপনাকে ধরেছি। তবে সেটা হল গোড়ায় গোড়ায়। বউ হলে তারপরে তো ফেলে দিতে পারবেন না?

বনমালী। ঠিক—যথার্থ কথাই বলেছেন।

প্রশান্ত। আপনি এখন ঠিকমতো পাড়তে পারলে হয়। যদি পারেন ফ্যান্সি ছাতা।

বনমালী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাকমাফিক কথা বলে কি রকমে কাজ হাসিল করি, দেখবেন।

প্রশান্ত। আচ্ছা, আমি চলি তা হলে। লাইব্রেরি-ঘরে আছি। বাবা বাড়ি ফিরলে আমিও ঠিক এসে পড়ব।

বনমালী। আজ্ঞে—

প্রশান্ত ভিতর দিকে গেল। বনমালী খাতা খুলে লিখতে লাগল।

গোবিন্দ। নমস্কার! কর্তামশাই আছেন?

বনমালী তার আপাদমস্তক দেখছে।

বনমালী। (গম্ভীর ভাবে) কি দরকার?

গোবিন্দ। আমি তাঁর সঙ্গে বিয়ের—

বনমালী। বিয়ে কর্তামশাইর সঙ্গে? বেরোও, বেরোও এখান থেকে।

গোবিন্দ। আপনি খামকা চটছেন। আমায় তো কথাটা শেষ করতেই দিলেন না। কর্তামশাই কেন—তাঁর একটি যুগ্যি ছেলে রয়েছে, তাঁর বিয়ে-থাওয়া তো দিতে হবে! হবে কিনা বলুন?

বনমালী। তাই বল!···তা ছেলের বিয়ে দেবার তুমি কে হে বাপু? বাপ রয়েছে, মা রয়েছে, আমরা রয়েছি—আমরা বিয়ে দিতে পারি না?

গোবিন্দ। আরে, আমি যে ঘটক—ঘটক না হলে বিয়ে হয়?

বনমালী। আলবৎ হয়।

গোবিন্দ। আপনি মিথ্যে তর্ক করছেন। দূত ছাড়া যেমন যুদ্ধ হয় না, তেমনি ঘটক ছাড়া বিয়ে হয় না।

বনমালী। ওঃ, ভারি বললে! কত হচ্ছে দেখগে যাও।

গোবিন্দ। হবে না কেন? আজকাল হঠাৎ-পয়সাওয়ালা লোকেদের সব হচ্ছে। কিন্তু বনেদি ঘরে হয় না।

বনমালী। দর্জিপাড়ার রাজমোহন বোসেরা বনেদি নয়, তুমি বলতে চাও?

গোবিন্দ। বনেদি বলেই তো আমরা কনে খুঁজে এনে দি। নইলে বাজে জায়গায় আসব কেন বলুন? মশাই, আমি গোবিন্দ ঘটক, কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত লোকের বিয়ে দিয়ে বেড়াই। এই ছেলের বিয়ে দিয়ে তবে আমি এখান থেকে নড়ব।

বনমালী। বিয়ে তোমায় আর দিতে হবে না। হুঁ হুঁ, সে গুড়ে বালি! ছেলে নিজেই সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে।

গোবিন্দ। জানি। তিনি যেখানে কনে ঠিক করেছেন সেখান থেকেই তো আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি।

বনমালী। বল কি? আমরা জানি নে কোথায় বিয়ে হবে, তুমি সেখান থেকে এরই মধ্যে ঠিকানা নিয়ে এলে?

গোবিন্দ। তবে আর কিসের ঘটকালি করি? বলি, সে মেয়ে তো পছন্দ হয়েছে আমারই দৌলতে।

বনমালী। গোপনে গোপনে এই সব কাজ তোমার?

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, আমার কিছু নয় সরকার মশাই। সবই সেই ওপরওয়ালার কেরামতি, বুঝছেন না? হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—

বনমালী। উঃ, এই ঘটক বেটাই আমায় ফাঁসালে। ছাতাটা গেল।

গোবিন্দ। কি বিড়বিড় করছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা?

বনমালী। না, বিশ্বাস হবে না কেন? তুমি আমার পাওনাগণ্ডা মারলে হে বাপু!

গোবিন্দ। পাগল হয়েছেন? যা কিছু পাব, তার দশ আনা আমার ছ-আনা আপনার। আপনি একবার দাদাবাবুর সঙ্গে আমার দেখাটা করিয়ে দিন।

বনমালী। তা দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু শেষ অবধি আমায় যদি বাপু ফাঁকি দাও?

গোবিন্দ। আপনি ছাঁদনাতলা থেকে বর তুলে নিয়ে আসবেন।

বনমালী। সে কোন কাজের কথা?...যাকগে, ঐ কথা রইল—দশ আনা আর ছ-আনা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ, দশ আনা আমার ছ-আনা আপনার।

বনমালী। তাই, তাই। কিন্তু এই চুনের ঘরে বসে দিব্যি দিচ্ছি, কাউকে কিছু বলবে না—আমার ভাগ চুপি চুপি আমার হাতে দেবে।

গোবিন্দ। এ আর বলছেন কেন? টাকা তো আসবে আপনার হাত দিয়ে। তখন নিজেরটা চেপে রেখে আমারটা দিয়ে দেবেন।

বনমালী। বেশ, তাহলে তুমি ছোটবাবুর কাছে যাও। এই ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে লাইব্রেরি-ঘর—সেখানে ছোটবাবু আছেন।

গোবিন্দর প্রস্থান।

মাঃ, ফাঁকি দেবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবু বাবুর কাছে কথাটা আমায় আগেই পাড়তে হবে। ভাগ যদি না দেয়—

গদার প্রবেশ।

ছোটবাবু যে ছাতাটা দেবে, ঐ দিয়ে পেটাতে পেটাতে বেটাকে বাড়ির বার করে দেব।

গদা। (ক্ষুব্ধ ভাবে) শুধু শুধু পেটালেই হল? কেন দোষঘাট কি হল আমার?

বনমালী চশমার উপর দিয়ে তাকাল।

বনমালী। ও, তুই? তা দোষঘাট তোমার হবে কেন? সব দোষ আমার! সকাল থেকে তো তোমার টিকি দেখতে পাওয়া যাবে না। আমার ঘরে ঢুকে জল তুলে কুজোটা ভর্তি করে রাখবে, তারও হুঁশ থাকে না?

গদা। আচ্ছা সরকার মশাই, আমি কোন্ দিক করি, কও তো? তোমার ঘরের কাজ করব। বাড়িতে এত লোক আসছে—তাদের চা দেব, পান দেব, সরবৎ দেব। আবার সকাল-সন্ধ্যে পাঁচ বাড়ি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মেয়ে দেখতে হাজরে দেব। একটা মানুষ তো বটে আমি?

বনমালী। এখন মেয়ে দেখা বন্ধ করে সদরে খিল লাগিয়ে বসে থাক।

গদা। তুমি বলছ কি? দাদাবাবুর জন্যে কত সব সম্বন্ধ আসতিছে, আর আমি গিন্নিমার সঙ্গে বেরুব না? তিনি একা যাবেন?

বনমালী। দু-বছর ধরে তো মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছ, গিন্নিমার একটা মেয়েও তো নজরে লাগল না!

গদা। কি জানি বাবু! মা কেবল দেখেই যাচ্ছেন—পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কোনদিন তো রা কাড়েন না!

বনমালী। এ তো ভারি মজা! দেখেই যাচ্ছেন, সকাল-সন্ধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুধু দেখেই যাচ্ছেন—

গদা। কালা-ধলা কত রকমের কত মেয়ে দেখছেন, তাদের কত নাচ-গান-অ্যাকটো—

বনমালী। তাই নাকি?

গদা। তা সরকার মশাই, সত্যি কথা বলব ? দু-একজন নাচে ভাল, গানও দিব্যি গায়। বাইস্কোপে যেমন হয় না ? তেমনি।

বনমালী। মরেছে! এ বেটাকেও বাইস্কোপে ধরেছে। কলির আর শেষ হতে বাকি কত ?

[নেপথ্যে প্রশান্ত—গদা !]

গদা। আজ্ঞে, যাই—

প্রশান্ত ও গোবিন্দের প্রবেশ।

প্রশান্ত। গদা, লাইব্রেরি-ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

গদা। আজ্ঞে।

গদার প্রস্থান।

গোবিন্দ। তাহলে ছোটবাবু, ঐ কথাই রইল।

প্রশান্ত। হ্যাঁ, ঐ কথা।

গোবিন্দ। গাড়ি-ভাড়া বাবদ যদি কিছু…মানে, এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে হয় কিনা—

প্রশান্ত দুটো টাকা গোবিন্দকে দিল, গোবিন্দ চলে গেল।

প্রশান্ত। সরকার মশাই, বাবাকে যা বলতে বলেছি, সব মনে আছে ?

বনমালী। আজ্ঞে, সব মনে আছে।

প্রশান্ত। কি বলুন তো ?

বনমালী। খুব তাড়াতাড়ি ছোটবাবুর বিয়ে দিয়ে দিন, নইলে ছোটবাবুর আর সবুর সইছে না।

প্রশান্ত। আপনিই মজাবেন!…বরঞ্চ একেবারে সোজাসুজি বলবেন যে, ছোটবাবু মেয়ে পছন্দ করে কথাবার্তা বলে এসেছেন।

বনমালী। নিশ্চয় বলব। তবে কি জানেন, আপনার বাবা যা রাগী, আর পয়সাটা যা চেনেন, তাঁকে ভোলানো—

প্রশান্ত। কিচ্ছু শক্ত নয়। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। বাইরেই বাবার ঐ রকম, হিসাবপত্র তিনি মোটেই বোঝেন না।

বনমালী। আজ্ঞে, সেটা জানি কিছু কিছু। আর জানি বলেই তো টিকে আছি। নইলে একটা বেলাও পোষাত না।...আচ্ছা, স্যার এলেই আমি কথা পাড়ব।

প্রশান্ত। দেখুন, আপনি যদি না পারেন তো গোবিন্দ ঘটককে দিয়েই তবে—

বনমালী। (রেগে) গোবিন্দ কি করবে? তার তো ঐ দশ-আনা আর ছ-আনা—

প্রশান্ত। দশ-আনা, ছ-আনা মানে?

বনমালী। (সামলে নিয়ে) ঐ মানে, আপনার ইয়ে...লোকে দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটে না? গোবিন্দ সেই হিসেব করে বর বাছে।...যাকগে, যাকগে, কথা আমি ঠিক পাড়ব। মোদ্দা ছাতাটা আমার নগদ নগদ চাই ছোটবাবু।

[নেপথ্যে রাজমোহন—গদা!]

প্রশান্ত। ঐ বাবা আসছেন। নিন তবে, আমার সামনেই—

সাহেবী পোশাকে রাজমোহন ঘরে ঢুকলেন। হ্যাট-স্ট্যাণ্ডে টুপি রাখলেন। প্রশান্ত এক পাশে বসে ইতিমধ্যে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছে।

বনমালী। একটা কথা স্যার—

রাজমোহন। (মুখ না ফিরিয়ে) বলে যাও।

বনমালী। (ঢোক গিলে) আজ্ঞে, কথাটা হল—(চাপা গলায় প্রশান্তর প্রতি) শুধু ছাতায় হবে না, মোজা-জুতো—

প্রশান্ত। (মৃদু স্বরে) বেশ, তাই।

রাজমোহন। হাতে কাজ করছি, কান খোলাই আছে। কি বলতে চাও, বল।

বনমালী। আজ্ঞে, কথাটা হল ছোটবাবুর—

রাজমোহন। (মুখ ফিরিয়ে) ছোটবাবুর? বলি, ছোটবাবু কি বোবা হয়ে গেল হঠাৎ? আমমোক্তারনামা দিয়েছে তোমায়?

বনমালী। বটেই তো! যা বলবার বলুন আপনি ছোটবাবু। আমি পারব না। আমি কেন বলতে যাব, আমমোক্তারনামা দেন নি তো আমায়?

রাজমোহন। বল্ কি বলবি—বিলিয়ার্ডের টেবিল?

প্রশান্ত। আজ্ঞে না।

রাজমোহন। ও, হয়েছে। তানপুরো কেনবার ঝোঁক হয়েছিল, তানপুরো টুংটাং করে কান ঝালাপালা করবি।

প্রশান্ত। ও সব নয়।

রাজমোহন। তবে? খেলা আর গানবাজনা এই তো দুটো ছিল। আবার কোন্ নতুন বাতিকে ধরল?

প্রশান্ত। বাতিক নয় বাবা। নীরদের সঙ্গে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম এক জায়গায়—

রাজমোহন। পাত্রী নীরদের জন্যে?

প্রশান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, গোড়ায় তাই ছিল। কিন্তু এক গণ্ডগোল ঘটে গেল।

রাজমোহন। গণ্ডগোল? যেখানে যাবি, গণ্ডগোল! খেলার মাঠে গেলি সেখানে মারামারি। এবারে কি হল—মার খেলি, না মেরে এলি?

প্রশান্ত। মেয়েটি আমিই পছন্দ করে এলাম বাবা।

রাজমোহন। বটে! আমার বাড়ির বউ হবে, তুই পছন্দ করবার কে রে? দেখছিস নিত্যি কত লোক দলে দলে আসছে।

প্রশান্ত। বড্ড বিপন্ন তারা, অবস্থা মোটে ভাল নয়।

রাজমোহন। এ তো সব কন্যাপক্ষ বলে থাকে। কুবের হালদার লক্ষপতি মানুষ, মেয়ের বিয়ের সময় তিনিও নাকে কাঁদতেন। কি রকম সম্বন্ধ খুলে বল্ দিকি। টাকা-পয়সা কি খরচ করবে?

বনমালী। আজ্ঞে—এঁরা ওদিক দিয়ে যান না।

রাজমোহন। তার মানে? অবস্থা কি রকম?

বনমালী। আজ্ঞে, অবস্থা—মানে শ্যামলা মেয়ে, আর শুন্যি হাত—

রাজমোহন। হেঁয়ালি ছেড়ে টাকার অঙ্কটা বল্ যাতে সঠিক আন্দাজ পাব।

প্রশান্ত। টাকার দিক দিয়ে—মানে—

প্রশান্তের মা তমালবাসিনী একটু আগে এসেছেন।

রাজমোহন। না না, তবে হবে না। হাঘরের মেয়ে আমি কিছুতে আনছি না।

তমাল। মেয়ে দেখতে কেমন রে ?

বনমালী। আজ্ঞে, শ্যামলা—

তমাল। তুমি ফোড়ন দিও না বাপু। এখন একটু যাও দেখি।

বনমালীর অপ্রসন্ন ভাবে প্রস্থান।

প্রশান্ত। খারাপ নয় মা, অনেক গুণ সে মেয়ের।

রাজমোহন। আরে, খারাপই যদি হয়—বলি, খারাপ মেয়ের বিয়ে হয় না ? পড়ে থাকে নাকি ? নগদ ছ' হাজার নীরদ দর দিয়ে গেছে, তা ছাড়া গয়না-বরসজ্জা—তার ওপরে উঠবে কিনা সেইটে বল্ আগে।

তমাল। টাকার লোভে তুমি যে এক রক্ষেকালীর বাচ্চা নিয়ে আসবে, আমার অন্দরে তাকে ঢুকতে দেব না।

রাজমোহন। আর তুমি যে রঙচঙে প্রতিমা বলে খড়মাটির বোঝা বাড়িতে আনবে, আমার সদর দিয়ে তাকেও ঢুকতে দিচ্ছি নে।

তমাল। দেখা যাক !

রাজমোহন। (হেসে) গিন্নি, তুমি ডাহা বোকা।

তমাল। বোকা আমি ?

রাজমোহন। আলবৎ। এক কাঁচ্চা বুদ্ধি নেই। আমার সদর পেরিয়ে তবে তোমার অন্দর, সেইটে খেয়াল রাখ না কেন ? বউ যদি হনুমানের মতো লম্ফ দিয়ে সদর ডিঙিয়ে যায়, তা হলে অবশ্যি আলাদা কথা। কিন্তু হনুমান-বউয়ে যে তোমার আপত্তি। না হলে, এত মেয়ে দেখেছ—তাদের

মধ্যে থেকে এদ্দিনে কবে একটা লাফিয়ে অন্দরে ঢুকে পড়ত।...যাক, ওকথা ছেড়ে দাও। কন্যাকর্তা কোথায় ?

প্রশান্ত। তাঁরা এখানে থাকেন না, পাড়াগাঁয়ের মানুষ—মেয়ে নিয়ে ক-দিনের জন্যে গড়পারে একজনের বাড়ি এসে উঠেছেন।

রাজমোহন। আমাদের সঙ্গে যখন কুটুম্বিতা করতে এসেছে, আছে নিশ্চয় দু-পয়সা। হিসেবি মানুষ—চেপে যাচ্ছে। কাল কন্যাকর্তাকে দেখা করতে বলিস। কারবারি মানুষ চোখের জলে চিঁড়ে ভিজবে না, সেটাও বলে দিবি ভাল করে ? রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? রূপো চাই।

প্রস্থান।

প্রশান্ত। মা, তা হলে কি হবে ?

তমাল। (তখনও রাগে গরগর করছেন) বোকা আমি! তুই কিচ্ছু ভাবিসনে। আমার পছন্দ আগে। ওঁর আগে আমি মেয়ে দেখব। অন্যের বাড়ি গিয়ে হাঙ্গামা করব না, মেয়েওয়ালাদের আসতে বল্ এখানে।

প্রশান্ত। বাবা টের পেলে তো আরও হাঙ্গামা। তার চেয়ে তুমিই চল।

তমাল। না বাপু, কোথায় কার বাড়ি এসে উঠেছে, সেখানে গিয়ে আমি মেয়ে দেখব না। ওদের নিজের বাড়ি হলেও বা কথা ছিল।

প্রশান্ত। তা হলে এক কাজ কর মা, ওদের বাড়ির সামনে পার্ক রয়েছে। সেইখানে চল না। পার্কে বেড়াচ্ছে না বেড়াচ্ছে—এই ভাবে মেয়ে এনে দেখাবে।

তমাল। তা মন্দ বলিস নি। সখানেই মেয়ে দেখাবার বন্দোবস্ত কর্।

প্রশান্ত। বেশ তাই। এক্ষুণি খবর দিয়ে দিচ্ছি।

তমাল। হ্যাঁ রে, সত্যি বল্ দেখি, মেয়ে কেমন ? নীরদের মাসতুতো বোনকে দেখেও তুই খুঁতখুঁত করেছিলি। তোর যখন এত ইচ্ছে, নিশ্চয় খুব ফরসা মেয়ে।

প্রশান্ত। আমার চোখে তো ফরসাই মা, কিন্তু তোমার চোখে হয়তো বা একটু ময়লাই হয়ে দাঁড়াল। মা আমার বড় লক্ষ্মী—দয়াধর্ম করতে হয়, বুঝলে মা? ময়লা মেয়ের কি বিয়ে হয় না?

তমাল। হয়। দর্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ি হয় না। যাকগে, চোখে তো দেখি আগে।

প্রস্থান

মঞ্চ ঘুরল।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

পার্ক। সকালের আলো ফুটছে ক্রমশ। শিবনাথ, বিভা ও গৌরীর প্রবেশ।

বিভা। এই হল পার্ক। এখানকার কথা বলে দিয়েছে। চলে যাব নাকি দাদু? আপনারা থাকুন—

শিব। বলিস কি রে, তুই-ই তো সব। গেঁয়ো মানুষ, আমরা কি গুছিয়ে দুটো কথা বলতে পারি? বড্ড ভয় হচ্ছে, কিনারায় এসে ভরাডুবি না হয়।…কিন্তু এ কী রকম সাজে মেয়ে নিয়ে এলি বল্ তো? কে বলবে যে বিয়ের পাত্রী!

বিভা। গৌরীর যে আপত্তি!

গৌরী। বাঃ রে, আমি কখন কি বললাম?

বিভা। আজ নয়, সেদিন। বলছিলি নে, সেজেগুজে দাঁড়াতে লজ্জা করে, ঘেন্না করে,—হ্যানো-ত্যানো কত কি! তা ছাড়া প্রশান্ত বাবুর মা-ও বলে দিয়েছেন, সাজগোজ করতে হবে না।

শিব। ও অমন সবাই বলে। মিলের শাড়ি পরনে। কত কি তোরা মাথামাখি করিস, কিছু আজ গায়ে ছোঁয়ালিনে, চুলটা অবধি বাঁধা নেই।

বিভা। সেদিন কত সাজালাম, কোন-কিছু কাজে এল না। আমার সাদামাটা পোশাক ছিল, আমাকেই পছন্দ করে বসল। তাই আজ কায়দা বদলেছি। খুঁত-খুঁত কর কেন দাদু, বেশ তো দেখাচ্ছে। ঝোপে ঝাপে ফুটে-ওঠা তুলসীমঞ্জরী। আমরা সাজ-পোশাক করি চোয়াড়ে চেহারা ঢাকবার জন্যে, গৌরীর তো সে ব্যাপার নয়।…ঐ এসে পড়লেন বোধ হয়!…হ্যাঁ, ঐ তো প্রশান্তবাবু। ওঠ্, উঠে দাঁড়া গৌরী। পিছিয়ে যা, আরও পিছিয়ে। বোস-গিন্নি ফরওয়ার্ড মেয়ে মোটে দেখতে পারেন না, প্রশান্তবাবু পই-পই করে বলে গেছেন।

অল্প ঘোমটা-দেওয়া তমালবাসিনী ও প্রশান্তকে দেখা গেল। প্রশান্ত ওঁদের দেখিয়ে দিল। তমাল চাপা গলায় বললেন :

তমাল। বুড়ো মানুষটাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা। ওঁর সামনে দেখাশুনোর সুবিধা হবে না।

প্রশান্ত আরো একটু এগিয়ে আসতে শিবনাথ সামনে এলেন।

শিব। এই যে প্রশান্ত!

প্রশান্ত। আমার মা—

শিব। (নমস্কার করে) আসুন মা-জননী, আমার নাতনীকে দয়া করে যদি নিয়ে নেন—আপনার অনেক দয়া শুনেছি—

প্রশান্ত। আসুন, আমরা ওদিকে যাই, মেয়েরা আলাপসালাপ করুন।

শিবনাথকে নিয়ে প্রশান্ত সরে গেল। বিভা লাজুক ভাবে তমালবাসিনীকে প্রণাম করল। তমালবাসিনী বিভার মুখ তুলে ধরে দেখছেন। আনন্দের হাসি ফুটল, জড়িয়ে ধরলেন তাকে বুকের মধ্যে। গৌরী প্রণাম করল।

তমাল। (গৌরীকে) থাক্ থাক্, হয়েছে।…তাই তো বলি, আমার পেটের ছেলে—নিশ্চয় তার রুচি-জ্ঞান আছে। নীরদের বোন কাছে দাঁড়াতে পারে? (বিভাকে) বদনাম শুনেছ যে আমার বড় দেমাক, মেয়ে দেখে

দেখে বাতিল করে বেড়াই। নিশ্চয় শুনেছ। মিছে কথাও নয়, তা বিশ-পঁচিশটা হবে গুণতিতে। কিন্তু পছন্দ হবে কি করে বল তো? আজেবাজে জায়গায় ঘুরে মরেছি—আমার ঘরের লক্ষ্মী, চিরকালের মা-জননী দেখা দেন নি যে এতকাল! দেখা হলে চিনতে আমার এক মিনিটও লাগে না। (গৌরীকে) দেখ তো বাছা, কোন্ দিকে ওঁরা গেলেন—ডাক দাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে!

গৌরীর ইতস্তত ভাব দেখে তমালবাসিনী বিরক্ত হলেন; ডাকতে ডাকতে তিনি এগিয়ে গেলেন।

তমাল। ও প্রশান্ত, আমার হয়ে গেছে। এস তোমরা।

গৌরী। আমাকে ঝি ভেবে বসেছে, তোকে ভেবেছে কনে।

বিভা। ভাবলে আমি কি করব? আমি তো কিছু বলতে যাই নি। যে রকমে হোক, কাজ হয়ে গেলেই হল।

প্রশান্ত ও শিবনাথ প্রবেশ করলেন।

তমাল। দেখা হয়ে গেছে। আপনার নাতনী আমার ঘরের লক্ষ্মী।

শিব। মা, কি বলব যে আপনাকে! গাঁয়ের মানুষ, গুছিয়ে বলতে পারিনে।

তমাল। বলবেন আবার কি, কিছু বলতে হবে না। এই মা'টির তল্লাসে ছিলাম এতদিন।

প্রশান্ত। মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে। মাকে আমার কাঁধে নিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে।

তমাল। তুই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মিছে কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিয়েছিলি। না, বিনয় হচ্ছিল, চমকে দেবার মতলব ছিল আমায়?

প্রশান্ত। বলেছিলাম না দাদু, মাকে নিয়ে কথা নয়, মা আমার বড্ড ভাল। ভাবনা বাবার জন্য।

তমাল। ভাবনা, কিসের ভাবনা? আমি যখন পছন্দ করেছি, আলবাৎ সেই মেয়ে নিতে হবে।

প্রশান্ত। কিন্তু তাঁর যে ধনুক-ভাঙা পণ—

তমাল। আপনি ভাববেন না। আমার পছন্দের মেয়ে বাতিল করবেন, আমি তা কিছুতে হতে দেবো না। (চিন্তিতভাবে) তবে কথা হচ্ছে, শুভকর্মের ব্যাপার, মা-লক্ষ্মী হাসিখুশির মধ্যে নিজের ঘর-বাড়িতে আসবেন···এক কাজ করুন, আপনি তো আমাদের বাড়ি আজ যাচ্ছেন—

শিব। হ্যাঁ মা, বিকেলবেলা যাবার কথা।

তমাল। উনি যা দাবি করেন, তাতেই আপনি রাজি হয়ে আসবেন।

প্রশান্ত। নীরদ বলে গিয়েছে ছ-হাজার—

তমাল। ছয়-সাত যাই হোক, সে টাকা আমি দেবো। টাকার জন্যে পছন্দর বউ আনতে পারব না, এ কেমন কথা! অবাক হচ্ছেন কেন? আমার স্ত্রী-ধন। বাবা গুচ্ছের টাকা দিয়েছিলেন, বিশ বছর ব্যাঙ্কে পচছে। কেন দেবো না, লোকসানটা কিসের? সে টাকা আবার আমার ঘরে ফিরে আসছে।

শিব। (সজল চোখে) করুণাময়ী, জগদ্ধাত্রী মা আমার—

তমাল। আর, এই কড়িহারগাছা খুলে দিচ্ছি বাবা, বড্ড ভারী, গলায় পরে বেড়াতে কষ্ট হয়। আর, আজকালকার ওরা সব তো এক-একটি পাখি। হার ভেঙে ফ্যাশান মতো বউমার দু-চারটে গয়না গড়িয়ে দেবেন।···কি আশ্চর্য, আমার জিনিস আমারই কাছে তো আসছে! খুব কাছাকাছি তারিখ ঠিক করবেন, আমার দেরি সইছে না। দেখি, আজকেই যদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করা যায় তো বিকেলের আগেই প্রশান্ত দিয়ে আসবে। আয় প্রশান্ত, তাড়াতাড়ি চল্।

প্রশান্ত। কী সুন্দর আমার মা! এমন মা ভূ-ভারতে কারো নেই—

ছোট ছেলের মতো সে মাকে জড়িয়ে ধরতে যায়।

তমাল। আঃ, করিস কি—ছাড়্ ছাড়্, কি মনে করছেন ওঁরা পাগল ছেলের কাণ্ড দেখে?···আসি বাবা, আসি গো বউমা—হ্যাঁ, একেবারে বউমা-ই ডেকে বসলাম।

প্রশান্ত। আসি দাদু—

শিব। চল, ঐ তো তোমাদের গাড়ি ?

তমালবাসিনী ও প্রশান্ত চলল। শিবনাথও কয়েক পা চললেন তাদের সঙ্গে।

গৌরী। এ জোচ্চুরি—

বিভা। কিসে ? আমি কিছু বলতে গিয়েছি ? দেখ্, বিয়ের কনে তুই, চুপচাপ থাকবি। ঝগড়া করতে এসেছিস তো দেবো এক থাপ্পড়। দাদুর উপর, মার উপর দরদ তো উথলে ওঠে ! এবারে তুমি নিজে ভাংচি দিয়ে পণ্ড করে দাও, দাদু তাতে বড্ড খুশি হবেন।

শিবনাথ ফিরে এসেছেন।

শিব। কি দাদু-দাদু করছিস তোরা দিদি ?

বিভা। গৌরী বলছে—দাদু যদি অন্তত তিরিশটা বছর পরে জন্মাতেন, তা হলে প্রশান্তকে ঘেঁষতে দিই ? দাদু যে ভুল করে ফেলল।

শিবনাথ হেসে উঠলেন।

গৌরী। (নিম্ন কণ্ঠে) পরে যখন জানাজানি হবে বিভা ? আমার বড্ড ভয় করছে।

বিভা। কিছু না, কিছু না। গিন্নি একদিনে তোকে ভালবেসে ফেলবে। কটা রঙটা ছাড়া সকল গুণ যে বিধাতাপুরুষ তোর উপরে উজাড় করে ঢেলেছেন। তোকে ভাল না বেসে উপায় আছে ? চল্, চল্—

মঞ্চ ঘুরল।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

রাজমোহনের বৈঠকখানা।

বনমালী সরকার বসে আছে, পাশে গোবিন্দ।

গোবিন্দ। তা হলে সরকারমশাই, ঐ কথাই রইল। বড়বাবুকে বলে আমার ঘটক-বিদেয়টা যাতে তাড়াতাড়ি হয়—

বনমালী। আরে বাপু, কাজকর্ম ষোলআনা চুকেবুকে যাক—

গোবিন্দ। তার আর বাকি কি রইল? ছোটবাবু আমায় বলে দিয়েছেন, গোবিন্দ তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ওখানে ছাড়া আমি কোথাও বিয়ে করছি না। এইবারে কনের বাড়ির ওদিকটায় তুমি ভাল করে নজর রেখো। তা হলে আমি তোমায় আলাদা—

বনমালী। আলাদা? এঁ্যা, এর মধ্যে আবার আলাদা কি তোমার?

গোবিন্দ। মানে, দশ-আনা ছ-আনা—সে তো ঠিকই আছে—

বনমালী। তুমি আলাদা আবার কি সব বন্দোবস্ত করেছ? তবে আমি এ বিয়েয় নেই।

গোবিন্দ। আপনি দেখছি সব ঘুলিয়ে ফেলেছেন। আলাদা পেলেও কি আপনাকে ভাগ দেবো না? দিব্যি করে বলছি, আপনি ঐ হিসেবেই পাবেন। দেখুন, আমায় অবিশ্বাস করবেন না। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল সত্যদাস, আমার বাবার নাম ছিল ধর্মদাস, আর আমি গোবিন্দদাস—

বনমালী। তোমার পাল্লায় পড়ে আমায় শেষটা ভোম্বলদাস না হতে হয়—

গোবিন্দ। কিছু ভাববেন না—আপনি তাই হয়েই আছেন।

বনমালী। কি বললে?

গোবিন্দ। আমার সঙ্গে কাজ কারবার করুন, করে দেখুন একবার। করকরে নোট আপনার হাতে ঝপাঝপ যখন গুঁজে দিতে থাকব···(পকেটে হাত দিয়ে) ও, ভাল কথা—এই নিন সাড়ে ন-আনা। সেদিন ছোটবাবু সামান্য গাড়িভাড়া দিয়েছিলেন, তার ভাগ নিন।

বনমালী। ছোটবাবু কত দিয়েছিলেন ?

গোবিন্দ। এক টাকা সাড়ে তের আনা।

বনমালী। এক টাকা সাড়ে তের আনা ? আমায় বোকা ঠাউরেছ ? ভেবেছ, আমি কিছু দেখি নি ? অন্তত দুটো টাকা—

গোবিন্দ। আহা, দু-টাকার মধ্যে তো দশ পয়সা বেরিয়ে গেল চা আর পান খেতেই —

বনমালী। আমি তো আর চা-পান খাই নি। আমায় দু-টাকা হিসেবেই দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই দেখুন, কী সব গোলমেলে কথা বলছেন! ধর্ম রেখে দিতে গেলাম কিনা—

বনমালী। দরকার নেই আমার কিছু নিয়ে। এ বিয়েয় আমি নেই।

[নেপথ্যে রাজমোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বনমালী !]

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। বনমালী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলে :

বনমালী। (ব্যস্ত ভাবে) দাও, দাও—যা দেবে দাও।

গোবিন্দ। থাক, সে পরে হবে।

বনমালী। এই দেখ, গণ্ডগোল করে! শিগগির দাও না—

রাজমোহন প্রবেশ করলেন।

রাজমোহন। ওহে বনমালী, বোস। অনেক কাজ আছে। (গোবিন্দকে দেখিয়ে) তুমি—তুমি কে ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে, অধীন গোবিন্দ ঘটক।

রাজমোহন। ঘটকে আমাদের দরকার নেই। ছেলের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।

গোবিন্দ। আজ্ঞে, কিন্তু আমিই তো সেই সম্বন্ধ—

রাজমোহন। তুমি সম্বন্ধ করেছ? চালাকি? ফাঁকি দিয়ে ঘটক-বিদেয় নিতে চাও? আমার ছেলে নিজে সম্বন্ধ করলে আর তুমি মধ্যিখান থেকে—

গোবিন্দ। আহা, কথাটা আমার শুনুন না। ছোটবাবুর ঐ সম্বন্ধ তো আমিই—

রাজমোহন। (খুব চটে গিয়ে) ছোটবাবুর সম্বন্ধ করে থাক, তাকে বল। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এখন যাও, গোলমাল করো না।

রাজমোহন বসে পড়লেন।

গোবিন্দ। দেখুন, আমরা গরিব মানুষ, ঘটকালি করে খাই—এ সম্বন্ধ আমার হাত দিয়েই এসেছে। কি বলেন সরকার মশাই? আপনি তো সবই—

পকেট থেকে পয়সা বের করে গোপনে বনমালীর হাতে গুঁজে দিতেই বনমালী আমতা-আমতা করে বলল:

বনমালী। হ্যাঁ—মানে—ঐ একরকম বলতে পারেন। সম্বন্ধটা ও-ই এনেছিল।

রাজমোহন। (রাগত ভাবে) এনেছিল যদি, আমায় গোড়ায় বলতে কি হয়েছিল? যাও—যাও—

রাজমোহন কটমট করে তাকালেন।

গোবিন্দ। তা হলে আমি কিছু পাব না?

রাজমোহন। বনমালী, এ তো আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক!

বনমালী। আজ্ঞে, ঘটক কিনা—ওরকমের হবেই। শুভ কাজে দু-পয়সা ওরা পেয়ে থাকে।

রাজমোহন। তা বেশ, গোটা পঞ্চাশ টাকা তবে—

গোবিন্দ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) তা হলে স্যার আমার তো কিছু থাকে না!

রাজমোহন। (সবিস্ময়ে) তোমার থাকবে না তো আবার কার থাকবে?

বনমালী। আঃ, তুমি বড় বাজে কথা বল গোবিন্দ। বিয়েটা চুকে যাক, তারপর হবে। এখন তুমি এস।

গোবিন্দ। কিন্তু পঞ্চাশ হলে আমার যে—

বনমালী একরকম ঠেলেঠুলে গোবিন্দকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

রাজ। এইবারে ফর্দ লেখ 'বনমালী। বরের পট্টবস্ত্র এক জোড়—হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখে যাও না, পরে ঠাকুর মশায়কে দেখিয়ে নেব।...পট্টবস্ত্র হল—লেখ, টোপর একটা, বরাঙ্গুরীয়ক এক দফা—

বনমালী। বরাং— তারপরে ?

রাজ। বরাঙ্গুরীয়ক বানান হচ্ছে না ? কি মুশকিল !

বনমালী। কেন হবে না ? ব, রয়ে আকার, অনুস্বার—হল গে বরাং ; গ-য়ে — হ্রস্ব-উ রয়ে হ্রস্ব-ই—গুরি। স্বরে-অ আর ক—

রাজ। সরস্বতী একেবারে জিভের ডগায় ! বেশ, বেশ—তাই সই। বানান আর কে দেখছে ? তারপরে হলগে জাঁতি—

বনমালী। জাঁতি কিসে লাগবে স্যার ?

রাজ। জাঁতি হাতে বিয়ে কর নি ? ভুলে মেরে দিয়েছ, বিয়ের সময় কি ধরেছিলে হাতে ?

বনমালী। কান—

রাজ। কান ?

বনমালী। সে এক সর্বনেশে ব্যাপার স্যার। সকলে মাথায় মতলব ঢুকিয়ে দিয়েছিল—ছাঁদনাতলায় বর তুলতে গেলে আমি বেঁকে বসলাম। সাইকেল না দিলে উঠব না। সাইকেল না পার তো ফ্লুট-বাঁশী। খুড়শ্বশুর তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ—আসরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে কান ধরলেন। তোর মামা এক-শ টাকা দাদন খেয়ে বসে আছে, উঠবিনে কি রকম ? কানের নেতি পড়পড় করে ইঞ্চিখানেক ছিঁড়ে গেল। 'বাপ-বাপ' বলে কান চেপে ধরে বিয়েয় বসে গেলাম।

নরীদ ও নিশির প্রবেশ।

রাজ। খবর কি নীরদ, ভাল ? কি চাকরি করছ এখন ? তোমার সঙ্গে দু-হপ্তা দেখা না হলেই শুনি, তার মধ্যে বার দুই চাকরি ছাড়া হয়ে গেছে।

নীরদ। চাকরি আর করব না কাকাবাবু, ভাবছি স্বাধীন ব্যবসায়ে নামব এবার—

রাজ। সে ভাল।

নীরদ। এই ভদ্রলোক আমার পরমাত্মীয়। এঁকে নিয়ে এলাম। আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলাপ করতে এসেছেন।

রাজ। আত্মীয়, কি রকম আত্মীয় শুনি?

নীরদ। ইনি হলেন আমার—তাই তো মল্লিকমশায়, কি হন আপনি আমার?

নিশি। অনেক হিসেবের ব্যাপার। তার চেয়ে তুমি হও পিসতুতো ভাইয়ের মাসতুতো শালা। এইটে সোজা। আমার নাম শ্রীনিশিকান্ত মল্লিক—নিবাস বীরপুর।

রাজ। বসুন, বসুন মশায়। বেলপুকুর-বীরপুর—সেই জায়গা তো? বড্ড বিশ্রী জায়গায় বাস আপনাদের মশায়। যাতায়াতে বড্ড কষ্ট। দাও তো বনমালী, খাতাখানা—

বনমালী। কোন্ খাতা?

রাজ। সেই যাতে পথের কথা লিখে নিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই—

খাতা হাতে নিয়ে দেখছেন।

সা-পুর অবধি ট্রেনে গিয়ে তারপরে নৌকোয়—

নিশি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাঁটি ধরে যেতে হয়।

রাজ। তার পরে বামনঘাটায় গিয়ে—কি মশায়, জায়গাটা বামনঘাটা তো? বামনঘাটায় নৌকো বেঁধে জোয়ারের জন্য বসে থাকা।

নিশি। ভাল ব্যবস্থা আছে। লম্বা টিনের চালা, চার আনা ভাড়ায় চার বাই তিন খাটিয়া পাবেন। চালে-ডালে খিচুড়িও ঘুঁটে নিতে পারেন সেখানে।

রাজ। জায়গা বটে! আপনাদের বীরপুর যেতে যতক্ষণ লাগে, ঐ সময়ে গ্রাণ্ডকর্ডে স্বচ্ছন্দে এলাহাবাদে পৌছান যায় মশায়।

নীরদ। বীরপুরে প্রশান্ত এক মেয়ে দেখে এসেছে, শুনেছেন বোধ হয়।

রাজ। সেই জন্যে তো বলছি। নইলে, ভূগোলের মাস্টারি করিনে, জাঞ্জিবার কি হাওয়াই দ্বীপে কেমনে যেতে হয়, তাতে আমার গরজটা কি? দশটা দিন পরে যাচ্ছি যে মশায় আপনাদের গাঁয়ে।

নীরদ। সে কি কথা! বিয়ে তা হলে—

রাজ। পাকা। একটু আগে শিবনাথবাবু এসে পাকাদেখা-লগ্নপত্তোর করে গেলেন। পথ-ঘাট তিনিই সব লিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

নীরদ। কিন্তু আমার মাসতুতো বোনের সঙ্গে যে হচ্ছিল! আপনি এক রকম কথাও দিয়েছেন। নগদ ছ-হাজার চেয়েছিলেন, আমরা আপনাকে একটুখানি বিবেচনা করতে বলেছিলাম।

রাজ। এদের কাছে আরও পাঁচশ বাড়িয়ে চাইলাম, এক কথায় রাজি। ভুল হল, পুরোপুরি সাত বলে দিলেই হত।

নিশি। সাত হাজার কি বলেন! বুড়োকে সাতবার বেচলেও তো হয় না। মুখের কথায় ট্যাক্সো নেই, যা হোক একটা বলে গেছে। বাড়ি আর ধান-জমি বেচবে, তাতে সিকি টাকাও উঠবে না।

নীরদ। কাকাবাবু, আপনি ধাপ্পাবাজ বুড়োর পাল্লায় পড়েছেন। ছোট মাসি কালও লিখেছেন তারিখ ঠিক করে ফেলতে।

রাজ। ওরে বাবা, রাজমোহন বোসকে ধাপ্পায় ভুলোবে, সে মানুষ আজও জন্মায় নি। অশোকস্তম্ভ-ছাপা ঝকঝকে নোট গুণে দিয়ে গেল, তবু বল ধাপ্পা? নোট গুণে নিয়ে তবে পাকা কথা দিয়েছি।

নিশি। ভারি তাজ্জব!

নীরদ। কনেটা দেখেছেন কাকাবাবু? আমার মাসতুতো বোনের পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না।

রাজ। সে আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়, ওদিকে—ওদিকে। সেখান থেকে পাস হয়ে তবে আমার কাছে এসেছে।

নীরদ। কিন্তু কর্তা আপনি। ছোট মাসীকে বলেকয়েও আরও না হয় দু-পাঁচশ'—

তমালবাসিনীর প্রবেশ।

তমাল। কি গো, ছেলে নীলামে চড়াচ্ছ ?

নিশি। আসুন মা। আমি বীরপুরের মানুষ, ছোট্ট বয়স থেকে দেখছি সেই মেয়েকে। মেয়ের রঙ কিন্তু ময়লা।

তমাল। মেয়ে ফরসা—দস্তুর-মত ফরসা।

প্রশান্তকে দেখা গেল ; দোরের কাছে, অলক্ষ্যে সে শুনছে।

নিশি। কী বলেন! তবে বোধ হয় মেয়ে দেখানোয় কোন চালাকি আছে।

তমাল। আমি বোকা নেই। চালাকি করে কেউ পার পাবে না।···ছোট্ট বয়সে বাপ হারিয়েছে, বিধবা মা আর ঠাকুরদা বুকে তুলে বড় করেছে। গ্রামের মানুষ এত পথ ভেঙে তাদের উপকার করতে এসেছেন ?···আর তুমিও চমৎকার! টাকাকড়ি গুণে নিয়ে বাক্সে তুলে এখন মজা করে আমার বাড়ির বউ, আমার নতুন কুটুম্বদের কুচ্ছো-কথা শুনছ ?

রাজ। ভদ্রলোকেরা বললে তো মুখ চেপে ধরতে পারি না।

তমাল। এরা ভদ্দর! আর তুমি এক ভদ্দর ছেলের বিয়েয় গুণে গুণে টাকা নিলে। ভদ্দরে ঘেন্না ধরে গেল বাবা! এই রকম পোড়া ভদ্দরের দল কবে যে নির্বংশ হবে পিরথিম থেকে!

নীরদ। (বিচলিত ভাবে) উঠি এখন কাকাবাবু।

রাজ। বরযাত্রী যেতে হবে আগে থেকে বলে রাখছি—

নীরদ। আজ্ঞে না। ভারি বেয়াড়া জায়গা। আমার জরুরি কাজ ঐ সময়···মানে, অসুখ—

নিশি। নমস্কার!

নিশি ও নীরদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রাজ। বনমালী, সব ঘুলিয়ে দিল। খাতা বন্ধ করো, রাত্তিরে বসে বসে দু-জনে ঠিক করব।

বনমালী। যে আজ্ঞে—

গদার প্রবেশ।

গদা। বাবু, মিস্ত্রিরা বলছে—ফটকের কাজ তো হয়ে গেল। সিংহ দুটোয় কি রঙ ধরানো হবে?

রাজ। বনমালী, পছন্দ করে দিয়ে এস। লাল রঙ—

বনমালী। যে আজ্ঞে!

তমাল। লাল নয়, সবুজ—

বনমালী। যে আজ্ঞে!

বনমালীর প্রস্থান।

রাজ। গিন্নি, তুমি বোকা। সিংহ বুঝি সবুজ হয়?

তমাল। সিংহ বুঝি লাল হয়?

গদা। একটায় লাল একটায় সবুজ দিতে বলে দেব বাবু?

রাজ। না, তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে দেখছি।

ধমক খেয়ে গদা চলে গেল। রাজমোহনও যাচ্ছিলেন, এমন সময় প্রশান্ত এল।

রাজ। কি রে প্রশান্ত, টাকাটা জমা দিয়ে এসেছিস?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, এই রসিদ—

প্রশান্ত ব্যাঙ্কের রসিদ দিল।

রাজ। যাক, আমি নিশ্চিন্ত।

রাজমোহনের প্রস্থান।

প্রশান্ত। মা, নীরদ আর বীরপুরের একটা লোক এখানে কেন এসেছিল বল তো?

তমাল। ভাংচি দিতে। ইতরের যে স্বভাব। আমি খুব শুনিয়ে দিলাম। নিজের চোখে দেখে এসেছি, সেই মেয়ে বলে কিনা ময়লা!

প্রশান্ত। আচ্ছা মা, কোন্ মেয়েটা দেখে এসেছ, ঠিক করে বল দিকি? মেয়ে তো দুটো ছিল।

তমাল। সেই যে লাল বেনারসি-পরা। এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

প্রশান্ত। সে কি? আসলটি ছিল তো পিছনে। একেবারে উল্টো পছন্দ করে বসে আছ?

তমাল। তাই নাকি? না না, চালাকি করছিস আমার সঙ্গে।

প্রশান্ত। হ্যাঁ মা, যে মেয়েটি চুপচাপ পিছনে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই হল গৌরী। উঃ, কী রকম বোকা তুমি মা!

তমাল। বোকা আমি?

প্রশান্ত। বাবা মিছে কথা বলেন না। তোমার বুদ্ধি নেই। নামটা অন্তত একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে হয়।

তমাল। বলিস কি?…একটু-আধটু দেখেছি পেছনের মেয়েটাকে—ময়লাই তো মনে হল রে! তাই তো, ময়লা মেয়ে বউ করে ঘরে তুলব কেমন করে?

প্রশান্ত। ময়লা হোক ফরসা হোক, এখন আর পিছানোর উপায় নেই মা। সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে—পাকাদেখা লগ্নপত্তোর অবধি সারা। ভদ্রলোকদের বেইজ্জত করবে কোন্ হিসাবে?

তমাল। কী মুশকিল!

প্রশান্ত। তোমারই বোকামি। তাঁদের দোষ নেই, তাঁরা তো ভুল মেয়ে দেখান নি। ছি-ছি, দুটো কথাবার্তা বলে দেখতে হয়! বাবা যখন শুনবেন—

তমাল। ওঁকে কিছু বলতে যাবিনে, খবরদার!…আচ্ছা, সত্যি করে বল্ তো বাবা, মেয়েটা কেমন? রঙে একটু চাপা হলেই কিছু আর খারাপ হয় না!

প্রশান্ত। আমি তো তাই বলি। মেয়ে তো গাদা গাদা দেখেছ মা, কিন্তু অমন শান্তশ্রী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে না।

তমাল। হ্যাঁ রে, পাঁড়াগাঁয়ের মেয়ে যখন—নিশ্চয় খুব সেবা-যত্ন করবে। কি মনে হয় তোর?

প্রশান্ত। রাতদিন অষ্টপ্রহর তোমায় খাটে বসিয়ে রাখবে, মেজেয় পা ছোঁয়াতে দেবে না। ভারি কাজের মেয়ে।…কটা মেয়েটা দেখেই তুমি মা একেবারে

গলে গেলে—চোখ তুলে দেখলে না পিছনে, দুটো কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলে না।

তমাল। কে বলে দেখি নি? আড়চোখে দেখেছি তাকিয়ে তাকিয়ে। পছন্দ করলাম তো পিছনের ঐটিকে। কেমন নরম-শরম ভাব, লজ্জায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে। একটা দুটো কথা বলল—কী মিষ্টি! আগের মেয়েটা তো হঠহঠ করে এগিয়ে এল, মুখে খই ফোটে। মা গো, বিয়ের কনে নয়—যেন লড়াইয়ের সওয়ার!

প্রশান্ত। তবে ঐ যা একটু খুঁত, রঙ ময়লা—

তমাল। ওঃ, তুই বা কোন্ নবকার্তিক রে! নিজের চেহারা আয়না ধরে দেখেছিস?

প্রশান্ত। তা হলে মা—

তমাল। কোন রকম টু শব্দ করবি না এ নিয়ে। খবরদার! অনেক দিন ধরে বিলিয়ার্ড-টেবিলের কথা বলছিস—দেব তাই, আমার টাকায় কিনে দেব।

প্রশান্ত। আর তানপুরো?

তমাল। সেটা ওঁর কাছ থেকে। এত টাকা কষে নিলেন, দেবেন না-ই বা কেন?

প্রশান্ত। আর একটা কথা মা। বন্ধুরা বরযাত্রী যাবে—তারা আলাদা হয়ে যেতে চায়। আলাদা নৌকো, রেলের আলাদা কামরা—কর্তাদের মধ্যে বসে যাবে না।

[এমন সময় রাজমোহনের গলা শোনা গেল—ওগো!]

প্রশান্ত বলতে বলতে থেমে গেল। রাজমোহন প্রবেশ করলেন।

রাজ কি বলছে?

তমাল। কতদিন থেকে একটা তানপুরো চাইছে—

রাজ। তানপুরো বাজিয়ে বিয়ে করতে যাবি নাকি?

তমাল। তা অত টাকা নিলে—ছেলে একটা বায়না ধরেছে, আমি তো বিলিয়ার্ড-টেবিল দিচ্ছি।

রাজ। দেব তানপুরো! মঞ্জুর। মন দিয়ে বিয়ের কাজে লেগে যা। আর বায়নাক্কা করবিনে।

মনের স্ফূর্তিতে প্রশান্ত বাপ-মায়ের পায়ে ঢিবঢিব করে প্রণাম করে চলে গেল।

রাজ। কায়দায় পেয়ে সবাই বাগিয়ে নিচ্ছে। দে ব্রাদার্স ডেকরেটার্স চেয়ে বসল চার-শ টাকা। তাদের বদলে সুর কোম্পানিকে দিলাম। আড়াইশ'য় হয়ে গেল। বরের বেলা তো বদলাবদলি চলবে না! নিয়ে নে তানপুরো, উপায় কি?

তমাল। নৌকো দু-খানা করতে হবে, আমায় বলে গেল। একটায় আত্মীয়-কুটুম্ব-মুরুব্বিরা। আর একটায় ছেলে, তার বন্ধুবান্ধব—

রাজ। তার মানে, গুরুজনদের সামনে সিগারেট ফুঁকবার অসুবিধা হবে। বেশ, হল তাই। দু-খানা নৌকো—

তমাল। ছাতে ত্রিপল দিচ্ছ, দাও। উঠোনে কিন্তু সামিয়ানা চাই। চারিদিকে সুন্দর ঝালর থাকবে, সেই সেকালে আমাদের বিয়ের যেমন করেছিল—

বনমালী ঢুকল।

রাজ। বেশ, মঞ্জুর—

তমাল। ফুলশয্যার দিন আত্মীয়-কুটুম্ব আর পাড়াটা খাইয়ে দেবো। আর, বউভাতের দিন—

রাজ। দু-দিন কেন? ভোজ তো এক দিনই হয়ে থাকে। বনমালী, ক'দিন?

বনমালী। আজ্ঞে, এক দিন—

তমাল। না, দু-দিন—

তমালবাসিনী বনমালীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন।

বনমালী। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-দিন—

তমাল। তারপরে ধরো, বউ বাড়ি এসে যখন নামল—মুখ দেখব আমি কঙ্কণ দিয়ে।

রাজ। উঁহু, আংটি দিয়ে। কঙ্কণ পরা হাল-ফ্যাসানে উঠে গেছে।

তমাল। কিচ্ছু ওঠেনি। আমার একটা বউ—আমি জড়োয়া কঙ্কণ দিয়ে আশীর্বাদ করব। সরকার মশায়!

বনমালী। আজ্ঞে—

তমাল। নতুন ডিজাইনের জড়োয়া কঙ্কণ গড়তে দেব। এক্ষুণি স্যাকরা ডাকুন।

বনমালী। যে আজ্ঞে—

রাজ। তা জড়োয়ার কি দরকার ?

তমাল। হ্যাঁ, জড়োয়া—হীরেমুক্তো বসানো—

তমালবাসিনী চলে গেলেন।

রাজ। বনমালী, এ যে ফতুর হবার জোগাড়!

বনমালী। হরে-দরে ঐ দশ-আনা ছ-আনা—

রাজ। দশ-আনা ছ-আনা মানে ?

বনমালী। আজ্ঞে, দশ-আনা ওদের, ছ-আনা আপনার। তার বেশি পড়তায় আসে না স্যার—

পর্দা।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য

শিবনাথের বাহির-বাড়ি। উঠানে সামিয়ানা খাটানো। গেটের ধারে কলাগাছ, পূর্ণ কুম্ভ। ভাঙা বাড়ির চেহারা পালটেছে—ইট বের-করা দেয়ালে লাল-নীল কাগজ আঁটা। ঢোল-কাঁশি-সানাই তুমুল শব্দে বাজছে। লোকজনের আনাগোনা। শিবনাথ উল্লাসে আজ পাগলের মতো। ঢুলিদের মধ্যে চলে এলেন একবার। তালে তালে নাচেন, আর ছড়া কাটেন।

শিব। কালকে ছিল অধিবাস, আজ গৌরীর বিয়ে।
শিবুঠাকুর নৃত্য করেন ধুচনি মাথায় দিয়ে ॥

এক দল মেয়ে-বউ অন্দরের দিক থেকে জল সইতে বেরিয়ে এল। মাথায় বরণকুলো কাঁখে কলসি, হাতে ঘটি। শিবনাথের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করছে কমবয়সি ক'টি মেয়ে। গেট পার হয়ে তারা চলে গেল। ঢুলিরা তাদের পিছনে পিছনে গেল। গৌরীর আজ অপরূপ সাজ—চন্দন-আঁকা মুখ, লাল চেলি-পরা, সোনার গয়না ঝিকমিক করছে। সকৌতুক সে শিবনাথের কাণ্ড দেখছিল। শিবনাথ তাকে দেখতে পেয়ে হাত ধরে উঠানে আনলেন।

শিব। আহা-হা, মুখ যে শুকিয়ে গেছে! বউমা, অ বউমা, শোন, একটু দুধ খেতে দাও। আমি বলছি বউমা, কোন দোষ হবে না।

ডাক শুনে সুরবালা এলেন। কাদম্বিনী ও সুধা বলে একটা মেয়ে এইদিক দিয়ে যাচ্ছিল, তারাও এল।

সুর। (কাদম্বিনীকে) দেব ঠাকুরঝি? দিই একটু গরম দুধ? বাবা বলছেন।

কাদ। না বউ, ক্ষেপেছ? চিরজন্মের একটা দিন। মায়ায় পড়ে বিধি-নিয়ম ভাঙতে যেও না। কিসে কি হয়, কে বলতে পারে? এই আমরা যেমন কপাল পুড়িয়ে বসে আছি।

গৌরী। আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না দাদু।

সুধা। (চুপি চুপি) অনেক খাওয়া হবে কিনা বাসরঘরে!

গৌরী। (কিল তুলে) এই-ও, অসভ্য কোথাকার—

একটা মেয়ে চিত্র-করা পিঁড়ি নিয়ে এল বাইরের দিক থেকে ; সুধা পিঁড়ি হাতে নিয়ে তারিপ করে।

সুধা। খাসা এঁকেছে তো! ঠিক যেন এক শ্বেতপদ্ম।

শিবনাথ পিঁড়ি নিয়ে মাটিতে রাখলেন।

শিব। আয় দিদি, ওঠ্ একবার পিঁড়ির উপর—পদ্মের উপর কমল-কামিনী হয়ে দাঁড়া। দেখি আমি, দু-চোখ ভরে দেখি।

কাদ। বাবা, তুমি যে পাগল হয়ে গেলে—

শিব। ওরে কাদু, মনে পড়ে গোপাল যে দিন চোখ বুজল? কত বছর হয়ে গেল—তাবপরে বাজনা বেজেছে কোনদিন এ বাড়ি? এত মানুষ এসেছে, এত আলো জ্বলেছে?

কাদম্বিনী ও সুরবালা আঁচলে চোখ মুছলেন।

আজ আমার কি আনন্দ, সে তোবা বুঝবিনে। নে দিদি, নে—পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে পড্, আমিও তোর পাশে দাঁড়াই একটুখানি। সোনার বর এসে পড়লে তখন তো আর ঘেঁসতে দিবিনে—

গৌরী। না, অমন করলে আমি দাঁড়াব না কিছুতে।

গৌরী সরে গেল।

সুর। এই গৌরী, কি হয়েছে—আয় না! বাবার সাধ হয়েছে—লজ্জা কার কাছে? বাবা বলছেন—একবার এসে দাঁড়া। এস ঠাকুরঝি, আমরা থাকতে হবে না।

সুরবালা কাদম্বিনীকে নিয়ে চলে গেলেন।

শিব। নে, ওরা চলে গেছে।

গৌরী লজ্জিত মুখে ধীরে ধীরে পিঁড়ির উপর দাঁড়াল।

শিব। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি এ-পাশে, কি বল? মেয়েরা তাড়াতাড়ি রীতকর্মগুলো সেরে ফেল্। উলু দে, শাঁখ বাজা।

বুড়া নিজেই উলু দিচ্ছেন।

গৌরী। আঃ, দাছ্ যেন কী!

গৌরী ছুটে পালাল।

শিব। ওরে বউ পালাচ্ছে, বউ পালাচ্ছে, ধর্—

ভুবন প্রবেশ করলেন।

ভুবন। কার বউ পালাচ্ছে গো? কার বউ?

শিব। এই যে ভুবন এসে পড়েছ। এসো, এসো।···গৌরীর আমাদের ভারি লজ্জা! পাশে দাঁড়িয়েছি তো ছুটে পালিয়ে গেল।

ভুবন। বিয়ের কনে, লজ্জা তো হবেই—

শিব। কই, বিভা এসে পৌঁছল না এখনো?

ভুবন। আসে কি করে? আজকে অবধি একজামিন চলল। মন তার এখানে পড়ে আছে। লিখেছে, ভোর নাগাত তার মামাকে নিয়ে এসে পড়বে।

শিব। তার আমোদ বেশি সকলের চেয়ে—তারই বিয়েটা দেখা হল না।

ভুবন। কী আর হবে, বাসিবিয়ে দেখবে।

শিব। কি জান ভুবন, বিভা থাকলে গৌরীর বড় আহ্লাদ হয়।···বলতে গেলে, সে-ই তো সব করল!

ভুবন। শুনুন, আমার কম্পাউণ্ডার কলকাতা থেকে ফিরছিল—"সে দেখে এল, বর-বরযাত্রীরা বামনঘাটায় পৌঁছে গেছে, রান্নাবান্না করছে। এ হল বিকেলবেলার কথা—

ট্যাকঘড়ি বের করে দেখলেন।

এইবার এসে পড়বে, আর দেরি নেই। প্রথম লগ্নেই বিয়ে হয়ে যাক।

সাতকড়ির প্রবেশ।

সাত। সেই ভাল, মেয়েরা আমোদ-আহ্লাদ করতে পারবে। রাত বেশি হয়ে গেলে অসুবিধে হয়।

শিব। মশাল-টশাল ঠিক আছে, ও সাতকড়ি ?

সাতকড়ি। সব ঠিক আছে। আপনি কিছু ভাববেন না কর্তামশাই। আমরা যখন আছি, চোখ বুজে বসে থাকুন। আচ্ছা, বরযাত্রী কতজন আসবে বলে মনে করেন ? সেই হিসেবে জায়গা হবে কিনা !—নিশি-দা জিজ্ঞেস করছে।

শিবনাথ। বেশি নয়। রাজমোহন বাবু বললেন, বিস্তর খরচ—পনের-কুড়ির বেশি রাহাখরচ দিয়ে এতদূর আনবেন না।

সাতকড়ি। ভালই হয়েছে। এই এঁদো বাড়ি আর জংলি গ্রাম দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে তাঁদের।

শিবনাথ। তা যা বলেছ ! মস্ত বড়লোক তাঁরা। মস্তবড় বাড়ি, মস্ত গাড়ি, লোকজন, দারোয়ান-গোমস্তা, চারিদিক গমগম করছে—

সাতকড়ি। আমায় একবার সঙ্গে করে কুটুমবাড়ি নিয়ে যাবেন কর্তামশাই—কলকাতাটা দেখে আসব। শুনেছি, আজব শহর—পাড়াগাঁয়ের লোকেরা সেখানে গেলেই গাড়ি চাপা পড়ে।

ভুবন। কে বলল এ সব কথা ?

সাতকড়ি। নিশি-দা।

শিবনাথ। (হেসে) তাই অমনি বিশ্বাস করলে সাতকড়ি ? গৌরীর বিয়েটা হয়ে যাক—তারপরে তোমায় দেখিয়ে আনব, কোথায় আমার দিদি গিয়েছে !

কোমরে গামছা-জড়ানো, গায়ে ফতুয়া, নিশি হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল।

নিশি। বাঃ ! বাঃ ! বরযাত্রী কত হবে, তোমায় তাড়াতাড়ি জেনে যেতে বললাম সাতকড়ি, তুমি দিব্যি আড্ডা জমিয়ে বসেছ।

সাতকড়ি। না না, আড্ডা কোথায়? কর্তাবাবুর সঙ্গে তো সেই সব কথাই—

সাতকড়ি ও শিবনাথ অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন।

নিশি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে কত ঘণ্টা লাগে? সবাই ফাঁক কাটিয়ে বেড়াবে তো একলা আমি কত দিক সামলাই?

শিবনাথ। না না, তুমি যাও সাতকড়ি। যাও—

নিশি। বরযাত্রী এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের উঠানে বসিয়ে দেব। সাতকড়ি পাতাটাতাগুলো করে ফেলুক ততক্ষণ। আপনারা এদিকে দেখাশুনো করুন। আর, বিনোদকে ঠাকুরদের রান্নার কাছে রেখে দিয়েছি। বেটারা বিষম চোর—

শিবনাথ ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। নিশি প্রস্থানোদ্যত।

সাতকড়ি। তুমি কোথায় রইলে মল্লিক-দা?

নিশি। আমি ভাঁড়ারে। না হলে জিনিসপত্র সমস্ত সরে যাবে।

সাতকড়ি। আচ্ছা, আমি যদি ভাঁড়ারে থাকি, আর তুমি যদি ভোজের দিকটা দেখ—

নিশি। চুপ কর! তা হলে আর লোক খাওয়াতে হবে না।

নিশি ও সাতকড়ি চলে গেল।

ভুবন। নিশি কি করছে এখানে?

শিবনাথ। না ভুবন, নিশি খুব খাটছে। সকাল থেকে ভাঁড়ার আগলানো, লোকজন খাওয়ানো একা-একা সব করছে। বুঝতেই পারছ, লোকবল বড্ড কম—নিশি, সাতকড়ি, বিনোদ এরাই যা ভরসা।

ভুবন। তা তো বটেই!

[নেপথ্যে গোবিন্দ—এই যে, এই দিকে, এই দিকে। আসুন বড়বাবু—]

ভুবন ও শিবনাথ এগিয়ে গেলেন। রাজমোহন, গদা ও দশ-বারো জন বরযাত্রী প্রবেশ করল। শিবনাথ ও ভুবন বরযাত্রীদের "আসুন" "আসুন" বলে আহ্বান করলেন। তাঁরাও আসন নিতে যাচ্ছেন, এমন সময় নিশি প্রবেশ করল।

নিশি। এখানে আর বসানো কেন? ওদিকে পাতা তৈরি—একেবারে পাতায় গিয়ে বসলেই তো হয়।

রাজমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। খাওয়াদাওয়া সেরে নাও তোমরা—

নিশি বরযাত্রীদের নিয়ে চলে গেল।

ভুবন। বসুন বোসজা মশাই। (রাজমোহন বসলেন) বর আসে নি?

শিবনাথ। আর সব কখন আসবে?

রাজমোহন। আসছে, এসে পড়ল বলে। বর আর বরের বন্ধুরা পিছনের নৌকোয়। আমাদের বড় পানসি, সময় লাগবে বলে আগে ছেড়েছি। ছেলেছোকরার কাণ্ড—বুঝলেন না? তাস পিটছে, হারমোনিয়াম প্যাঁ-পোঁ করছে, সিগারেট ফুঁকছে, হেলেদুলে আসা হচ্ছে।

ভুবন। তা গোবিন্দ, তুমি বরের সঙ্গে এলে না কেন?

গোবিন্দ। আমি না হলে বড়বাবুকে রাস্তা দেখিয়ে আনে কে? ঘাট পর্যন্ত অবশ্য ঠিকই আসতেন—তারপর?

রাজমোহন। খুব জায়গায় আপনাদের বাড়ি মশাই। উঃ, এমন অজ পাড়াগাঁ জন্মে দেখি নি। নেহাৎ ছেলেটা আর গিন্নি ঝুঁকে পড়লেন, তাই। নইলে এদেশে মানুষ আসে!

গোবিন্দ। তা বড়বাবু, আপনার কোন দিক দিয়ে তো লোকসান হয় নি। যা চেয়েছিলেন, ষোলআনা কড়ায়-গণ্ডায়—

রাজমোহন। তুমি চুপ কর। ঘটক-বিদেয় নেবার ফিকিরে ছেলেটার মাথা খেয়েছ।

গোবিন্দ। হেঁ-হেঁ-হেঁ—আজ্ঞে, আমাদের যে ব্যবসা তাই করছি। দু-হাত এক হয়ে গেলেই আমার পাওনাটা যেন পাই।

রাজমোহন। দাঁড়াও, শুভকাজ চুকে যাক, ছেলে-বউ ঘরে তুলি—তারপর। গোবিন্দ, দেখ না একটু এগিয়ে, বরের নৌকো আসছে কি না?

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

গোবিন্দর প্রস্থান।

ভুবন। (ঘড়ি দেখলেন) প্রথম লগ্নে মিটে গেলেই ভাল। তার খুব বেশি দেরি তো নেই।

রাজ। আভ্যুতিক হয়েছে?

ভুবন। আপনারা না এসে পৌঁছলে—

রাজ। এসে তো গেছি। আভ্যুতিকে বসিয়ে দিন। এদিকে সব হয়ে থাকুক, আসা মাত্তোর সম্প্রদান শুরু হবে।

ভুবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বসিয়ে দিন কর্তামশায়। সেই ব্যবস্থা করুন তবে। পুরুত ঠাকুরকে বলুন।

শিবনাথ ভিতরে গেলেন।

রাজ। এতক্ষণে তো এসে পড়া উচিত। বুঝলেন মশায়, টেড়ি-কাটা সিগারেট-ফোঁকা ঐ যে একদল ছোকরা হয়েছে—তাদের যদি একটু দায়িত্বজ্ঞান থাকে! প্রশান্ত খপ্পরে পড়ে গেছে, কি করবে? আমার ভুল হল, প্রশান্তকে আমাদের পানসিতে টেনে নেওয়া উচিত ছিল, তারপরে যত রাত খুশি টহল দিয়ে বেড়াক ওরা।

ভুবন। ব্যস্ত হবেন না, সময় আছে এখনো।

রাজ। নিতান্ত এ লগ্নে না হয়, আরও দুটো লগ্ন আছে এর পরে। উতলা হবার কিছু নেই।

ভুবন। না-না, উতলা কেন হব? আরও তো দুটো লগ্ন—

ভুলোর মা এল।

ভুলোর মা। ডাক্তার বাবু, ভিতরে আসুন। বেহাই মশায়কে নিয়ে আসুন। আভ্যুতিকে বসছে, কনে আশীর্বাদ করে যান।

ভুলোর মা'র সঙ্গে ভুবন ও রাজমোহন ভিতরে গেলেন।

* *

নিশির দুই ছেলে ন্যাড়া ও গ্যাঁড়া এবং দুই মেয়ে খেঁদি ও দুলি প্রবেশ করল। খেঁদি "বাবা" বলে ডেকে ভিতর দিকে যাচ্ছিল—নিশি বেরিয়ে এল।

খেঁদি। বাবা!

নিশি। ইস, দেরি করে ফেললি। চার জনে তোরা এলি, মণ্টু-ঝণ্টুর কি হল?

খেঁদি। মণ্টু জ্বরে হাঁসফাঁস করছে। ঝণ্টুর ফোড়া টাটাচ্ছে।

নিশি। আচ্ছা, দাঁড়া তোরা। সদর-দরজায় এমন করে দাঁড়াসনে, গাছের ঐ দিকটায় যা। ন্যাড়া গ্যাঁড়া, পাত্তোর নিয়ে আসতে বলেছিলাম তোদের—

ন্যাড়া। গামছা এনেছি বাবা—

গ্যাঁড়া। আমি এই হাঁড়ি। আর কিছু পাওয়া গেল না।

নিশি। আচ্ছা। হাঁড়িই সই—

নিশি গামছা ও হাঁড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকল। পরক্ষণে গামছায় বাঁধা খাবার ও হাঁড়ি ভরত্তি লুচি নিয়ে এলো।

নিশি। চলে যা। ছোট্। কাল-পরশু দু-দিন ধরে সকলে খাওয়া যাবে। চট করে বাড়িতে রেখে ভোজে এসে বসে পড়্। খেঁদি-দুলি, তোরা কি করবি—তোরা দাঁড়িয়ে যা একটু—

ন্যাড়া-গ্যাঁড়া ফটক দিয়ে ছুটে বেরুল। নিশি ভিতর থেকে চাঙারিতে করে নানান জিনিস নিয়ে এল।

নিশি। মাছ-ভাজা। দেখিস কি—পাঁচ-সাতখানা ঢুকিয়ে দে একসঙ্গে। এই রসগোল্লা···চালান কর্, চালান কর্—

খেঁদি। মাছ রসগোল্লা একসঙ্গে খাই কি করে?

নিশি। যাবে তো এক জায়গায়। শিগগির, শিগগির। কে কোন দিক দিয়ে এসে পড়বে। গিলে ফেল্। ভগবান গলায় নলিও দেয় নি

শুয়োরের বাচ্চাদের!···দই চুমুক দে। এই দেখ, সারা মুখে মেখে ফেলেছে। মোছ, মুছে ফেল্—

খেঁদি। বাবা বিয়ে কখন?

নিশি। বর এসে পৌছয় নি এখনো। বাড়ি চলে যা, ঝণ্টু-মণ্টু রয়েছে।

ছুলি। বিয়ে দেখব বাবা।

নিশি। বিয়ের আবার কি দেখবার আছে? বিয়েবাড়ির আসল হল খাওয়া। সে তো হয়ে গেল। যা, শিগগির চলে যা—

খেঁদি। আবার আসব। বাজি পুড়বে। উলু শুনলে চলে আসব বাবা—

খেঁদি ও ছুলির প্রস্থান।

* *

---

* * যুগল-তারকার অন্তবর্তী অংশ রঙমহল-মঞ্চে অভিনীত হয় না। তার বদলে নিম্নলিখিত রূপ অভিনয় হয়:—

সাতকড়ি ও নিশির প্রবেশ—নিশির হাতে কলাপাতায় ঢাকা ছুটো মালসা।

নিশি। সাতকড়ি, যাও—এ ছুটো আগে আমার বাড়ি দিয়ে এস। ছেলে-পুলেরা খায় নি ভাল করে।

সাতকড়ি। খায় নি কি বলছ? আমি নিজের হাতে তোমার চার ছেলে, ছুই মেয়েকে ঠেসে খাইয়ে দিয়েছি।

নিশি। বাজে বকো না। যা খেয়েছে—অর্ধেক রাত্তিরে উঠে আবার চেঁচাবে। তখন দেখবে তুমি? আজ সারারাত তো আমার বাড়ি যাওয়া হবে না।—নাও।

সাতকড়ি বিরক্তভাবে মালসা ছুটো নিয়ে চলে গেল।

নিশি কটক অবধি গিয়ে সন্তর্পণে দেখে এল, সাতকড়ি ঠিক যাচ্ছে কিনা।

ভুলোর মা এসে দাঁড়াল।

ভুলোর মা। হ্যাগা মল্লিক মশাই, তোমার আক্কেলটা কি? ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে এখানে চলে এলে? ওদিকে মিষ্টির জন্যে লোকে হাঁ করে বসে আছে। পিসিমা চাবিটা চাইলেন,—দাও।

নিশি। এই নাও। (ট্যাঁক থেকে চাবি বের করে দিল) ভাঁড়ার হাট করে রাখলে কাজের বাড়ি এতক্ষণে কিছু থাকত? সব পাচার হয়ে যেত।

ভুলোর মার প্রস্থান।

মদন পাগলার প্রবেশ।

মদন। কর্তাবাবু, কর্তাবাবু!

নিশি। এই মরেছে! তুই এখানে কি করতে এলি? এখন যা। যা এখান থেকে।

মদন। কেন যাব? এ কি তোমার বাড়ি? কর্তামশায়ের বাড়ি।

নিশি। জানিস, এখন আমি এ বাড়ির কর্তা—

মদন। কর্তা না হাতী!

নিশি। দেখ্, পাগলামির সময়-অসময় আছে—ভাল চাস্ তো মানে মানে সরে পড়্।

মদন। তুমি থামঃ! তোমার কাছে কি আমি টাকা ধারি যে, যা বলবে আমি তাই শুনব? আমি সাতকড়িও নই, নকড়িও নই—আমি কানাকড়ি। হ্যাঁ—হ্যাঁ বাবা, খেয়ে যাব।

নিশি। কি বললি তুই? অ্যাঁ—খেয়ে যাবি?

মদন। হ্যাঁ—তুমি যেমন তিন-তিনটে বউকে খেয়েছ, তেমনি তোমার হাড় খাব, মাস খাব, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব। আমায় চেন না, আমি মদন—হ্যাঁ—

ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইল।

নিশি। বেরো, বেরো এখান থেকে। বিয়েবাড়ি এসেছে পাগলামি কয়তে!

মদন। (চিৎকার করে) না—যাব না—কিছুতেই নয়।···এসো, এসো না গায়ে হাত দিতে, হাত কামড়ে ছিঁড়ে নেব—

শিবনাথ দ্রুত প্রবেশ করলেন।

শিবনাথ। কি, হয়েছে কি?

নিশি। দেখুন না, খাবার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে ছুটে এসেছে। বলছি, কাল সকালে আসিস—তা নয়, আমায় মারতে এল।

নিশির প্রস্থান।

শিবনাথ। না না, তুই এখানে বোস মদন। বরযাত্রীদের খাওয়াটা হয়ে গেলেই তোকে আমি দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াব।

রাজমোহন ও ভুবন ভিতর থেকে এসে দাঁড়ালেন।

রাজমোহন। তাই তো, এখনো এল না? বড় ভাবনার কথা!

শিবনাথ। সত্যি, মনটা বড্ড অস্থির হচ্ছে। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছি না।

রাজমোহন। (রাগত ভাবে) প্রশান্তর ঐ যে কতকগুলো বন্ধু জুটেছে, একের নম্বরের সব ফক্কড়। ধরে ধরে আষ্টেপিষ্টে চাবকাতে হয়। দু-হাঁড়ি খিচুড়ি গিলে তারপরে কাঁদি কাঁদি ডাব পাড়িয়েছে। বলে, আপনারা এগোন, আমরা ডাব খেয়ে যাচ্ছি। ডাব, গুষ্টির মাথা খাচ্ছে!

গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। ঘাটে তো কোন নৌকোর চিহ্ন দেখতে পেলাম না বাবু!

রাজমোহন। আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

* *

ভুবন। বসে থাকা যাচ্ছে না। ঘাটে আপনাদের নৌকো আছে তো—চলুন খানিকটা এগিয়ে দেখি।

রাজমোহন। তাই চলুন—

* *

* * যুগল-তারকার অন্তবর্তী কথা ক'টির জায়গায় রঙমহল-মঞ্চে নিম্নোক্ত রূপ অভিনয় হয় :—

নীরদের প্রবেশ।

নীরদ। এই যে কাকাবাবু—

রাজমোহন। কে, নীরদ? তুমি যে আসতে পারবে না, সেদিন বললে?

নীরদ। আজ্ঞে, তাই বলেছিলাম বটে! তারপরে মনে হল, বিয়েয় না এলে প্রশান্ত বড্ড দুঃখ করবে।

রাজমোহন। কিন্তু প্রশান্তর তো এখনো দেখা নেই। তারা আলাদা নৌকোয় আসছিল, এখনও এসে পৌঁছল না।

নীরদ। তাই তো, বড় ভাবনার কথা!

রাজমোহন। তুমি আসবার পথে তাদের দেখতে পাও নি?

নীরদ। না, আমি এসেছি সকালবেলা। এখানে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁর বাড়ি এসে উঠেছি।

শিবনাথ। মাথায় আমার যেন বজ্রাঘাত হয়েছে! কি করব, ভাবতে পারছিনে।

নীরদ। আর লগ্ন নেই?

শিবনাথ। হ্যাঁ, মাঝের লগ্ন পড়ে গেছে। এর পরে আরও একটা আছে—শেষ লগ্ন।

নীরদ। তবে ভাবনার কি আছে? এর ভিতর ঠিক এসে পড়বে।

ভুবন। বসে থাকা যাচ্ছে না। আমরাও চলুন, খানিক এগিয়ে দেখে আসি—

রাজমোহন। তাই চলুন। নীরদ আসবে নাকি?

নীরদ। আজ্ঞে, আমি সেই আত্মীয়ের বাড়ি একটু ঘুরে তারপর ঘাটের দিকে যাব।

শিবনাথ ও মদন ছাড়া সকলে চলে গেল। শিবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বারান্দায় বসে পড়লেন। মদন ধীরে ধীরে উঠল।

মদন। কর্তাবাবু, কর্তাবাবু!

শিবনাথ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন।

মদন। কর্তাবাবু!

শিবনাথ। (চমকে উঠে) কে, মদন? ও-হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম, তোকে খেতে দিতে হবে (উঠবার উপক্রম করলেন)।

মদন। না—না কর্তাবাবু, আমি এখন খাব না। বর আসুক, তারপরে—

মঞ্চ ঘুরল।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

সেই কামরা। আভ্যুদায়িক হয়ে গেছে, বরণপিঁড়িতে গৌরী বসে। পুরোহিত, সুরবালা এবং সুধা, লীলা প্রভৃতি কয়েকটি মেয়ে।

পুরোহত। আভ্যুতিক হল বিয়ের অর্ধেক। অর্ধেক বিয়ে হয়ে গেছে, জান মা? বাকি এখন সাত পাক ঘুরিয়ে দুটো ফুল ফেলে কন্যা-সম্প্রদান। বিধির বিধান, এতকাল খাইয়ে পরিয়ে শেষটায় পরঘরি করে দেওয়া!…কিন্তু বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে—

সুর। সেই তো ভাবনা। আমি যাই, দেখি ওদিকে কদ্দূর কি হল।

সুরবালা চলে গেলেন।

পুরোহিত। এ লগ্নেও হবে বলে তো মনে হয় না। শেষ লগ্নে—যা বুঝছি। আমি গড়িয়ে নিইগে একটু। কনেই বা ঠায় বসে থাকবে কেন? দেরি আছে, ঘুমিয়ে নাও গো মা ততক্ষণ।

পুরোহিত হাই তুলে চলে গেলেন।

সুধা। ঘুমুতে বলে গেলেন, বুড়োমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে! ঘুম কি আসে আজ?

গৌরী। না, আসে না! হাঙ্গামা মিটিয়ে বাসরে একবার যেতে পারলে হয়।

সুধা। যা-যা, বকাসনে। বিয়ে যেন আমাদের হয় নি! আজ বলে নয়, ঘুমের দফা রফা এবার থেকে। সে ঘুমুতে দেবে না, তুইও ঘুমুবিনে। তারপর সারাদিন ধরে ঢুলবি, আর লোক হাসাবি।

গৌরী। আচ্ছা, দেখিস, দেখিস—

লীলা। ও ভাই, আমিও বলেছিলাম। বাসরে গিয়েই ঢুলে ঢুলে পড়ছি। বড়দি বললেন, সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে, ক্ষমা দে তোরা এখন। মেয়ে-বউগুলো চলে গেল, ভদ্দরলোক উঠে তো দুয়ারে খিল দিল। তার পরে—না, আর বলব না, লজ্জা করছে।

গৌরী। বল্, বল্—

সুধা। বল্ - শুনে নিক, শিখে নিক।

এক বর্ষীয়সী মহিলা—রজনীর প্রবেশ।

রজনী। চললাম বাছারা। বড্ড রাত্তির হয়ে গেল, গৌরীর বর আর দেখে যেতে পারলাম না।

সুধা। আর একটু থেকে যাও না মাসি—

রজনী। না, আজ চলি। ছেলেমেয়েগুলো ঘুমে ঢুলছে। আসি গৌরী। কাল সকালে না হয় একবার—

রজনীর প্রস্থান।

লীলা। দেখ্, গৌরী, একটা কথা তোকে বলে দিচ্ছি। বর পেয়ে আদরে গলে গলে পড়বিনে। খবরদার! খুব কড়া রকম ধাতানি দিবি।

গৌরী। আমি তা পারব না লীলা—

লীলা। পারবি নে? টের পাবি তা হলে। বর আর বাঁদর নাই পেলে কাঁধে চড়ে বসে।

গৌরী। (হাতজোড় করে প্রণাম করল) দেবতা, দয়াল ঠাকুর! ও-সব খারাপ উপমা কখনো দিবিনে লীলা। জানিস, মন্দিরে গিয়ে আমি আজকাল শ্যামসুন্দরের মূর্তি দেখতে পাইনে, উনিই ঠাকুর হয়ে চোখের সামনে ভাসেন। কত দয়া, কত দরদ! দেবতারও অত দয়া হয় না।

সুধা। মর্ তবে তুই। ভোগান্তি আছে কপালে।

গৌরী। সত্যি ভাই, মরতে চাই আমি ঐ দেবতার পায়ের নিচে। মরেও তৃপ্তি! ঠিক কথা বলেছিস সুধা, ঘুম কি আসে? তিনি আসছেন— যত রাত্রেই আসুন, এই বরণপিঁড়ির উপর আমি জেগে বসে থাকব। এই পিঁড়ি বয়ে নিয়ে যাবে উঠানে, সাত পাক ঘুরিয়ে রেখে দেবে তাঁর পাশে। আমার কত সাধের রাত, কত স্বপ্নের রাত আজকে!

গৌরী চোখ বুজল, ধ্যানস্তব্ধ মূর্তি।

মঞ্চ ঘুরল।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির-বাড়ি।

শিবনাথ বারান্দায় চুপ করে বসে আছেন। মদন এক পাশে। চিত্র-করা পিঁড়ি, আসন ও ঘটি হাতে ভুলোর মা'র প্রবেশ।

ভুলোর মা। কর্তাবাবু, পুরুতঠাকুর তো শুয়ে পড়লেন। বললেন, বিয়ের সব গোছগাছ করে রাখ—বর এলেই সম্প্রদান হবে। বর তো এখনো আসে না।

শিবনাথ। কি জানি, কেন আসছে না এখনো। বিষম ভাবনার কথা হল ভুলোর মা।

ভুলোর মা। তা বরের বাপ কি বলেন?

বিনোদ প্রবেশ করল।

শিবনাথ। বরের বাপ আর কি বলবেন? তিনিও ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুজি করছেন।

বিনোদ। কর্তামশাই, গতিক সুবিধের নয়। আমার মনে হয়, খুঁজতে যাবার অছিলায় বরের বাপ বোধ হয় সরে পড়ল।

ভুলোর মা উঠানে জল ছিটিয়ে কনের পিঁড়ি ও পুরুতের আসন পেতে দিয়ে চলে গেল।

শিবনাথ। না না, ভুবন রয়েছে সঙ্গে···আচ্ছা বিনোদ, বামনঘাটা থেকে এখানে আসতে তো এত দেরি হয় না! রাস্তা ভুল করল নাকি?

বিনোদ। ভুল করবে কি করে? দাঁড়ি-মাঝিরা ঠিক নিয়ে আসবে।

শিবনাথ।। তা-ও তো বটে! (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমার মাথায় গোলমাল লেগে যাচ্ছে বিনোদ।

শিবনাথ ভিতরের দিকে গেলেন।

বিনোদ। উঃ, গা ছমছম করে—এই নাকি বিয়েবাড়ি! আমি পইপই করে বলেছিলাম—আগেভাগে খাইয়ে দিও না, খাওয়ার পিত্যেশে মানুষজন তবু বসে গুলতানি করবে!···বরযাত্রীগুলো কেমন নিশ্চিন্দি হয়ে মোষের মতন নাক ডাকছে—

বারান্দায় উঠে ঘরের সামনে চিৎকার করে ডাকছে :

বিনোদ। ও মশাইরা, খেয়েদেয়ে কষে তো ঘুম দিচ্ছেন! উঠুন, উঠে পড়ুন সব। প্রথম লগ্নে হল না, পরের লগ্নও শেষ হয়ে যায়—বর আসছে না কেন এখনো?

ডাকাডাকিতে বরযাত্রীরা ঘুম-চোখে বেরিয়ে এল।

প্রথম বরযাত্রী। কি বলছেন? আচমকা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলেন—

দ্বিতীয় বরযাত্রী। মাঝরাতে ডাকাডাকি কেন? হয়েছে কি?

বিনোদ। বর কোথায়? জাত-যাওয়া কাণ্ড, মেয়ে আভ্যুতিক হয়ে বসে রয়েছে—বর খুঁজে নিয়ে আসুন।

প্রথম বরযাত্রী। আমরা আগে এসেছি, আমরা কি জানি ?

বিনোদ। বর সঙ্গে না নিয়ে আসেন কোন বিবেচনায় ? গাঙ-খালের রাজ্যি—খেয়াল থাকে যেন। বর না এলে আপনাদেরও ফিরে যেতে হবে না।

দ্বিতীয় বরযাত্রী। ভেবেছেন কি মশায় ? অভদ্র কথাবার্তা বলছেন।

বিনোদ। বলছি সত্যিকথা। খালের জলে চুবোব—অমনি ছাড়ব না। আমাদের গাঁয়ের পুরো নামটা জানেন—শুধু বীরপুর নয়, ঠাঙাড়ে-বীরপুর।

প্রথম বরযাত্রী। জঘন্য জায়গা—অতি যাচ্ছেতাই জায়গা—

বরযাত্রীরা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মদন। (হাসতে হাসতে) চলে যাচ্ছ সব ? যাও, আবার আসতে হবে। বিয়ে না হলে আমার যে খাওয়া হবে না!

ভুলোর মা ফুল ও বরণকুলো নিয়ে এল।

ভুলোর মা। নাঃ, এমন কাণ্ড বাপের জন্মে দেখিনি রে বাপু! সবাই এসে গেল, বরের খবর নেই—

মদন। জান ভুলোর মা, আমার বিয়ের সময়ও ঠিক ঐ রকম। খুব ধুমধাম হচ্ছে, কনে ওদিকে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল।

ভুলোর মা। তুই আর জ্বালাস নে বাপু!

শিবনাথের প্রবেশ।

শিব। ও বিনোদ, বিনোদ! কী করা যায় এখন বল।

খট-খট আওয়াজ। ঘোড়া ছুটিয়ে কে আসছে। আওয়াজ থেমেছে। বঙ্কু বিশ্বাস ছুটতে ছুটতে এল।

বঙ্কু। সর্বনাশ হয়েছে।

শিব। কি ? কি ? কি হল, বল না ? চুপ করে আছ কেন ?

গৌরী ও মেয়েরা বেরিয়ে এল।

বঙ্কু। (কেঁদে ফেলল) বরের নৌকো ডুবে গেছে।

সকলে আর্তনাদ করে উঠল।

শিব। অ্যাঁ, নৌকোডুবি হয়ে গেছে ?

বিনোদ। ঝড় নেই, ঝাপটা নেই—বলিস কি রে ?

বঙ্কু। আজ্ঞে মশাই, তুই গাঙের মোহনা—চণ্ডীর দ'—এরা কিনা সবাই এক দিকে ঝুঁকলেন কুমির দেখতে! নৌকো এক দিকে কাত হয়ে ডুবে গেল।

বিনোদ। বর কোথায়—বর ?

বঙ্কু। ভেসে গেছেন। কোটালের টান—কোন খোঁজ হল না বাবু।

বঙ্কু চলে গেল; মদনও গেল।

শিব। নৌকোডুবি হয়ে গেছে, নৌকোডুবি হয়ে গেছে—

শিবনাথ হতচেতনের মতো বসে পড়লেন।

কাদম্বিনী ও সুরবালার প্রবেশ।

কাদম্বিনী। কি হয়েছে বাবা ? ও বিনোদ, কি হয়েছে ?

বিনোদ। কোটালের টানে বরের নৌকোডুবি হয়ে গেছে।

কাদম্বিনী। এ্যাঁ, কি বলছ ? প্রশান্ত নেই ?

ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

সুরবালা। ঠাকুর শ্যামসুন্দর, তুমি আমার খুব ডাক শুনেছ, খুব ভাল করেছ! জলজ্যান্ত ছেলে, রোগ নয় পীড়ে নয়, জলে ভেসে গেল! (গৌরীকে লক্ষ্য করে) ঐ যে অলক্ষুণে, রাক্ষুসী মেয়ে—ওকে ঘরে নিতে গিয়েই তো এমন সর্বনাশ হয়ে গেল!...এত লোক মরে, তুই মরিস নে কেন ? মর্, মর্, মরে যা। গলায় দড়ি দিগে যা। কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্—

গৌরী কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছে।

সুরবালা। হাসছিস? বড্ড যে ফুর্তি! পরের ছেলে গিলে খেয়ে হাসি বেরিয়েছে? কত তোর পেটে খিধে—(ছুটে কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে টান দিলেন) খা, আমাকে খেয়ে ফেল।

সুধা বাধা দিল।

সুধা। আঃ, কি করছেন কাকিমা—ওর দোষ কি? আপনি কি পাগল হলেন?

সুরবালা। (কান্নার সুরে) হ্যাঁ মা, আমি পাগল। পাগল না হলে কি বিনি-দোষে হেনস্তা করি? সারাদিন জলবিন্দু মুখে দেয় নি মাণিক আমার! কত আশা করে বসেছিল—আজ তার কত সাধ!…ও সুধা, ও ঠাকুরঝি, দেখ দেখ, গৌরী যেন কেমন করে তাকাচ্ছে—হাসছে—

গৌরী সশব্দে হেসে উঠল। উন্মাদের মতো বিকট হাসি হাসছে।

সুরবালা। ও মা, তুই হাসিসনে অমন করে। আমার ভয় করে। কাঁদ, কাঁদ—একটুখানি কাঁদ। গরিবের মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, কেঁদে কেঁদে বুকের বোঝা হালকা কর্।

গৌরী। (প্রাণপণে কান্না চাপছে) না—না, আমি কাঁদব না—(মাথা নাড়তে নাড়তে) কিছুতে কাঁদব না—

সুধা গৌরীকে টেনে নিয়ে গেল। বারাণ্ডার ধারে শিবনাথ পাষাণমূর্তির মতো বসে। সুরবালা সেদিকে ছুটে গেলেন।

সুরবালা। বাবা, বাবা গো, এ কি হল বাবা?

আকুল হয়ে আছড়ে পড়লেন।

শিবনাথ। বউমা, কি করব মা? আমি কি করব?

কথা জোগাচ্ছে না শিবনাথের মুখে।

সুরবালা। (কাঁদতে কাঁদতে) না খেয়ে, না দেয়ে, সাতরাজ্যি ঘুরে নাতনীর জন্যে কত সাধের বর এনেছিলে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল বাবা!

পুরোহিত ও মদনের প্রবেশ।

কাদম্বিনী। চুপ কর বউ, চুপ কর। আমরা ভেঙে পড়লে উপায় কি হবে?

পুরোহিত। দেখুন, যা হবার সে তো হয়ে গেল। সবই বিধাতার নির্বন্ধ। আত্যুতিক হয়ে গেছে, ও মেয়ে তো ঘরে রাখা যাবে না—

সুরবালা। কে তাড়ায় দেখি আমার মেয়ে!

পুরোহিত। অবুঝ হোয়ো না মা। জাত-কুল রক্ষে করতে গেলে রাতের মধ্যে একজন কারো হাতে ওকে সঁপে দিতেই হবে। নইলে রাত পোহালে—

শিবনাথ। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু কাকে পাব এখন? সোনার প্রতিমা আমি কার হাতে সঁপে দেব?

সাতকড়ি। এ পাড়ায় আপনাদের স্বঘর বলতে ঐ মল্লিক-দা। কিন্তু তার সঙ্গে কি—

কাদম্বিনী। যা গতিক—এখন তো দেখছি, নিশি ছাড়া কোনও উপায় নেই সাতকড়ি।

বিনোদ। (অস্ফুট স্বরে) কী সর্বনাশ! নিশি-দার সঙ্গে গৌরীর বিয়ে?

সুরবালা। তুমি বলছ কি ঠাকুরঝি?

কাদম্বিনী। বলছি কি সাধ করে বউ? জাত যাবে, লোকে কুচ্ছো করবে, মেয়েকে আধ-কপালে বলবে—সারা জীবনে আর ওকে কেউ ঘরে নেবে না। তার চেয়ে তো ভাল?

সুরবালা। অমন কথা মুখেও এনো না ঠাকুরঝি, গৌরী তা হলে মরে যাবে। আমি যেমন ওকে জানি, কেউ তোমরা জান না।

পুরোহিত। এ লগ্নের আর বেশি সময় নেই কিন্তু পিসিমা। আমি নারায়ণ-শিলা এনে ফেলি, আপনারা তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলুন। কপালের লিখন, আমরা কি করব! নইলে এমন কাণ্ড কে কবে শুনেছে?

পুরোহিতের প্রস্থান।

কাদম্বিনী। বাবা, নিশিকেই তা হলে ডাকতে পাঠাই? আর তো ভাবনার সময় নেই।

শিবনাথ কথা বললেন না।

মদন। তার চেয়ে হাড়িকাঠে পুরে বলি দাও মেয়েকে, হাড়িকাঠে পুরে বলি দাও—

কাদম্বিনী। আঃ, তুই আর জ্বালাসনে। সাতকড়ি, নিশিকে ডেকে নিয়ে এসো বাবা।

সাতকড়ি। হ্যাঁ, আর যখন উপায় নেই—ডাকতেই হবে।

সাতকড়ি ও মদনের প্রস্থান।

সুরবালা। সত্যিই আমার মেয়েকে বলি দেবে? আমি তা চোখে দেখতে পারব না, আমি তা চোখে দেখতে পারব না। ঠাকুর শ্যামসুন্দর, এ তুমি কি করলে?

সুরবালা দ্রুত ভিতর দিকে ছুটলেন। অন্য যে ক'টি মেয়ে ছিল, তারাও গেল।

বিনোদ। না, গতিক ভাল নয়। চলি। এ বিয়ে দেখতে পারব না আমি, এ বিয়ে দেখতে পারব না।

বিনোদের প্রস্থান।

শিবনাথ। কেউ দেখবে না তো, আমিই দেখি দু-চোখ মেলে। সিঁথির সিঁদুর মুছে কাদি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এল, দেখলাম। গোপাল মারা গেল, চিরকালের ভূষণ্ডী কাক হয়ে তা-ও দেখলাম। নাতনীর বিয়েও দেখব আজকে।...আর কত দেখাবে ঠাকুর—আর কত দেখাবে? তার আগে আমার এই চক্ষু দুটো অন্ধ করে দাও। জন্মের মতো অন্ধ করে দাও।

মঞ্চ ঘুরল।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

গ্রামের রাস্তা।

মদন গাইছে :

রাধা কাঁদে, কি হবে উপায় ?
নয়ন-জলে ঢেউ উথলে
ভুবন ভেসে যায় গো ॥
পত্র নড়ে, বাতাস বহে ;
অঙ্গ জ্বলে বিষের দহে ;
কাঁদাসনে আর তোর রাধারে, ধরি দুটি পায় গো ॥
জাগে রাতের চন্দ্র-তারা, জাগে দীপের শিখা,
চোখেতে পলক নাহি, জাগে শ্রীরাধিকা ;
ডাকছে আকুল আঁখির নীরে,
ফিরে এস, এস ফিরে—
(তোমার) আদরিণী গরবিনী ধূলিতে লুটায় গো ॥

** ॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির-বাড়ি। শিবনাথ আচ্ছন্নের মতো বারান্দায় বসে আছেন। পায়ের কাছে কাদম্বিনী।

নিশি। সাতকড়ি নাছোড়বান্দা। কিন্তু তিন তিনবার ঘরের লক্ষ্মী গৃহশূন্য করে গেল, আর আমার ওসবে রুচি নেই।

**** পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য রদবদল হয়ে একত্র একটিমাত্র দৃশ্যে রঙমহল-মঞ্চে অভিনীত হয়। পরিশিষ্টরূপে সেই অংশ পৃথকভাবে ছাপা হল।**

কাদ। তুমি রক্ষে না করলে উপায় নেই বাবা। তা ছাড়া, তুমিই তো কথা তুলেছিলে গেল বছর।

নিশি। হ্যাঁ, ছেলেপুলের কষ্ট দেখে। কিন্তু তখন যে না করলেন। ভাবলেন, লাটবেলাট সব জামাই হয়ে ছাঁদনাতলায় বসবে। তখন হলে হত, এখন মন তিতবিরক্ত হয়ে গেছে।

সাতকড়ি। কিন্তু এই তো সেদিনও তুমি—

নিশি। (চাপা গলায় তাড়া দিয়ে উঠল) তুমি এসব কথায় থেকো না সাতকড়ি—

কাদ। আর কত খেলাবে নিশি? সকাল হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তখন আর কিছু বলতে যাব না।

নিশি। তা বেশ—এত করে যখন বলছেন, দায়-উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু স্পষ্ট কথা—গয়না-বরশয্যা খাট-পালঙ্ক যা-কিছু দিচ্ছিলেন, তার এক পাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। নগদও কিছু চাই। হয়তো বা মনে করলেন, গাঁয়ের ছেলে, আর ইয়ে মানে—আকারে একটু ভারিক্কি মতন হয়েছি…কিন্তু আমার দিকটাও বিবেচনা করবেন। বাড়ির এক পাল ছেলেমেয়ে, বাইরের মানুষজন—সকলের মুখ বন্ধ করতে হবে।

কাদ। সমস্ত পাবে নিশি, ফর্দমতো তুমি মিলিয়ে নিয়ো। আর দেরি করো না।

নিশি। বেশ, আসুন পুরুত মশায়।…চাদর একখানা জড়িয়ে বসতে হয় যে! যাকগে, যাকগে, গামছাই সই—

কোমরের গামছা খুলে গায়ে জড়াল, টোপর মাথায় দিল। পুরোহিত এসে বসলেন।

রাত দুপুরে এখন মন্তরের বস্তা খুলে বসবেন না ঠাকুর মশায়—

পুরোহিত। বিয়েথাওয়ার কাজ, চালাকি?

নিশি। রাখুন রাখুন। ষোড়শোপচার, পঞ্চোপচার, আবার তিল-উচ্ছুগ্যু করেও পারেন আপনারা। অনেক বিয়ে করা আছে, শর্মার কাছে দর বাড়াবেন না।

সাত। ঢুলি ব্যাটারা তো কদমতলার ঘাটে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

নিশি। ঘুমুকগে, বাজনায় কাজ নেই। ঢোলের শব্দে পাড়ার লোক জমবে। হিংসুটে মানুষজন—নানান জনে নানান কথা বলবে। কাজকর্ম চুকে যাক, তখন যত খুশি ঢোল বাজিও। সাত পাকের বিয়ে, তিন সাতে একুশ উল্টো পাক দিয়েও আর খোলবার জো নেই।…কই, হল আপনার ঠাকুর মশায়? সর্দির ধাত—রাত্রিবেলা চানটান করতে পারব না। গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিন আমায়। আচমন করে নিচ্ছি—শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু—নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ…কই গো, কনে নিয়ে এস না, কনে ছাড়া বিয়ে হবে কি করে? কনে—

পুরোহিত। দাঁড়াও, এদিকার হয়ে যাক।

নিশি। দাঁড়াতে গেলে এ লগ্ন ফেল হবে। শুভস্য শীঘ্রং। এই কর্ম করে করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, আমায় কিছু শেখাতে আসবেন না। দেখুন তবে, আমিই সব করছি। আপনি নমো নমো করে যান শুধু—

গৌরী এল। সঙ্গে সাতকড়ি, ভুলোর মা ও সুধা।

পুরোহিত। আরে ছিঃ ছিঃ, পিঁড়িতে বসিয়ে আনতে হয় যে!

নিশি। (চটে উঠল) ঠিক আছে। ফোড়ন কাটবেন না ঠাকুর মশায়। বসিয়ে দাও—কনে বসিয়ে দাও এবার বাঁয়ের পিঁড়িতে। হাত-পা কোলে করে বসে আছেন যে কর্তা মশায়—বসে পড়ুন এখানটা। সম্প্রদান করবেন। ও সাতকড়ি, নিয়ে এস—

সাতকড়ি শিবনাথের হাত ধরে আনল। যন্ত্রচালিতের মতো শিবনাথ এসে বসলেন।

পুরোহিত। এমন জন্মে দেখিনি বাবা! আলো নেই, বাজনা-বাদ্যি নেই, মানুষজন নেই,—বিয়েবাড়ি নয়, যেন ভূতের বাড়ি। গা ছমছম করে।…

মেয়েরা যে রা কাড়ো না গো! বাজনদার ভেগেছে, তা উলু দিতে পার না তোমরা কেউ?

শিব। উলু দাও, উলু দাও—গৌরী-দিদি বিদেয় হয়ে যাচ্ছে, আমার দিদি-ভাইয়ের সাধের বিয়ে—উলু দাও তোমরা।

কাদ। বিধবার যে দিতে নেই। সুধা এয়ো-মানুষ আছিস, তুই দে—

সুধা চেষ্টা করল, কিন্তু সুবিধে হল না।

সুধা। পারছিনে—গলা কাঠ হয়ে গেছে পিশিমা, আমি পারছিনে।

গৌরী। আমি পারব—আমি পারব—

সহসা ঝাঁকি দিয়ে গৌরী মাথার কাপড় ফেলে দিল। পিঁড়ি থেকে উঠে পড়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। প্রবল কণ্ঠে সে উলু দিচ্ছে। সমস্ত উঠানে ছুটাছুটি করে উলু দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুরবালা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

সুর। থাক্ থাক্, হয়েছে। ও গৌরী, ওরে মা আমার, শান্ত হ—শান্ত হ—

শিবনাথ উঠে পড়লেন।

শিব। দিদি, অনেক উলু হয়েছে। চুপ কর্।

গৌরী খিলখিল করে হাসছিল, হঠাৎ চুপ করল।

গৌরী। চুপ করব? কেন? বিয়েয় আনন্দ করব না?

শিবনাথের কাছে সে ছুটে এল।

আমার বিয়েয় বাজনা বাজছে না দাদু, উলুটাও কেউ দিচ্ছে না। কেন দাদু, কেন?

শিবনাথ চুপ করে আছেন। তখন গৌরী মায়ের দিকে এলো।

মা, আমার বিয়ে হচ্ছে—তুমি উলু দাও। তুমি উলু দাও মাগো—

সুরবালা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

কাঁদছ? আমিও কাঁদি তবে—

মায়ের বুকে মুখ রেখে সে কাঁদছে। ক্রুদ্ধ নিশি পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিশি। দেখুন, ভাল চান তো মেয়ে পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিন।

স্বর। মেয়ে আমার পাগল হয়ে গেছে। একটু ঠাণ্ডা হোক।

নিশি। পাগল না হাতী! পুরো দিনরাত্রি উপোসি আছে—তার উপর একবার এর সঙ্গে বিয়ে, একবার ওর সঙ্গে বিয়ে! আমাদের পাকা মাথা খারাপ হয়ে যায়, এ তো এক ফোঁটা মেয়ে। কিছু না, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে। লগ্ন চলে যায়—শুভস্য শীঘ্রং। দিন, বসিয়ে দিন পিঁড়িতে।

কাদম্বিনী গৌরীকে কনের পিঁড়িতে বসালেন।

কারা আসে? এই রেঃ, আমারই পঙ্গপাল!

হ্যাড়া, গ্যাঁড়া, খেঁদি ও ছুলি ফটক দিয়ে ঢুকল।

খেঁদি। বর এসে গেছে। উলু শুনে ছুটে এলাম বাবা—

গ্যাঁড়া। এ কি বাবা, বর তো তুমি!

নিশি। কি করি! এঁদের মহা বিপদ। পাড়া-প্রতিবেশী ধরে পড়লে না বলি কি করে?

গ্যাঁড়া। না না, বিয়ে করতে দেব না তোমায়।

জ্যাত। জাত-যাওয়া কাণ্ড। দেব না, বললেই হল? জাত যাবে এঁদের, সমাজে পতিত হবেন—

খেঁদি। ছোট-মা'কে বাবা মেরে ফেলেছে। আমি জানি, সমস্ত চোখে দেখেছি, কাউকে বলিনি এদ্দিন।

গৌরী। মেরে ফেলেছে তোমার মাকে?

খেঁদি। হ্যাঁ। জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে রান্না করেছে, নুন দিতে ভুলেছিল, তাইতে এক চড় কানশিরে। তারপর গলায় দড়ি ঝুলিয়ে রটিয়ে দিল, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

নিশি। (হুঙ্কার দিয়ে উঠল) এইও খেঁদি—

খেঁদি। মারবে? ফেল মেরে। পরের মেয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ছোট-মা'র মতন মেরে ফেলবে, আমরা তা কিছুতে হতে দেব না। তার চেয়ে নিজের ছেলেমেয়ে মারো—

গৌরী। (আতঙ্কে কাঁপছে) ও মা, ও দাদু, আমায় বাঁচাও। মেরে ফেলবে আমায় নিয়ে গিয়ে।

নিশি। বাজে কথা, মিথ্যে কথা। শুয়োরের বাচ্চারা ভণ্ডুল দিতে এসেছে।

কাদ। মারবে কেন, কত আদরযত্ন করবে দেখিস। আগের তিন বউয়ের বাক্স-ভরতি গয়না—সমস্ত তুই পরে বেড়াবি।

গৌরী। চাইনে গয়না, কিছু চাইনে। ও মা, ও দাদু, আমায় বাঁচাও। বিয়ে দিও না, আমি বিয়ে করব না—

গৌরী পি ড়ি থেকে উঠতে গেল। নিশি সজোরে হাত ধরে বসিয়ে দিল।

গৌরী। উহু-হু, হাত ভেঙে দিয়েছে। ও মা, আমায় খুন করবে, বাঁচাও।

গ্যাঁড়া। বাড়ি চল বাবা—

নিশি। বাড়ি যাব, নয় তো কি ঘরজামাই থাকতে এসেছি? যাব, এই কাজটুকু সেরে দিয়ে।

গ্যাঁড়া। নণ্টু হাঁসফাঁস করছে, এক'শ-পাঁচ জ্বর—এক্ষুণি চলো—

নিশির হাত ধরে টানছে।

নিশি। মাথায় জল ঢাল্ গিয়ে এখন। বললাম তো, সকালবেলা যাব তোদের নতুন-মাকে নিয়ে।

গ্যাঁড়া। না, না এক্ষুণি—

চার ছেলেমেয়ে নিশিকে টানাটানি করছে। গৌরী এই ফাঁকে পিঁড়ি থেকে উঠে পালাল।

নিশি। ধর্—ধর্—

গৌরী তখন ফটক অবধি গিয়েছে। নিশির কথায় মুখ ফিরিয়ে উলু দিয়ে উঠল। উলু দিতে দিতে গ্রামপথে অদৃশ্য হল।

সাত। বিয়ের কনে পালায়, এ কি তাজ্জব! আসুন কর্তামশায়, দাঁড়িয়ে কি দেখছেন?

শিবনাথও চললেন তাদের সঙ্গে। নিশির সঙ্গে তখন ছেলেমেয়েদের ধস্তাধস্তি চলছে।

নিশি। ভেবেছিস কি, বড্ড বাড় বেড়েছে! খুন করব সব, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। ছুঁচো-ইঁদুরগুলোকে বধ করে নির্বংশ হব আমি—

হাতের ধাক্কায় পায়ের লাথিতে ছেলেমেয়েদের ছিটকে ফেলে, মাথার টোপর খুলে দাওয়ার উপর রেখে নিশিও ছুটল।

মঞ্চ ঘুরল।

✲ ✲ ॥ ৬ষ্ঠ দৃশ্য ॥

ঝোপ-জঙ্গলে ভরা গ্রামের সুঁড়িপথ।

শিবনাথ ও সাতকড়ি গৌরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শিব। ও গৌরী, দিদি-ভাই, গরবিনী দিদি আমার!

সাত। গৌরী!

শিব। কোথায় আছিস, সাড়া দে দিদি। আর যে পারিনে! হাতে পায়ে খিল ধরে আসছে আমার।

সাত। গেল কোথায় এর মধ্যে? কর্পূরের মতন উবে গেল যেন।

শিব। গৌরী, দিদি-ভাই—

অদূরে গাছের নিচু ডালে গৌরী পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কারও সেদিকে নজর পড়ে নি। হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল সেখান থেকে। উলু, উলু, উলু—

শিব। ঐ যে—ঐ দিদি আমার। এখানে লুকিয়ে বসে তুই? চলে আয়।

গৌরী। না, যাব না। আমায় খুন করবে। বল, বিয়ে দেবে না। তবে যাব।

সাত। আঃ, বিয়ের কনে ঐ রকম বলে বুঝি! মল্লিক-দার ছেলেমেয়েরা কি বলে গেল, তাই অমনি সত্যি ধরে নিলে? ওসব ভাংচির কথা।

গৌরী। যত্নআত্তি করবে, তিন বউয়ের গয়না আমার সর্ব গায়ে পরিয়ে দেবে—হি-হি-হি! (পাগলের হাসি। সহসা সে গম্ভীর হল) চাইনে যত্ন, চাইনে কিছু···ও দাদু, সবাই এরা এক দলের। সবাই দুশমন। আমি বিয়ে করব না, আমায় বাঁচাও—

শিব। ভয় নেই, দেবো না বিয়ে। চুলোয় যাক জাত, চুলোয় যাক সমাজ। চলে আয় দিদি, বাড়ি আয়। আমি সম্প্রদান করব না।

নিশি ছুটতে ছুটতে এল।

নিশি। সম্প্রদান করবেন না—চালাকি! অর্ধেক বিয়ে তো হয়েই গেছে। নিজের ছেলেমেয়ের হাতে নাজেহাল হলাম, দশের কাছে মুখ ছোট হয়ে গেল—এক কথায় অমনি কেটে দিলেই হল, দেব না বিয়ে!

সাত। নাঃ, তোমারও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে মল্লিক-দা। ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে তুলতে হবে তো বাড়ি!

গৌরী নেমে দাঁড়িয়েছিল। আবার সে ডালে চেপে বসল।

গৌরী। ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, ও দাদু? আমি বিয়ে করব না, বাড়ি আমি যাব না।

নিশি। তোর ঘাড় যাবে। পড়েছিস শমনের হাতে···আমি হলাম নিশি মল্লিক, তিন-তিনটে তাগড়া বউ সায়েস্তা করেছি—তুই তো এক নেংটি ইদুর! আয়, নেমে আয় বলছি—

নিশি রাগে রাগে গৌরীর পা ধরে টান দিতে সে মাটিতে পড়ে গেল। বিষম লেগেছে। গৌরী ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশির উপর। কিল-চড় মারছে। নিশিও সহজ পাত্র নয়। গাছের ডাল ভেঙে নিয়েছে। সাতকড়ি ঠেকাতে যায়। শিবনাথ আর্তনাদ করছেন।

সাত। করছ কি মল্লিক-দা?

শিব। পাগল হয়ে গেছে দিদি আমার···মারধোর কোরো না বলছি, খবরদার!

নিশি। উঁহু, আমায় মারবে, আর আমি ফুল-বিল্বপত্রে পুজো করব! সেয়ান পাগল!...সরে যান। হাতে-পায়ে ধরে বরাসনে বসিয়ে শতেক রকমে হেনস্তা করে এখন বলেন, বিয়ে দেব না—

গণ্ডগোলের মধ্যে মঞ্চ ঘুরল।

* * ॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির-বাড়ি। পরিত্যক্ত বিয়ের আসর। সুরবালা কাঁদছেন, সুধা তাঁর চোখ মুছিয়ে দিল।

সুধা। কাঁদছেন কাকিমা? কাঁদুন, কাঁদুন। কপাল করে এসেছেন বটে! মেয়ের কপাল, মা'র কপাল, বুড়ো দাদা মশায়ের কপাল!

সুর। সুধা, উনি যেদিন চলে গেলেন—কি বলব তোকে, এক ফোঁটা মেয়ের মুখে তাকিয়ে আমি বুক বেঁধেছিলাম। গৌরীর আমার সুখ-শান্তি হবে, সোনার সংসার হবে, কার্তিকের মতো বর হবে। যা-কিছু চেয়েছিলাম, ঝিলিক দেওয়ার মতন সমস্ত একবার দেখিয়ে ঠাকুর কেড়ে নিলেন।

কাছাকাছি কোথায় ঢোল-কাঁসি বেজে উঠল।

কাদ। কদমতলার ঘাট দেখে দেখে বাজনদাররা ফিরে আসছে।

সুর। ঠাকুরঝি, মানা করে এস, উঠোনে না ঢোকে। বাজনা থামাক, চলে যাক ওরা। কান আমার ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সুধা। এক্ষুণি গৌরীকে নিয়ে আসবে। কদ্দূর আর যাবে?

কাদ। শেষ-লগ্নের ভিতরে হয়ে গেলে যে হয়! হাত-পা বসে যাচ্ছে যেন আমার—

সুর। না। না আসে যেন আর গৌরী—

কাদ। বলছ কি বউ? আসবে না তো যাবে কোথায়?

সুর। কত জায়গা আছে হতভাগীর! জঙ্গলে সাপ আছে, জোয়ারের গাঙ

আছে। নিশি মল্লিকের ঘরের চেয়ে গাঙের জল অনেক ঠাণ্ডা, সাপের বিষে অনেক আরাম।

সুধা। ছিঃ কাকিমা, মা হয়ে এ আপনি কি বলছেন?

সুর। মা হয়ে আমি ঠাকুর শ্যামসুন্দরের কাছে চাইছি—ঠাকুর, এই একটু দয়া কর, মেয়ে যেন আমার না ফিরে আসে!

কাদ। ষাট, ষাট!

ঢোলের বাজনা খুব নিকটে এসেছে। বিভা কটকের পথে ছুটতে ছুটতে এল।

বিভা। বর নিয়ে এলাম, ও কাকীমা! জলকাদা ভেঙে ছুটছিলেন, নৌকোয় তুলে নিয়ে এলাম···এ কি, লোকজন কোথায়? উঠুন সবাই। বর এসেছে। বাজনা বাজিয়ে বর নিয়ে এসেছি।

প্রশান্ত ও বিভার মামাকে গেটের পথে দেখা গেল। ঢুলিরা পিছনে। প্রশান্তর মামার হাতে হ্যারিকেন। প্রশান্তকে দেখে সকলে স্তম্ভিত।

কাদ। নৌকোডুবি হয়েছে, ভূত হয়ে এল নাকি?

প্রশান্ত। নৌকোডুবি?

বিভা। ষড়যন্ত্র—আমি শুনেই আপনাকে বলেছিলাম।

সুধা। কি হয়েছিল?

প্রশান্ত। ডাব-টাব খেয়ে সকলে ঘাটে এসে দেখি নৌকো নেই। দাঁড়ি-মাঝিরাও খাওয়া-দাওয়া করতে উপরে উঠেছে। সবাই বলে, কাছি খুলে নৌকো ভেসে গেছে—

বিভা। মতলব করে নৌকো সরিয়েছে।

প্রশান্ত। খাল-বিল ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম। ভাগ্যিস বিভা দেবী দেখতে পেয়ে তাঁর নৌকোয় তুলে নিলেন—

সুধা। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে খবর দিয়ে গেল, সে মানুষটাকেও তারপর আর দেখা গেল না।

বাইরে হুটোপাটি। মদন পাগলা ও বিনোদ বন্ধু বিশ্বাসের টুঁটি ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল উঠানে। সঙ্গে জনকয়েক বলিষ্ঠ চাষী যুবক।

বিনোদ। এই—এই শয়তান নৌকোডুবির খবর দিয়েছিল।

মদন। আমার কেমন সন্দেহ হল। গাঙে খেয়া ছিল না,—দেখি, ঘোড়া নিয়ে সেইখানে বেটা আটকে আছে। সরে পড়তে পারে নি। ঘাড়ে দুটো রদ্দা কষিয়ে দিতে সমস্ত বেরিয়ে পড়ল।···বল্ বেটা, সমস্ত খুলে বল্ এঁদের সামনে। নয় তো জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

বঙ্কু। আমি কিছু জানিনে। মল্লিক মশায় পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলেছিল, নৌকো সরে গেলেই ঘোড়ায় চড়ে খবরটা দিয়ে আসিস। নৌকো কারা সরাল, কোথায় নিয়ে গেল—দোহাই ধর্ম, একেবারে কিছু জানিনে আমি—

গৌরীর আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

গৌরী। যাব না, বিয়ে করব না আমি। ও দাদু, আমায় বাঁচাও। ও মা—

গৌরীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনছে নিশি। সাতকড়ি ও শিবনাথ পিছনে পড়ে গেছেন।

নিশি। বিয়ে করবে না, ইয়ার্কি!

দাওয়ার উপর থেকে টোপরটা নিয়ে নিশি মাথায় পরল।

পুরুতঠাকুর মশায়, আসুন—শেষ লগ্ন···এখন যদি মেয়ে ফের বেয়াড়াপনা শুরু করিস, কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব।

গৌরী। ও মা, আমি বিয়ে করব না—

সুর। উঠোন আলো করে বর দাঁড়িয়েছে। কেন করবে না বিয়ে?

নিশি। নিশ্চয়, নিশ্চয়—

গৌরী। মা মাগো, দেখ, রক্ত বের করে দিয়েছে।···ও পিসি, বিয়ে হলে গয়না পরাবে বলেছিলে—বিয়ের আগেই সারা গায়ে কত গয়না দিয়েছে দেখ। গয়নায় মুড়ে দিয়েছে। এই দেখ, কানে দিয়েছে মুক্তো-ঝুমকো, গায়ে তোড়াগুজরি—

প্রহারের দাগ দেখাচ্ছে।

বিভা। পশু!

এতক্ষণে গৌরীর বিভার দিকে দৃষ্টি পড়ল।

গৌরী। বিভা, ওরে বিভা, তুই ছিলিনে, হাড়িকাঠে পুরে আমায় বলি দেবে। তুই বাঁচা—

বিভা। আমি তোর বর নিয়ে এলাম গৌরী। দেখতে পাসনি—সোনার বর, তোর শ্যামসুন্দর দয়াল ঠাকুর!

বকুলগাছের ছায়ান্ধকারে প্রশান্ত দাঁড়িয়েছিল, গৌরী এতক্ষণ দেখেনি। বিভা প্রশান্তর হাত ধরে আলোয় টেনে নিয়ে এল। নিশির মাথা থেকে টোপর তুলে নিয়ে মদন প্রশান্তর মাথায় পরিয়ে দিল। ঝিকিমিকি হাসি ফুটল গৌরীর মুখে।

বিভা। দেখ, চোখ ভরে দেখ সকলে। সোনার বর কেমন দেখাচ্ছে গৌরীর পাশে!

গৌরী। কোথায় ছিলে ঠাকুর? রাত পোহায়ে যায়, এত দেরি করতে হয়! এই দেখ—আমায় মেরেছে, কেটে কেটে গিয়েছে।

ভুবন ও রাজমোহন দ্রুত এসে ঢুকলেন।

রাজমোহন। উঃ, সর্বনেশে কাণ্ড! এমন পাজি এ জায়গার মানুষ! মাঝির কাছে শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি।

ভুবন। (ট্যাঁকঘড়ি বের করে) শেষ লগ্ন যে পার হয়ে যায়। মোটে আর ষোল মিনিট—

রাজমোহন। (প্রশান্তকে) বসে পড়্ পিঁড়িতে। শিগগির, শিগগির—

মদন ও চাষী-যুবকেরা নিশি ও বঙ্কুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে।

ভুবন। কোথায় নিয়ে যাও?

মদন। গোয়ালে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি। পালাতে না পারে। ভাইপো থানায় যাচ্ছে।

নিশি। (করজোড়ে) দোহাই ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান—আমার ঘাট হয়েছে—

রাজমোহন। কেউ বাঁচাতে পারবে না। রাজমোহন বোসকে চেনো না। তোমায় জেলের ঘানি ঘুরিয়ে তবে আমি ছাড়ব।

নিশি। অ্যাঁ, জেল? কর্তামশায় আপনার পায়ে পড়ি। বুড়ো বয়সে জেল খাটতে পারব না।

শিব। আনন্দের মধ্যে এ সবে কাজ নেই বোসমশায়—

রাজমোহন। বলেন কি, ছেড়ে দেব?

ভুবন। দিন, তাই দিন। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা—তাদের মুখ চেয়ে ছেড়ে দিন পাজিটাকে।

রাজমোহন মদনের দিকে ছেড়ে দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

মদন। বেরোও, বেরিয়ে যাও। বেঁচে গেলে এনাদের দয়ায়।

শিব। শুধু-মুখে ছাড়িস নে রে! সারাদিন বড্ড খেটেছে।…ওরে, ঢোল বাজা রে, ঢোল বাজা—

তাড়াতাড়ি কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

খাতা হাতে গোবিন্দ প্রবেশ করল।

গোবিন্দ। এই যে, বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল। ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে। আমার খাতা থেকে এক জোড়া বর-কনের নাম কাটা গেল। এই কাটলাম, এই কাটলাম—

গোবিন্দ খাতা থেকে নাম কাটছে। ওদিকে ঢোল-কাঁসি-সানাই বেজে উঠল।

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ল।

পরিশিষ্ট

[পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যের স্থলে রঙমহল-মঞ্চে নিম্নলিখিত রূপ অভিনয় হয়। ৯১ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

শিবনাথের বাহির-বাড়ি। শিবনাথ ও কাদম্বিনী হতাশভাবে বসে আছেন।

নিশি। আচ্ছা দেখুন দেখি, সাতকড়ির কাণ্ড! কিছুতে ছাড়বে না, টেনে নিয়ে এল।

কাদম্বিনী। তা বাবা, আজকে রাতে তুমি রক্ষে না করলে যে আর উপায় নেই। তা ছাড়া আগে তো তুমিই একদিন বলেছিলে নিশি—

নিশি। হ্যাঁ—অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে সামলাতে কষ্ট হয়, তাই বলেছিলাম। কিন্তু তখন আপনারা যে কলকাতার লাটবেলাটের হাতে ছাড়া মেয়ে দেবেন না বলে পণ করেছিলেন। এখন বিয়ের ইচ্ছে আর আমার নেই।

সাতকড়ি। কিন্তু এই তো সেদিন তুমি—

নিশি। (চোখ টিপে নিষেধ করল) তুমি বিয়ের কথায় থেকো না সাতকড়ি।

কাদম্বিনী। আত্যন্তিক হয়ে গেছে—সকাল হলে আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তাই তোমায় এত করে বলা। আর তো এখানে কেউ নেই, থাকলেও বা—

নিশি। তা আপনারা যখন এত করে বলছেন, তখন আমায় দায়-উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু স্পষ্ট কথা বলি, গয়না-বরশয্যা খাটপালঙ্ক যা-কিছু দিচ্ছিলেন, তার এক পাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। তাছাড়া কিছু নগদ দিতে হবে। বাইরের লোকের মুখ বন্ধ করতে হবে তো!

কাদম্বিনী। তুমি যা চাও, আমরা সর্বস্ব বেচে দিয়েও তোমায় দেব নিশি। তুমি আমাদের এই দায় উদ্ধার কর।

পুরোহিতের নারায়ণ-শিলা সহ প্রবেশ।

নিশি। আসুন পুরুতমশাই। ও, চাদর একটা নিতে হয়—না? (গামছা চাদরের মতো গায়ে দিল) তা এই গামছাতেই হবে। টোপরটা নিয়ে এস হে সাতকড়ি।

সাতকড়ি ভিতরে গেল।

পুরোহিত নারায়ণ-শিলা ও কোশাকুশি নিয়ে বসলেন। শিবনাথ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন, নিশি কি করছে, খেয়াল নেই। ভুলোর মা একথালা ফুল ও চন্দনের বাটি এনে সামনে রাখল।

পুরোহিত। তা হলে শানাইটা একবার—

নিশি। না না, আর শানাইয়ে কাজ নেই। এক্ষুণি পাড়ার লোক জমবে। কাজকর্ম চুকে যাক, তারপর সারারাত ধরে শানাই বাজুক, ক্ষতি নেই।

পুরোহিত। হ্যাঁ, তা তো বটেই!

পুরোহিত গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব শুদ্ধ করে নিলেন।

নিশি। সাতপাকের বিয়ে, তখন তিন সাত্তে একুশ পাক দিলেও আর কেউ খুলতে পারবে না।

পুরোহিত। বটেই তো! (মনে মনে মন্ত্র পড়তে লাগলেন)

নিশি। নিন—তাড়াতাড়ি সারুন। (সাতকড়ি টোপর এনে নিশিকে পরিয়ে দিল) বেশি হাঙ্গামায় দরকার নেই—লগ্নটা আবার চলে যাবে। দিন গঙ্গাজল—

পুরোহিত গঙ্গাজল হাতে দিতে নিশি নিজেই আচমন করে ফুল তুলে নিল।

শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু—নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাঽভ্যন্তরঃ শুচিঃ। নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্

ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ইদং অর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রী সূর্যায় নমঃ।

বাটি থেকে চন্দন নিয়ে কপালে লাগাল।

কই গো, কনে নিয়ে এসো না, কনে ছাড়া বিয়ে হবে কি করে? কনে পিঁড়িতে বসাও।

কাদম্বিনী ও ভুলোর মা ভিতর-বাড়ি গেলেন।

কর্তামশায়ের একটা আসন আন সাতকড়ি।

সাতকড়ি। আনছি।

সাতকড়ির প্রস্থান।

নিশি। (পুরোহিতের দিকে চেয়ে সহাস্যে) বিয়ের ব্যাপার, জানেন তো পুরুতমশাই, একেবারে আমার মুখস্থ। তিন-তিনবার হয়ে গেছে কি না!

পুরোহিত। বটেই তো!

গৌরীর হাত ধরে সুধা ও তার পিছনে কাদম্বিনী প্রবেশ করলেন। যন্ত্রচালিতের মতো গৌরী আসছে।

একটা পিঁড়েয় বসিয়ে কনে আনা হল না?

গৌরীকে পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। গৌরী স্থিরদৃষ্টিতে পুতুলের মতো বসে। সাতকড়ি আসন এনে পাশে পেতে দিল।

নিশি। ঠিক আছে। আপনি আর হাঙ্গামা বাড়াবেন না। সব সংক্ষেপে সারতে হবে।…ও কর্তামশাই, আপনি আবার হাঁ করে বসে রইলেন কেন? সম্প্রদান করতে হবে না? আসুন এ দিকে। সাতকড়ি!

সাতকড়ি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবনাথের হাত ধরে নিয়ে এল। শিবনাথ আচ্ছন্নের মতো সামনে এসে বসলেন।

নিশি। নিন, ওঁকে এবার মন্ত্র পড়ান। তোমরা শাঁখ বাজাও, উলু দাও।

কাদম্বিনী। বিধবাকে তো উলু দিতে নেই। অ-সুধা!

সুধা। (কান্না চেপে) আমি পারব না—আমি পারব না পিসিমা!

গৌরী। (হাসতে হাসতে) আমি পারব—আমি পারব—

তারপর উঠে পাগলের মতো গৌরী উলু দিতে শুরু করল। সুরবালা ও অন্য মেয়েরা প্রবেশ করলেন। গৌরী পিঁড়ি থেকে নেমে এসে আরতি করার মতো হাত নেড়ে ঘুরে ঘুরে উলু দিচ্ছে। থামে না। সুরবালা ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরলেন।

সুরবালা। ও কি করছিস মা? শান্ত হ, শান্ত হ—

শিবনাথ উঠে পড়েছেন; তখনও গৌরী উলু দিচ্ছে।

শিবনাথ। দিদি, দিদি, ও কি করছ ভাই? চুপ কর।

গৌরী। (হঠাৎ চুপ করে) চুপ করব? কেন? বিয়ে হচ্ছে, আনন্দ করব না? আমার বিয়ে কিনা, তাই কেউ উলু দিচ্ছে না দাদু! (আবদার করে) কেন দিচ্ছে না দাদু?

শিবনাথ চুপ করে রইলেন। গৌরী মায়ের দিকে ফিরল।

মা, আমার বিয়ে হচ্ছে—তুমি উলু দাও লক্ষ্মীটি!

সুরবালা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কাঁদছ? তবে আমিও কাঁদি!

মায়ের বুকে মুখ রেখে গৌরী কাঁদতে লাগল। নিশি পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।

নিশি। দেখ, ভাল চাও তো মেয়েকে বসিয়ে দাও পিঁড়িতে।

সুরবালা। (কাঁদতে কাঁদতে) মেয়ে আমার পাগল হয়ে গেছে। একটু ঠাণ্ডা হোক।

নিশি। পাগল না হাতী! ও-সব ঐ শহুরে মেয়ে বিভাটার সঙ্গে মিশে মিশে শিখেছে।

নীরদের প্রবেশ।

নীরদ। আরে নিশি-দা যে! আপনিই শেষ পর্যন্ত তা হলে বসে গেলেন পিঁড়িতে?

নিশি। কি করি ভাই, এঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। কিন্তু দেখ না, বিয়ের পিঁড়ি থেকে অর্ধেক বিয়ে সেরে এখন মা-মেয়েতে মিলে শয়তানি শুরু করেছে।

নীরদ। বিয়ের আগে মেয়েরা ও-রকম করে। আপনি একটু কড়া হয়ে কাজটা সেরে ফেলুন না!

নিশি। সত্যি, ভালমানুষের কাল নেই আর। কর্তাবাবু, গৌরীকে পিঁড়িতে বসাবেন কি না?

শিবনাথ কি করবেন, বুঝতে পারছেন না।

নীরদ। (ঘড়ি দেখে) দেখুন, লগ্ন শেষ হতে আর দেরি নেই। অর্ধেক বিয়ে যখন হয়েছে, তখন মেয়েকে পিঁড়িতে বসিয়ে সম্প্রদানটা সেরে দিন।

শিবনাথ। হ্যাঁ, তাই দিই। গৌরী-দিদি, দিদি ভাই—

হাত ধরতে গেলেন, গৌরী সরে গেল।

গৌরী। না না, আমি যাব না—

মাকে জড়িয়ে ধরে রইল।

নিশি গৌরীর কাছে গিয়ে সজোরে হাত ধরে টান দিল।

নিশি। ধুৎতেরি নিকুচি করেছে মেয়ের!—চলে আয়।

গৌরী হাত ছাড়িয়ে নিল।

গৌরী। উঃ! হাতটা ভেঙে দিয়েছে আমার। আমি যাব না, আমি যাব না—

বকুলতলায় চলে গেল। নিশি নীরদের দিকে চেয়ে বলল:

নিশি। দেখ ভাই, কাণ্ড দেখ। বিয়ে করবে না—ওর ঘাড় করবে! সাতকড়ি, ও-হাতটা চেপে ধর তো—

সাতকড়ি বিরক্তভাবে বলল:

সাতকড়ি। আমি ও-সব পারব না।

নিশি। কি পারবে না?

সাতকড়ি। একটা মেয়েকে খুন করতে। আমার গায়ে এখনও মানুষের রক্ত বইছে। আগে আমি বুঝতে পারি নি, এখন বুঝেছি—তোমার এ ব্যাপারে আমার থাকাটা ভাল হয় নি।

নিশি। কিন্তু মনে থাকে যেন, তোমাকে আমি ভিটেছাড়া করব।

সাতকড়ি। কোরো যা তোমার ইচ্ছে।...কর্তামশাই, নাতনীকে ভালবাসেন, কেন তবে এই ভাবে জাতরক্ষে করতে চান ?

নীরদ। আপনারা পাগলামো করছেন সবাই। বর-কনে যখন পিঁড়িতে বসেছে, তখন আইনত তাদের বিয়ে এক রকম হয়ে গেছে। সম্প্রদান না করেন, আমরা আদালত করব।

নিশি। নিশ্চয় করব। থানায় টেনে নিয়ে বিয়ে করব।

গৌরী ছুটে এল দাদুর কাছে।

গৌরী। (পাগলের ভাবে) দাদু, দাদু—আমায় বাঁচাও, আমায় থানায় টেনে নিয়ে যাবে—থানায় টেনে নিয়ে যাবে।

শিবনাথকে জড়িয়ে ধরল।

শিবনাথ। ভয় নেই, দেব না এ বিয়ে। চুলোয় যাক জাত, চুলোয় যাক সমাজ। সম্প্রদান আমি করব না।

কাদম্বিনী। বাবা, মাথাটা ঠাণ্ডা কর। একটু ভেবে দেখ। এই শেষ লগ্ন—গৌরীর জীবনে আর এ ক্ষণ ফিরে আসবে না। বিসর্জনের বাজনা যখন বেজেছে, তখন প্রতিমাকে তো আঁকড়ে থাকলে চলবে না !

শিবনাথ। (বিহ্বল ভাবে) সত্যিই আমার প্রতিমাকে বিসর্জন দিতে হবে ? ভগবান, তুমি নেই, তুমি নেই—

[দূর থেকে কোলাহল—"শিগগির চল— আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি !"]

বিভা সর্বাগ্রে ছুটে এল।

বিভা। দাদু, দাদু ! আপনার নাত-জামাইকে নিয়ে এসেছি। শিগগির সম্প্রদানের ব্যবস্থা করুন।

সকলে। এঁ্যা!

শিবনাথ গৌরীকে ছেড়ে দিয়ে সরে এলেন।

শিবনাথ। সে কি! তবে যে বললে নৌকোডুবি?

রাজমোহন, বরযাত্রী, ভুবন, প্রশান্ত গদা প্রভৃতির প্রবেশ।

রাজমোহন। নৌকোডুবি? কে বললে? সব মিথ্যে কথা। এ দেশের লোকগুলো হাড়হাবাতে পাজি।

বিভা। সত্যি কথাই বলেছেন। নইলে ওঁরা ডাঙায় উঠে ডাব খাচ্ছিলেন, আর সেই সময়ে নৌকো নিয়ে পালিয়ে যায়!

প্রশান্ত। ভাগ্যিস বিভা দেবী নৌকো করে আসছিলেন, দেখা হয়ে গেল। নইলে এ রাত্তিরে আর এসে পৌঁছতে পারতাম না। এ কি, নীরদ কখন এলে?

নীরদ। অনেকক্ষণ। তোমার বিয়েয় না এলে যদি রাগ কর, তাই এসে পড়লাম।

রাজমোহন। যাক, আর দেরি করে লাভ নেই শিবনাথবাবু, শুভলগ্নে কনে-সম্প্রদানটা শেষ করে ফেলুন।

নিশি। কনে সম্প্রদান করবেন কাকে?

রাজমোহন। কেন, আমার ছেলেকে।

নিশি। কনে পিঁড়িতে বসেছে, আমায় ওঁরা ডেকে পিঁড়িতে বিয়ে করবার জন্যে বসিয়েছেন, বিয়ের নিয়মকর্ম সারা। আমি আমার অধিকার ছাড়ব কেন?

রাজমোহন। এ সব কি কথা! শিবনাথ বাবু, ব্যাপার কি?

শিবনাথ কি বলবেন, ভেবে পান না।

নীরদ। ব্যাপার আমি বলছি। বিয়ের শেষ-লগ্ন পার হয়ে যাচ্ছে দেখে ওঁরা এই নিশিবাবুকে বিয়ে করবার জন্যে ধরে নিয়ে আসেন। ওঁর অনিচ্ছা

সত্ত্বেও পিঁড়িতে বসিয়ে ওঁকে বিয়ের মন্তর-টন্তর সব পড়ানো হয়ে গেছে। এখন শুধু সম্প্রদানটা বাকি।

রাজমোহন। (চিন্তিত ভাবে) তাই তো, তা হলে—

সাতকড়ি। না-না, মন্তর-টন্তর কিছু পড়ানো হয় নি। মল্লিকদা নিজেই বিড়-বিড় করে কি সব বলছিল। তারপর ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে করার জন্যে টানাহেঁচড়া করে পিঁড়েয় বসাতে গিয়ে পাগল করে দিয়েছে।

নিশি। সাতকড়ি!

সাতকড়ি। হুঁ, থামঃ—

রাজমোহন। (চিন্তিত ভাবে) না, বুঝতে পারছি, এ সব গোলমালের ব্যাপার। প্রশান্ত, চলে এস।

প্রশান্ত হতভম্ব। কি করবে ভাবছে—এমন সময় গৌরী ছুটে এসে প্রশান্তর হাত ধরে সাশ্রনয়নে বলে :

গৌরী। না না, যাবেন না—একটু দাঁড়ান। আপনাকে ধরে রাখতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। আর, আমার চাইবারও আপনার কাছে কিছু নেই। কিন্তু আমার বুড়ো দাদু আর মা—ওঁদের জন্যে আমি ভিক্ষে চাইছি, একটু সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যান আমার সিঁথিতে। আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, এ জীবনে স্ত্রীর দাবী নিয়ে আপনার সামনে কখনো দাঁড়াব না। শুধু আশীর্বাদ করে যান, যেন এ অভিশপ্ত জীবন বেশিদিন বয়ে বেড়াতে না হয়।

প্রশান্ত। (দৃঢ় কণ্ঠে) কী! তোমায় আমি সিঁদুর পরিয়ে এখানে ফেলে রেখে যাব না গৌরী। তোমায় আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমার মায়ের কাছে, তিনি তোমায় বরণ করে ঘরে তুলবেন। বাবা!

রাজমোহন। লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে—নে, পিঁড়িতে বোস্—

নিশি। আমি নালিশ করব আপনাদের নামে। জোর করে দলবল নিয়ে আমার ভাবী বউকে আপনারা ছিনিয়ে নিচ্ছেন। মনে থাকে যেন!

[নেপথ্যে কোলাহল—"মার্, মার্ বেটাকে।"
আর একজন কাঁদতে কাঁদতে বলছে—"ওরে বাবা রে, গেছি। ওরে বাবা, মরে গেছি—"]

ভুবন। কি, হয়েছে কি ?

মদন ও বিনোদ বঙ্কু বিশ্বাসকে টানতে টানতে নিয়ে এল।

মদন। এই বঙ্কা বিশ্বেস নৌকোডুবির মিথ্যে খবর দিয়ে পালাচ্ছিল। আমি ঠিক ধরেছি।

ভুবন। কেন মিথ্যে খবর দিয়েছিলি রে বেটা ?

বঙ্কুর ঘাড় ধরলেন।

বঙ্কু। (হাঁপাতে হাঁপাতে) আমার কোন দোষ নেই বাবু। নিশিবাবু আমাদের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে দিয়েছিল যে বরের নৌকো সরে গেলেই তুই ডাঙার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলবি, নৌকোডুবি হয়ে গেছে।

নিশি। মিথ্যে কথা। বেটা মিথ্যে কথা বলছে।

বঙ্কু। আমি প্রমাণ দিতে পারি বাবু।

ভুবন। আমি ওকে দেখে নেব। বিনোদ, থানায় খবর দাও এখনি।

বিনোদ বঙ্কুকে ধরে নিয়ে চলল। মদন দৌড়ে গিয়ে নিশির ঘাড় ধরল।

নিশি। (করজোড়ে) দোহাই ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান—আমার ঘাট হয়েছে।

ভুবন। সত্যি কথা বল। এ কু-মতলব করেছিলে কেন ?

নিশি। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) আজ্ঞে, আমি করি নি। মানে, আমার এই আত্মীয় বলেছিল যে, এক ঢিলে দুই পাখি মারতে হবে, তাই—

নীরদকে দেখাল।

নীরদ। নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন—বেশ তো !

প্রশান্ত। নীরদ, তুমি এতবড় অমানুষ ? এখন বুঝতে পারছি, এখানে তুমি

কেন এসেছিলে। তুমি না শিক্ষিত,—ভদ্রলোক? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা থাকে, তা হলে বন্ধুসমাজে ও-মুখ আর দেখিও না।

নীরদ। আমার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে।

রাগত ভাবে প্রস্থান।

নিশি। আমিও যাই তাহলে?

রাজমোহন। না, তুমি এখনও রাজমোহন বোসকে চেন নি। তোমায় আমি জেলে দেব।

নিশি। এঁ্যা, জেল? কর্তাবাবু আপনার পায়ে পড়ি—আমায় বাঁচান। বুড়ো বয়সে জেল খাটতে পারব না।

শিবনাথ। আমি কি করব নিশি? তুমি এঁদের কাছে ক্ষমা চাও।

রাজমোহন। না না। ওকে আমরা ক্ষমা করব না—কিছুতেই নয়। ওকে ঘানি টানাব, তবে আমার নাম—

নিশি। (হাতজোড় করে গৌরীর প্রতি) মা গৌরী, আমি একটা কু-কাজ করে ফেলেছি—তুমি আমাকে বাঁচাও মা।

প্রশান্ত। বাবা, এই কুৎসিত ব্যাপারের এইখানেই শেষ হোক। ও চলে যাক।

রাজমোহন। বেরিয়ে যা এখান থেকে—

মদন নিশিকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

ভুবন। কর্তাবাবু, আসুন। বিভা, গৌরীকে পিঁড়িতে বসা। এস বাবাজী। পুরুত মশাই, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলুন।

পুরোহিত ইতিমধ্যে বসে পড়েছিলেন। শিবনাথ হাসিমুখে ছুটে এসে আসনে বসলেন।

গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। এই যে, ছোটবাবু এসে গেছেন? ওরে সানাই—সানাই—

সানাই বেজে উঠল।

ভুবন। শাঁখ বাজাও, উলু দাও সব।

শঙ্খধ্বনি, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

পুরোহিত। নিন কর্তাবাবু, নাতনী আর নাতজামাইয়ের হাতে হাত মিলিয়ে দিন।

শিবনাথ তাই করলেন।

মদন। আমার খাতা থেকে এক জোড়া বর-কনের নাম কাটা গেল। এই কাটলাম—এই কাটলাম—

গোবিন্দ খাতা খুলে নাম কাটছে। প্রশান্ত স্মিতহাস্যে মন্ত্র পড়তে লাগল।

যবনিকা পড়ল।

প্রথম অভিনয়-রজনীর শিল্পিবৃন্দ

পুরুষ

প্রশান্ত	···	রবীন মজুমদার
বনমালী	···	হরিধন মুখোপাধ্যায়
নিশি	···	জীবেন বোস
গোবিন্দ	···	জহর রায়
শিবনাথ	···	সত্য বন্দ্যোপাধায়
রাজমোহন	···	সৌরেন ঘোষ
সাতকড়ি	···	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
নীরদ	···	দীপক মুখোপাধ্যায়
ভুবন	···	অশ্রু ভট্টাচার্য
গদা	···	দেবী নিয়োগী
মদন	··	প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
বঙ্কু বিশ্বাস	···	কার্তিক সরকার
পুরোহিত	···	বলীন সোম
মাঝি	···	মণি মৈত্র
বরযাত্রী	···	শশাঙ্ক, সুনীত, সুনীল, মিণ্টু, কাশীনাথ ও শ্যামল

স্ত্রী

গৌরী	...	প্রণতি ঘোষ
বিভা	...	গীতা সিং
সুরবালা	...	কেতকী দত্ত
কাদম্বিনী	...	ইরা চক্রবর্তী
		(পরে, সাধনা রায় চৌধুরী)
ভুলোর মা	...	আশা দেবী
তমাললতা	...	সন্ধ্যা দেবী
সুধা	...	শুক্লা দাশ
লীলা	...	শীলা পাল
মাধবী	...	রীণা চট্টোপাধ্যায়
কমলা	...	মঞ্জু দেবী
রজনী	...	কানন দেবী
বেলা	...	বেবী গুপ্তা

শেষ লগ্ন

উদ্বোধন রজনী—৮ নভেম্বর, ১৯৫৬

পরিচালনা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সঙ্গীত-পরিচালনা

রাজেন সরকার

দৃশ্য-পরিকল্পনা

গণেশ দাশ

স্মারক

বিমল ঘোষ ॥ মণি চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ-তত্ত্বাবধান

নিখিল রায়

ব্যবস্থাপনা

মণীন্দ্র রায় ॥ প্রভাস ঘোষ

বস্তু-ব্যবস্থাপনা

অমূল্য নন্দী

রূপসজ্জা

শেখ মেহ্‌বুব

নেপথ্য-বাদন

প্রভাত হাজরা

যন্ত্রিসংঘ

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ॥ ত্রিগুণ ঘোষ ॥ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলি ॥ নারায়ণ বসাক ॥ শেখর রায় ॥ কার্তিক মল্লিক ॥ বংশীধর রায় ॥ কানাই দাস

রূপসজ্জা

ওঁঙ্কারনারায়ণ মিশ্র ॥ তারক দাস ॥ সত্যেন অধিকারী ॥ ইন্দ্রাণী মৈত্র

আলোক-সম্পাত

অভয়চরণ দাশ ॥ ক্ষুদিরাম দাস ॥ লালমোহন ভট্টাচার্য ॥ দুর্গাচরণ বসাক ॥ বিনয় ধর ॥ বিজয় চট্টোপাধ্যায় ॥ গোপাল ভট্টাচার্য

দৃশ্যপট-যোজনা

কালীপদ সোম ॥ আশুতোষ দাস ॥ অনাদি ঘোষ ॥ বাদল ঘোষ ॥ পঞ্চানন কুণ্ড ॥ ভবতারণ দত্ত ॥ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ তারাপদ মণ্ডল